পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গানের পটভূমি – উত্তরভাগ

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গানের পটভূমি – উত্তরভাগ

সঙ্গীত মানসিক বিক্ষিপ্ততাকে সংযত করে, সাহায্য করে শান্ত সমাহিত ভাব আনতে। দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি কালিমা ধুয়ে-মুছে মনকে এক অনাবিল নিষ্পাপ নান্দনিক জগতের সন্ধান দেয়। মনের অব্যক্ত জ্বালা সঙ্গীতের মাধ্যমেই একমাত্র প্রশমিত হতে পারে। কারণ, সঙ্গীত মনের গভীরতম প্রদেশ হতে উৎসারিত এক বিশেষ কলা, অর্থাৎ মনের গভীরতম অনুভূতির ভাষাই হল গান। ভাষা যেখানে বোবা কান্না হয়ে ফেরে – সঙ্গীত তথা সুর অতি অনায়াসে সেই অগম্য স্থানকে অতিক্রম করতে সক্ষম। আর এ জন্যেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতকেই (অর্থাৎ কাব্যসহভাগে) তাঁর ভাবপ্রকাশের প্রধান বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের এই ঐশী শক্তিকে অনুভব করে জীবনের শিক্ষা এবং জীবন গঠনের ক্ষেত্রে যুক্ত করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের প্রতিটি উৎসব এবং ক্রিয়াকলাপে সঙ্গীত এক বিশেষ আসনে আসীন। বর্ষামঙ্গল, হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপন, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানে কবিগুরুর গান সম্পৃক্ত হয়ে অনুষ্ঠানের মর্যাদা এবং আকর্ষণ বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। কবিগুরু অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, কর্মীর কর্মের প্রতি অনিহা, গতিকে স্তব্ধ করতে পারে। তাই তিনি প্রতি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গান রচনা করেছেন। কর্মকে গতিশীল করতে গানই প্রধান সহায়ক। গান স্বতঃ উৎসারিত মনের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করে। কবিগুরু সঙ্গীতকে সেই স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক স্তরে এনে দিয়েছেন, যেখানে আলঙ্কারিক স্বরবিন্যাস বা রাগের দুরূহ গতি পরিক্রমণের অপেক্ষা রাখে না। সে গান পথ চলতে চলতে, কাজ করতে-করতে অনায়াসে করা যায়। সুন্দরকে, বৃহৎকে, দুরূহকে নিজের সাধনা গুণে

গণ্ডি থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকলাপে যুক্ত করে দিয়েছেন। তাই জন্মের শুরু থেকে মরণ সাগরের পাড়ি পর্যন্ত তথা জীবনের ছোট-বড় বহু সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁর গান আমাদের চলার পথের পাথেয়।

ভাবতেও আশ্চর্য বোধ হয় কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ পিতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনার জন্য রাগভিত্তিক যে সমস্ত পরমার্থ বিষয়ক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন তা ভাবগত গভীরতার এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যতটুকু জানা যায় কিশোর রবীন্দ্রনাথ কিশোরী চাটুজ্যে ও বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত ও তৎকালীন দেশী পাঁচালী গান শিখেছিলেন। অবশ্য যদুভট্টের কাছে ধারাবাহিক গান না শিখলেও আড়ালে আবডালে থেকে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর গান শুনতেন, তা তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি থেকেই আমরা জানতে পেরেছি।

হিন্দুমেলা, রাখী উৎসব এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মরণপণ স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার জন্য রবীন্দ্র রচিত বহু গান দেশভক্ত সৈনিকদের প্রেরণা জুগিয়েছে। তখনকার সময়ে ঘরে ঘরে মুখে মুখে যে গান ধ্বনিত হয়ে আকাশ-বাতাসকে স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্বেল করেছিল তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল রবীন্দ্র সৃষ্ট। রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শোক, তাপ, বিরহ, জন্ম-মৃত্যু সর্বপ্রকার সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাঙালির সমাজ জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

সুপ্রাচীন কাল থেকে আমাদের জীবনে বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদের প্রভাব অনস্বীকার্য। বহু উত্থান-পতন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ সত্ত্বেও আমরা তথা ভারতবাসী সেই প্রভাব থেকে বিচ্যুত হইনি। পাশ্চাত্যের উগ্র বাস্তবমুখী ধ্যান-ধারণা, প্রাচ্যের অন্তর্নিহিত ভাবমূর্তি 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' থেকে এই চিন্তা বিস্মৃত হয়নি, কোনদিন তা হবেও না। কেননা আমাদের মানবধর্মী চিন্তা ও মননশীলতা অখণ্ড সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিংশ শতাব্দীতেও হৃদয় থেকে হৃদয়ে, জীবন থেকে জীবনে, সেই অখণ্ড সত্যের প্রতীক সুরধুনী আমাদের গতিশীল জীবনে ফধস্রোতের মত নিরন্তর নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। সেই গতিময় জীবন্ত প্রকাশ ও চিরন্তন ভাবমূর্তি কবিগুরুর সৃজনশীল সাহিত্যে বিশেষ করে সঙ্গীতে, নৈসর্গিকতার কুজ্ঝটিকাকে পৃথক করে নানা ভাবে রূপে রসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

শৈশবকালেই পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সত্যানুসন্ধানের অনুপ্রেরণার ফলশ্রুতি পুত্র রবীন্দ্রনাথের

জীবনে রূপায়িত হয়ে তাকে রবি-ইন্দ্র হতে উৎসাহিত করেছে। পিতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথম জীবনে সৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত পরমপিতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। পরবর্তীকালে জীবনদর্শনের অখণ্ড সত্যরূপটি সুন্দরতম হয়ে চিরসুন্দরের নিকট আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে নিবেদিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রেম পর্যায়ের গানগুলি জাগতিক চাহিদার ঊর্ধ্বে উঠে একমাত্র প্রেমময়ের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে। সেই ভাবসম্মিলনের কিছু পুষ্প চয়ন করে আমরা এখানে তার কয়েকটি গানের অংশ বিশেষ উপস্থাপিত করছি।

(ক) ''ভুবনেশ্বর হে,
মোচন কর' বন্ধন সব মোচন কর' হে।।
প্রভু, মোচন কর ভয়,
সব দৈন্য করহ লয়।"

(খ) ''প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।"

(গ) ''জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীত সুধারসে এসো।।"

(ঘ) ''তাই তোমার আনন্দ আমার' পর,
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।।"

(ঙ) ''তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান, তুমি ধন্য ধন্য হে।।"

(চ) ''বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।
বাজে অসীম নভ-মাঝে অনাদি রব;
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্রতারা।।"

(ছ) ''তুমি আমাদের পিতা

তোমায় পিতা ব'লে যেন জানি,

তোমায় নত হয়ে যেন মানি,"

প্রভৃতি বহু গানের মাধ্যমেই পরমপিতার করুণা আশায় সারা প্রাণময় ঢেলে অঞ্জলি দিয়ে গেছেন, যা সর্বকালের অপূর্ব সৃষ্টির দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রকাশ বহন করে মনকে এক অনির্বচনীয় আনন্দলোক এবং আনন্দময় সত্তার কথা আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয়। সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত গ্রন্থ ''গীতাঞ্জলি" পাশ্চাত্যের কবি ও বিদগ্ধজন শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে কবির ধ্যানমগ্ন গভীর মননশীলতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদের নিজস্ব জীবনদর্শনের বিষয়টিকে নূতন করে যেন বিনির্মাণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বেদের কঠিনতম দুরূহ চিন্তার শব্দরূপকে সর্বসাধারণের উপযোগী করে তাঁর সঙ্গীতে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। আবার অনেকগুলো সংস্কৃত শ্লোককে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সুরারোপিত করে বৈদিক যুগের আশ্রমিক ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর এই স্তোত্রগুলি উল্লেখযোগ্য—

ক) ''শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা"

খ) ''ঊষো বাজন বাজিনি প্রচেতা"

গ) ''ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং"

ঘ) ''সংগছধ্বং সংবদধ্বম্"

।। দুই।।

বলাবাহুল্য, এই পর্বে 'গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্য' পর্বটি বিশেষ আলোচনার দাবী করে। প্রথমে গীতাঞ্জলি'র 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই কবিমনের ভাব রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। কবির বিশ্বাস ছিল এই যে, ভাষার সাথে সুরের মিলনেই মানব মনের নিগূঢ়তম অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়। সঙ্গীতই একমাত্র মাধ্যম, যার দ্বারা দুই পক্ষ বিস্তার করে ভাবজগতের সুউচ্চ শৃঙ্গে আরোহণের শিহরণ জাগানো সম্ভব। তাই সঙ্গীতকে মন পুষ্পে রঞ্জিত করে পরম পুরুষ জীবন দেবতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে গেছেন। বস্তুতান্ত্রিক জগতের জাগতিক সুঃখ-দুঃখের বহু ঊর্ধ্বে যে পরম আস্বাদময় আধ্যাত্মিক জগতের চরম অনুভূতি, সেটাই এই কাব্যগ্রন্থের প্রতি ছত্রে নানা রঙে, রসে, উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

প্রৌঢ়ত্বের অবসানে এই সংসারের বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের চরমতম সত্যকে একান্তভাবে উপলব্ধির ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি ১৯৯০ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ ও বেদনাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করে এবং নিজের অন্তরের অনুভূতির মিশ্রণে এক বিস্ময়কর রসের সঞ্চার করেছেন। বেদনার সঙ্গে আনন্দের, বিরহের সঙ্গে মিলনের, মৃত্যুর সঙ্গে অমৃতের যে সম্বন্ধ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সেই পরম প্রাপ্তির সৌকর্যগুণে ভাস্বর ও চিদানন্দময় আধ্যাত্মলোকেরই সন্ধান দেয়। তাই তিনি বস্তুজগতের রূপ-রস-গন্ধের জয়গানের সাথে সাথে বিশ্বপিতার অপার মহিমারও জয়গান গেয়েছেন। তাঁর ঈশ্বরানুভূতির চরম সার্থকতার ফলশ্রুতি স্বরূপ আমরা পাই 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ।

রবীন্দ্রসৃষ্ট কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্যে গীতাঞ্জলির এই যুগটিই বিশেষভাবে চিহ্নিত করার মতো। গীতাঞ্জলি কাব্যে মোট ১৫৭টি কবিতা আছে, তার মধ্যে ৮৬টি কবিতা কবি কর্তৃক সুরারোপিত। এগুলো ভাব ও রসের দিক থেকে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানের অধিকারী। গীতাঞ্জলিতে যে সুরটি নিবিড়ভাবে ফুটেছে তা হল একান্ত আত্মবিলাপের সুর। কবি এই কাব্যের মাধ্যমে জীবন-দেবতাকে মানবজীবনের বিভিন্ন রূপ রসের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি দুঃখ আঘাত বেদনাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করে নিজেকে অহংকার শূন্য করতে চেয়েছেন। তিনি বিনয়-নম্র চিত্তে আত্মশুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ মাত্র দুটি গানের কয়েকটি চরণ এখানে উদ্ধৃত করা হল—

ক) ''আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।।

খ) ''এই করেছ ভালো নিঠুর হে, এই করেছ ভালো।
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।।"

আবার কখনও বা সমস্ত দুঃখবেদনা আঘাতকে সহ্য করার সংকল্প করে গেয়েছেন—

''আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন তারে ঝঙ্কারো।।

জীবন দেবতার কাছে আত্মসমর্পণ এবং নিজের অসম্পূর্ণ জীবনের জন্য বেদনা বোধ—

ক) ‘‘তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো।
এবার তুমি ফিরো না হে—
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো।।”

খ) ‘‘জীবনে যত পূজা হল না সারা।
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।।”

একদিকে ঈশ্বরের আদর্শ অব্যক্ত বেদনা এবং অপরদিকে তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্যে আকুতি—

ক) ‘‘যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু এবার এ জীবনে।
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই শয়নে স্বপনে।।”

খ) ‘‘ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়,
তবু জানো মন তোমারে চায়।।”

জগতপিতার বিশ্বসভায় যে আনন্দযজ্ঞের অনুষ্ঠান, কবি তাতে সামিল হতে চেয়েছেন—

ক) ‘‘জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল, ধন্য হল মানব জীবন।।”

খ) ‘‘জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে।
সে গান কবে গভীর রবে, বাজিবে হিয়া মাঝে।।”

কবি বিশ্বমানব এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পরমপিতার মঙ্গলময় স্পর্শ উপলব্ধি করে আকুল হৃদয়ে করুণ রসে গাইলেন—

‘‘তাই তোমার আনন্দ আমার ’পর,
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।।”

কবি সকল কিছুর মধ্যেই করুণাময় সর্বনিয়ন্তার নিরন্তর প্রকাশ লক্ষ করেছেন, এমন কী প্রকৃতিও এর ব্যতিক্রম নয়—

ক) ‘‘আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,

পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।।”

খ) ‘‘আমারে যদি জাগালে আজি নাথ,

ফিরো না তবে ফিরো না, করো করুণ আঁখিপাত।।”

গ) ‘‘আমার নয়ন-ভুলানো এলে,

আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।।

শিউলিতলার পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশে রাশে

শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণরাঙা চরণ ফেলে

নয়ন-ভুলানো এলে।।”

ঘ) ‘‘শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে।

আনন্দ গান গা রে হৃদয়, আনন্দগান গা রে।।”

প্রেমের পূজারী রবীন্দ্রনাথ ব্যথিতের ব্যথা বেদনা অন্তর থেকে উপলব্ধি করে বলেছেন—

‘‘মানুষের প্রেমের আকর্ষণেই ভগবান ধরণীর ধূলাতে নেমে এসে ভক্তকে চিনে নেন।”[১]

প্রেম-পুরুষ ঈশ্বরের করুণা ব্যতীত জীবন যখন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে তখনই তিনি আকুল কণ্ঠে তাঁর আবির্ভাব কামনা করে গেয়েছেন—

‘‘জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।

সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো।।”

‘গীতাঞ্জলি’র সঙ্গীত বিরহের রসে অভিষিক্ত। এই সঙ্গীতে একদিকে যেমন ভক্তের আত্মসমর্পণের সুর বিরাজমান, অন্যদিকে তেমনই আকুতিভরা ভাব বিশ্বের আর কোন কাব্যে বা সঙ্গীতে বাজেনি। ‘খেয়া’ কাব্য থেকে কবি-মানস ক্রমশই অধ্যাত্মচিন্তার গভীরে নিমগ্ন হতে লাগল এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ ‘খেয়া’ থেকে ‘গীতাঞ্জলি’তে তাঁর উত্তরণ। শান্তিনিকেতনের ধ্যানমৌন পরিবেশে কবিচিত্ত অধ্যাত্ম অনুভূতির দ্বারগুলি একে একে আশ্চর্যভাবে উদ্‌ঘাটিত হল, প্রকাশিত হল জীবন-রহস্যের একটি নতুন দিক।

‘গীতাঞ্জলি’তে মোট গানের সংখ্যা ১৫৭টি এবং এর মধ্যে মাত্র ৮৬টি গানে কবি কর্তৃক সুর

সংযোজিত হয়েছে। এই ৮৬টি গানে রবীন্দ্রনাথ সুরারোপ করেছিলেন তার প্রায় সবগুলোই মিশ্ররাগভিত্তিক হলেও মৌলিকতার গুণে প্রতিভাত। গানগুলিতে তিনি যে রাগমিশ্রণ ঘটিয়েছেন তার বৈশিষ্ট্য হল যে এই সুরগুলি কবির অন্তরের নিভৃত স্থল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত গানের কথা ও সুরের মিলিত অর্ধনারীশ্বররূপে প্রকাশমান। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> ''আমার গানের কবিতাগুলিতে বাক্যের আসুরিকতাকে আমি প্রশ্রয় দিইনি,
> অর্থাৎ সেইসব কথা ব্যবহার করেছি সুরের সঙ্গে যারা সমানভাবে আসন
> ভাগ করে বসবার জন্যেই প্রতীক্ষা করে।''[২]

গীতাঞ্জলির ৮৬টি গানকে পর্যায় হিসাবে বিভক্ত করলে নিম্নলিখিত তালিকাটি পাওয়া যায় ঃ

পূজা —	৬৫
প্রকৃতি —	১৭ (বর্ষা-১০, শরৎ-৫, বসন্ত-২)
প্রেম —	২
স্বদেশ —	১
বিচিত্র —	১
	৮৬

গীতাঞ্জলিতে একটি সুর খুব বেশি করে ফুটে উঠেছে, আর সেটি হচ্ছে আত্মবিলাপের সুর। কিছু কবিতাতে দেখা যায় কবি দুঃখ, আঘাত ও বেদনাকে দেবতার আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করে তুলতে চেয়েছিলেন।

গীতাঞ্জলির গানে ভৈরবী রাগকে তিনি এত বিচিত্ররূপে প্রয়োগ করেছেন যে অন্য কোন রাগে এত বেশি সংখ্যক গান নেই। পূর্বেই আমি কিছু সমপ্রকৃতিক মিশ্রিত রাগের নাম উল্লেখ করেছি, সেগুলো ছাড়াও এই সমপ্রকৃতির রাগের মিশ্রণে তিনি আরও কিছু গান রচনা করেন, তার মধ্যে মিশ্র টোড়ী, ঢোড়ী, ভৈরবী, মিশ্র কানাড়া, মিশ্র-বাহার প্রভৃতি রাগের প্রাধান্য দেখা যায়।

পার্থিব আসক্তির সাথে আধ্যাত্মিক ভক্তিরস মূর্ত হয়ে গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত প্রতিভার এক শাশ্বত উজ্জ্বল অবদান। কবিগুরু তাঁর সঙ্গীতে পরমেশ্বরকে কোথাও পিতা রূপে, কোথাও সখা, জননী বা প্রিয়তম রূপে গ্রহণ করেছেন। এটি রবীন্দ্রদর্শনের একটি বিশেষ দিকে নির্দেশ করে, জীবনসংগ্রামে প্রতিনিয়ত জর্জরিত হয়েও সাধক কবি রাজরাজেশ্বরের সমীপে নিজেকে আত্মনিবেদন

করার কামনায় ব্যাকুল। নিখিল বিশ্বে পরমপিতার অস্তিত্ব প্রকাশে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্য রসোত্তীর্ণ। সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশ বিমুগ্ধ আত্মার স্পন্দন ধরা দিয়েছে—'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।'

কবিমন চলমান জীবনের উত্থান, পতন, চড়াই উৎরাই পরিক্রমণে যে বিশেষ ভাবময়তা এবং অনুভূতির কষ্টি পাথরে বিশ্বপিতার পদধ্বনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন তা নানা ভাব, ভাষা ও সুরসন্দর্ভ গুণে চিরকালের এক অক্ষয় কীর্তি। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানগুলো সম্পর্কে জানা যায় যে– এ পূজা কেবলমাত্র দেবপূজার শুষ্ক আবরণ নয়, আত্মোন্নতির নিমিত্ত কল্প দেবলোকের উদ্দেশ্যে নিবেদন নয়, কোন সাম্প্রদায়িকতার কিংবা আনুষ্ঠানিকতার জালে এ জড়িত নয়। এ পূজা হল মহান দার্শনিকের নিজের জীবন দেবতার উদ্দেশ্যে, মানবিকতার পরমপুরুষকে নিবেদিত নানাবর্ণে রাঙানো পুষ্পের অর্ঘ।

বিভিন্ন পর্যায়ের গান ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলো কাব্যগীতি রচনা করেছেন। বিভিন্ন ছোট এবং বড় কবিতায় সুরযোজনা করে এই সমস্ত কাব্যগীতি রচিত হয়েছে। যে সঙ্গীতে কাব্যপ্রধান এবং সুর গৌণ তাকেই বলা হয় কাব্যসঙ্গীত। কাব্যসঙ্গীতে কাব্যের মাধ্যমেই অনুভূতির প্রকাশ পায় এবং এই গানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্যকে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাথমিক ভাবে তা দুই ভাগে বিভক্ত গীতধর্মী ও কাব্যধর্মী। কাব্যসঙ্গীত হচ্ছে কাব্যধর্মী পর্যায় অন্তর্ভুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মহান সাহিত্যকার। রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিপূরক কোন সাহিত্য আজও রচিত হয়েছে বলে মনে হয় না। কাব্যসঙ্গীত রচিত হয়েছিল প্রথমে কবিতারূপে এবং পরে এতে সুরারোপ করে গানে পরিণত করা হয়। কবিতাকে সুর করে গাইবার প্রথা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় প্রচলিত ছিল। বাংলার গ্রামে গ্রামে আজও লোকসাহিত্যের গান শোনা যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দের মত সাহিত্য আজও সুর করেই গাওয়া হয়। কাব্যসঙ্গীতে কাব্যপ্রধান এবং সুর গৌণ। কাব্যসঙ্গীতে কিছু গদ্যগানও পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কাব্যসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, বড়ো কবিতাতে তিনি একই সুরের পুরনাবৃত্তি করেন নি। অর্থাৎ গানের ভাব পরিবর্তনের সাথে সাথে রাগরাগিনীর সুরের এক অদ্ভুত পরিবর্তন করে গেছেন। এই রকম কবিতার কাব্য যখন যে ভাব প্রকাশ করে গেছে রাগরাগিণী ঠিক

সেই ভাবেই বিস্তার করে গানের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেছে। এই গানে এমনভাবে সুর সংযোজন করা হয়েছে যেখানে কাব্যাভাব ও গীতভাবের কোন পার্থক্য দেখা যায় না। একই গানে একাধিক রাগের মিশ্রণে কাব্যের ভাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি নিপুণভাবে গান রচনা করেছেন।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে রাগরাগিণীর চলন, পরিবেশনের সময়, ঋতুপ্রভাব, সুর ব্যবহার সমস্তই শাস্ত্র অনুযায়ী পরিবেশিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনদিনও সঙ্গীত অর্থে শুধুমাত্র সুর একথা মানেন নি। প্রতিটি রাগরাগিণীর একটা আলাদা ভাব অনুভব করেছিলেন তার কাব্য প্রভাবিত দৃষ্টি দিয়ে। তিনি বলতেন—

> ''ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা...। ভৈরব যেন ভোরবেলাকার আকাশেরই প্রথম জাগরণ। ... রামকেলি প্রভৃতি সকালবেলাকার সুরের একটু আভাস লাগবামাত্রই এমন একটি বিশ্বব্যাপী করুণা বিগলিত হয়ে চারিদিকে বাষ্পাকুল করেছে যে এই সমস্ত রাগিণীকে সমস্ত আকাশের সমস্ত পৃথিবীর নিজের গান বলে মনে হচ্ছে... মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিশ্বাস। পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন। ...আজকের এই দিনটা সেই রকমের— এ আছে তবু নেই,— এ গৌরসারঙের আলাপ, যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন হিসেবের খাতায় কোন অঙ্গ রেখে যাবে না। ... বাতাসে ভূপালীর সুরে একটা ডাক শুনতে পাচ্ছি, থামরে থাম, আয়রে আয়রে আয়। ... পরজ যেন রাত্রি শেষের নিদ্রাবিহ্বলতা।... সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাতে আমোদ-আহ্লাদের উল্লাস নেই, তাই আমাদের বিবাহ উৎসবের রাগিণী... কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশিথিনীর পথবিস্মৃতি। ... খাম্বাজের করুণ তান শহরে আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।''[৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে কবিতায় কাব্যের যে গতিশীলতা থাকতে পারে সেইভাবে রাগ-রাগিণীও এগিয়ে যেতে পারে। এই মনোভাব নিয়েই তিনি প্রথম গান রচনা করেছিলেন ''আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে।'' এই গানটি খাম্বাজ, পরজ ও কালিংড়া রাগের মিশ্রণে রচিত। কবিতা পাঠের সময় যেমন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা পড়ে যেতে হয় এই গান গাইবার পদ্ধতিও তাই।

এভাবেই তাঁর সুরারোপের নৈপুণ্যে এই সমস্ত কবিতা আদর্শ গীতিরূপ লাভ করেছে। গীতিনাট্য ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী থেকে শুরু করে ছবি ও গান, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, গীতাঞ্জলি, ক্ষণিকা, খেয়া, উৎসর্গ, বলাকা, পূরবী, মহুয়া প্রভৃতিতে সুর সংযোজনা করে এই গানগুলিকে কাব্যধর্মী পর্যায়ভুক্ত করেছিলেন।

কাব্যসঙ্গীত রচনায় বড় কবিতাতে প্রতি লাইনে পৃথক পৃথক সুরারোপ করে তিনি যে পরীক্ষা করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই রকম প্রচেষ্টা এই প্রথম। কাব্যসঙ্গীতগুলি প্রধানত রচিত হয়েছিল কবিতা হিসাবে এবং এই কারণেই এই গানগুলি দীর্ঘতর এবং সুর সংযোজনেও বহু সুর, লয় ও ছন্দের মিশ্রণ পাওয়া যায়। এইরকম বহু কবিতার বইয়ের বিভিন্ন কবিতায় তিনি সুরযোজনা করেছেন। এই সমস্ত কাব্যগীতি কয়েকটির প্রথম চরণ চয়ন করে এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল—

১। 'এই তো ভাল লেগেছিল'

২। 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'

৩। 'নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে'

৪। 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে'

৫। 'হে নিরুপমা, হে নিরুপমা'

৬। 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়'

৭। 'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে'

৮। 'তুমি কি কেবলি ছবি'

৯। 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন'

১০। 'হে মোর চিত্ত, পূণ্য তীর্থে'

১১। 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে'

১২। 'এ শুধু অলস মায়া' ইত্যাদি।

কবি নিজের কবিত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে গান রচনা অর্থাৎ সঙ্গীতের সঙ্গে বাণীর মিলন সাধনই ছিল তাঁর প্রধান সাধনা এবং এই সাধনায় যে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

সঙ্গীতের মত নৃত্যেরও যে একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে এ বিষয় রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট

সচেতন ছিলেন। তাঁর অসাধারণ সৃষ্টিশীল প্রতিভা সঙ্গীতের মত নৃত্যেও গতানুগতিকতার পথ পরিহার করে এক নতুন নৃত্যশৈলীর উদ্ভাবন করেছে। গানের মত নৃত্য রচনাতেও ছিল তাঁর নিবিড় আনন্দ। তাঁর উক্তি—

> ''এই আশ্রমের নীলাকাশ উদয়াস্তের প্রাঙ্গনে এই সুকুমার বালক-বালিকাদের লীলা-সহচর হতে চেয়েছিলাম। লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার সার্থকতা।''[৪]

।। তিন।।

রবীন্দ্রনাথের গানের পটভূমির আলোচনায় তাঁর নৃত্যনাট্যের গানের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনাও প্রাসঙ্গিক 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা' এই তিনটিকেই মুখ্যতঃ নৃত্যনাট্য বলা হয়। এর মাঝে যদিও তিনি এই জাতীয় কিছু রচনা করেন কিন্তু সেগুলিকে গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্য আখ্যা দেওয়া যায় না। কিছু অভিনয়াংশ থাকাতে এগুলিকে কাব্যনাট্য বলা হয়। যেমন— 'রাজা ও রাণী', 'বসন্ত', 'ফাধনী', 'অরূপরতন', 'রক্তকরবী', 'নটীর পূজা' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত নৃত্যকলার মধ্যে একটা যোগসূত্র এনেছিলেন। বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় এই দুটি শিল্পকলা পারস্পরিক নির্ভরশীল। তবে রবীন্দ্র নৃত্যশৈলী কোন পৃথক শৈলী নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে কোন নৃত্যধারার প্রচলন করেন নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুযায়ী শান্তিনিকেতনে একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ নৃত্যধারার প্রচলন করেন। গুরুদেব বেঁচে থাকাকালিন ভারতনাট্যমের এত প্রসার ও জনপ্রিয়তা ছিল না। তাই তিনি মুখ্যত কথাকলি, মণিপুরী ও কথক এই তিনটি শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার সমন্বয় সাধন করেছিলেন তাঁর নৃত্যনাট্যগুলিতে।

মণিপুরী নৃত্য ভাবপ্রকাশের, কথাকলি নৃত্য শক্তি ও তেজস্বিতার এবং কথক নৃত্য ছন্দের বাহক। এই তিনি নৃত্যকলাকেই তিনি প্রয়োজন অনুসারে সমন্বয় সাধন করে ব্যবহার করে গেছেন। মূলত একেই বলা হয় রবীন্দ্রনৃত্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যেমন—

> ''চিত্রাঙ্গদা ১৯৩৬ সালে প্রথম যেবার অভিনীত হয়, তখন তাতে মণিপুরী পদ্ধতি ছিল প্রধান, তার সঙ্গে সামান্য কিছু কথাকলি ও লোকনৃত্য ভঙ্গী

মেশানো ছিল। কিন্তু কথাকলির উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাবার পর অর্জুনের অভিনয়ে কথাকলির নৃত্য পদ্ধতি বেশ খানিকটা প্রাধান্য পেল। অন্যান্য নারী চরিত্রের অনেকাংশে সেই পদ্ধতির প্রভাব বেশ খানিকটা বেড়ে গেল।"[৫]

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা রচনাকাল ১৯৩৬ সাল। নাটকখানি মূলতঃ কাব্যনাট্য, পরে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হয়। এই নাটকের গানগুলি নাচের উপযোগী করেই রচিত এবং নাটকটি ৬টি দৃশ্যে বিভক্ত। মহাভারতের আদিপর্বে অর্জুন চিত্রাঙ্গদার প্রণয়োপাখ্যানই এই নাটকের বিষয়বস্তু।

মণিপুর রাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে তাঁর রাজবংশে শুধু পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল তখন রাজা তাকে পুত্র-রূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা, শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি। একদিন পুরুষবেশী চিত্রাঙ্গদা সখীসহ শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছেন। শিকারের সন্ধানে গভীর বনে ঢুকে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য পালনরত অর্জুনকে দেখলেন। চিত্রাঙ্গদা নিজের পুরুষোচিত বীরত্ব প্রদর্শনের আশায় অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান জানালেন—কিন্তু অর্জুন সকৌতুক অবজ্ঞায় সেখান থেকে প্রস্থান করেন। পরদিন ব্যর্থ চিত্রাঙ্গদা নারীবেশে অর্জুনের কাছে হৃদয় প্রাণ মন নিবেদন করলেন। কিন্তু ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী অর্জুন নিজের অক্ষমতা জানিয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। প্রত্যাখ্যাতা চিত্রাঙ্গদা নিদারুণ গ্লানিতে অর্জুনের আকর্ষণ লাভের জন্য মদনের আরাধনা করলেন—অবশেষে মদনের বরে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনবিজয়ে ধন্য হবার বর লাভ করলেন।

অর্জুন এবার রূপলাবণ্যময়ী চিত্রাঙ্গদাকে দেখে মুগ্ধ হৃদয়ে প্রেম নিবেদন করলেন। চিত্রাঙ্গদার মনে মনে সৃষ্টি হল বিচিত্র এক দ্বন্দ্ব—তাই তিনি অর্জুনকে নিজের রূপের ক্ষণিকতা সম্পর্কে জানালেন। কিন্তু অর্জুন ঐ মিথ্যার পায়েই তাঁর সমস্ত মহত্ত্ব গরিমা অর্পণ করতে চায়।

এদিকে গ্রামবাসীগণ দস্যুভয়ে ভীত। অর্জুন সেই জনপদবাসীদের প্রশ্ন করেন "তোমাদের রক্ষক নাই কোনো?" তখন গ্রামবাসীগণ অর্জুনকে জানায়— তিনি চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী গোপন ব্রতচারিণী। স্নেহ বলে তিনি মাতা আবার বাহুবলে তিনিই রাজা। অর্জুন সেই চিত্রাঙ্গদাকে দেখবার জন্য উৎসুক। তাই চিত্রাঙ্গদা জানালে তার রূপের দৈন্যতার কথা। তাতেও অর্জুনের আকুলতা এতটুকু দূর হল না—চিত্রাঙ্গদা তাই "কাল শুভ শুভ্র প্রাতে দর্শন মিলিবে তার"— একথা জানালেন। চিত্রাঙ্গদা পুনরায় মদনদেবকে তাঁর পূর্ব রূপ প্রার্থনা করে জানালেন—"হে অতনু বর ফিরে লও"। মদনদেব

তাঁর প্রার্থনা পূরণ করলেন। চিত্রাঙ্গদা রূপহীনা এবার নিজহস্তে সমস্ত মোহ যবনিকা সরিয়ে সাহসের সঙ্গে বললেন—

"আমি চিত্রাঙ্গদা

নহি দেবী, নহি সামান্য নারী"

চিত্রাঙ্গদার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে অর্জুন বললেন—

"ধন্য ধন্য আমি।"

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি কখনও খণ্ডিতরূপে প্রকাশিত হয়নি। তিনি সব সময়ই যা চিরন্তন, যা সত্য, যা অখণ্ড যা অকৃত্রিম তার দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর লক্ষ ছিল অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের ফধস্রোতের দিকে, তাই বাইরের সৌন্দর্য যতই মধুময় হোক না কেন, তাঁর বক্তব্যে কখনও প্রাধান্য লাভ করেনি।

'চিত্রাঙ্গদা' নাটকটিকে তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় প্রেমের ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় মোহের প্রয়োজন থাকলেও পরবর্তী অবস্থায় মোহ মুক্তির একান্তভাবেই প্রয়োজন, তবেই শাশ্বত প্রেম প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। যদি কোন একটিকে একান্ত করে দেখা হয় তবে প্রেম পরিপূর্ণতার দিকে পৌঁছতে পারে না। চিত্রাঙ্গদা নাটকে রূপ ও অরূপের বা রূপ এবং রূপাতীত সত্তার দ্বন্দ্বই হল মূল কথা। চিত্রাঙ্গদার দুই রূপ—বাইরের রূপ হল ক্ষণিকের জন্য পাওয়া, কিন্তু অন্তরের রূপই হল চিরন্তন এবং একান্ত ভাবেই তার নিজস্ব সম্পদ। তাই চিত্রাঙ্গদা বাইরের সৌন্দর্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে অন্তরের সৌন্দর্যের ওপরেই সে তার আপন প্রতিষ্ঠা চায়। সে জন্যই সে তার মনোজগতের দহনে জ্বলে অনুভব করেছে যে মিথ্যা সৌন্দর্য আকর্ষণীয় হলেও সত্য রূপহীনতা তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান, অনেক অনেক বেশি বড়। এই উপলব্ধিই চিত্রাঙ্গদাকে প্রেমের সহজ নিরলঙ্কৃত মহিমা সম্বন্ধে অবহিত করেছে।

নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'র রচনাকাল ১৯৩৮ সাল। এই নৃত্যনাট্যে তিনি কথাকলি এবং মণিপুরী নৃত্যপদ্ধতির মিশ্রণ করে এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন। কাহিনীর দিক থেকে চণ্ডালিকা নাটক ও নৃত্যনাট্যের মধ্যে কোনও তফাৎ ঘটেনি। চণ্ডালিকা নাটকের গদ্যরূপকে কোন পরিবর্তন না করেই রবীন্দ্রনাথ সেইগুলোকে ছন্দে বেঁধে সুরারোপ করেছেন এবং তাঁর গদ্যকে গানে পরিণত করার প্রচেষ্টা এক যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। চণ্ডালিকার গীত অংশ এক কথায় অনবদ্য

এবং এটি তিনটি দৃশ্যে সীমায়িত।

'চণ্ডালিকা'র মূলতত্ত্ব প্রেম। তবে এ প্রেমের রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। নায়িকা চণ্ডালিকার রিক্ত ও আত্মবিস্মৃত জীবনে প্রেমের আবির্ভাব এবং আত্মদ্বন্দ্ব নিয়েই এই কাহিনী। চণ্ডাল কন্যা 'প্রকৃতি' সকলের কাছে অস্পৃশ্যা বলে অপমানিতা ও লাছিতা। প্রত্যেকের এরূপ আচরণের ফলে দুঃখে ও গ্লানিতে চণ্ডালিকা আত্মধিক্কারে মোহ্যমান। একদিন পথশ্রমে ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত বুদ্ধ শিষ্য আনন্দ, চণ্ডালিকার নিকট জল চাইলে প্রকৃতি নিজের অস্পৃশ্যতা হেতু জল দিতে সংকোচ বোধ করল। কিন্তু আনন্দ বললেন—

> ''যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা। সেই বারি তীর্থ বারি যাহা তৃপ্ত
> করে তৃষিতেরে, যাহা তাপিত শ্রান্তেরে স্নিগ্ধ করে সেই তো পবিত্র বারি।
> জল দাও আমায় জল দাও।"

একথা শুনে প্রকৃতি তাকে নিঃসংকোচে জল দিল। কিন্তু আনন্দের রূপ ও করুণা প্রকৃতিকে মুগ্ধ করল। আর তাই যে মুহূর্তে আনন্দ প্রকৃতির কাছ থেকে জল পান করল, সেইক্ষণেই প্রকৃতির জীবনে এল এক অবিস্মরণীয় আনন্দের জোয়ার, মুক্তির জোয়ার, নারীত্বে জোয়ার। আর তাই দিয়ে আনন্দকে জয় করার জন্য অধীরা হয়ে উঠল। কিন্তু আনন্দকে পাবার কোন উপায় না দেখে মায়ের শরণাপন্ন হল। প্রকৃতির মায়ের ঐন্দ্রজালিকা মন্ত্রের আকর্ষণে আনন্দ প্রকৃতির সম্মুখে উপস্থিত হল। এই সময় প্রকৃতির মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হলে শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে যখন তার সম্বিত ফিরে এল আর তখনই এল তার অনুশোচনা। এই সময় আনন্দ এসে বললেন, ''কল্যাণ হোক্ তব কল্যাণী।"

এখানেও রবীন্দ্রনাথ মোহমুক্ত প্রেমের ছবিই চিত্রিত করেছেন। কারণ প্রেম যতক্ষণ রূপজ থাকে, মোহপূর্ণ থাকে ততক্ষণ প্রেম সার্থকতায় পৌঁছতে পারে না, তা ইন্দ্রিয় বাসনার পরিতৃপ্তির দিকেই ধাবিত হয়। চণ্ডালিকার কাহিনীতে প্রথমে মোহময় প্রেমের এবং পরে তা থেকে মুক্তি পেয়েই সে চিনেছে জীবনে প্রকৃত প্রেমের সার্থকতা। অর্থাৎ মানবমনে প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির দ্বন্দ্বই প্রকট হয়ে উঠেছে।

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটি ১৩৪৬ সালের ভাদ্রমাসে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই নৃত্যনাট্যে ভারতীয় নৃত্যশৈলীর তিনটি ধারা অর্থাৎ কথাকলি, কথক এবং মণিপুরীর সমাবেশ ঘটেছে। এই নাটকটি চারটি দৃশ্যে সীমায়িত ও তিনটি মুখ্যে চরিত্র নিয়ে রচিত। যেমন বজ্রসেন ও প্রহরীর অভিনয়ে

কথাকলি, উত্তীয়ের অভিনয়ে কথক এবং শ্যামা ও সখীদের নৃত্য মণিপুরী নৃত্যশৈলীর প্রভাব দেখা যায়। আবার এই নাটকেরই ঘাতকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ সিংহলের ক্যাণ্ডি নৃত্য পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে নৃত্য যোজনার শ্রেষ্ঠ পরিণতি ঘটেছিল এই নৃত্যনাট্যের যুগে। রবীন্দ্রনাথ ক্লাসিকাল নৃত্যগুলির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন এই নৃত্যনাট্যের মধ্যে। শ্যামার সংক্ষিপ্ত নাট্যবিষয় নিম্নরূপ—

তক্ষশীলা নিবাসী এক বণিক, নাম তার বজ্রসেন। সে অনেক সন্ধানে ইন্দ্রমণির হার যোগাড় করেছে। তাই তার এই হার বেচার সামান্যতম ইচ্ছে নেই, সে জন্যই সে বলে ওঠে—''কণ্ঠে দিব আমি তারি, যারে বিনামূল্যে দিতে পারি।" কিন্তু বন্ধু সাবধান করে বললে এতে রাজার চরের লক্ষ্য আছে। এমন সময় রাজার চর এসে বললে—''কি আছে তোমার পেটিকায়"। বজ্রসেন বলে উঠল এই পেটিকায় আমার বুকের পাঁজর যে রে—সাবধান! সাবধান! ''তুমি ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না এরে"। কিন্তু চর সে কথা শুনলে না, বললে—''তুমি দেখব পালাও কোথা।"

শ্যামা বিখ্যাত রাজনর্তকী। সে যখন নৃত্যগীতে মগ্ন এমন সময় প্রহরী চোর সাব্যস্ত করে সভার মধ্য দিয়ে বজ্রসেনের পেছনে পেছনে গেল। শুধু তাই নয় শ্যামার এই কথাও কর্ণগোচর হল যে রাজার আদেশে বজ্রসেনের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। কিন্তু শ্যামা তার পুরুষোচিত সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে প্রাণ রক্ষার উপায় খুঁজতে থাকে। শ্যামা সভায় সকলের উদ্দেশ্যে তাই বলে—''এমন কি বীর কেউ আছে যে এই বিদেশীকে অন্যায় অপবাদের হাত থেকে রক্ষা করবে।' শ্যামার প্রেমে উন্মত্ত বালক উত্তীয় সে এই কঠোর কাজের ভার নিয়ে বললে, ''ন্যায় অন্যায় জানিনে, শুধু তোমারে জানি, তাই ঐ বিদেশীর প্রাণের অভিযোগ আমি নিজে স্বীকার করে প্রাণ দেব।"

উত্তীয় কারাগারে মৃত্যুবরণ করল। এরপর শ্যামা রাজভবনের সমাদর সম্মানে ছেড়ে বজ্রসেনের সঙ্গে পালিয়েছে। প্রহরী রাজার আদেশে পথে পথে শ্যামার অনুসন্ধান চালিয়েছে কিন্তু সখীদের ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও যখন বজ্রসেন তার মুক্তির উপায় জানতে পেরেছেন তখন ক্ষমা তাকে করতে পারেননি। বজ্রসেন তাকে তিরস্কার করলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যাবার সময় শ্যামা বাধা দিলে পদাঘাত করে চলে যায়। আবার বজ্রসেনের পক্ষেও এই প্রেম ভুলে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তাই সে ভুলতে পারেনি, অনুতপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাই শ্যামাকে আবার ডাকল ''এসো, এসো প্রিয়ে মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে"। কিন্তু সেই আহ্বানে শ্যামা

যখন এসে বলল 'তোমার আঘাতের মধ্যেও করুণা ছিল তাই আমি মরণের দ্বার থেকে ফিরে এসেছি', তখন বজ্রসেনের মনে আবার সেই ধিক্কারই জেগে উঠেছে, তাই শ্যামা আবার বিতাড়িত হয়েছে। কিন্তু বজ্রসেনও অনুতপ্ত কণ্ঠেই গেয়ে উঠেছে—

''ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা
পাপীজন শরণ প্রভু''।

রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কখনও কোন সীমার দ্বারা খণ্ডিত হয়নি সর্বত্রই তার উন্মোচন ঘটেছে রূপ থেকে অরূপে, সীমা থেকে অসীমে, অন্ত থেকে অনন্তে, খণ্ড থেকে অখণ্ডে, অব্যয় থেকে অক্ষয়ের দিকে। প্রেমের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ একই কথা বলেছেন। প্রেম যদি রূপের সীমায় বদ্ধ থাকে তা ইন্দ্রিয় বাসনার পরিতৃপ্তির দিকেই ধাবিত হয়। সেই প্রেম, মোহবদ্ধতা, জড়তা ও স্থবিরতা এনে দেয়। সেই প্রেম আত্মবদ্ধ কামনার বিকৃতি মাত্র। অতএব সে তো প্রেম নয়। প্রেমকে যদি ইন্দ্রিয় বাসনার অতীতে রূপমত্ততার অসীমে উপলব্ধি করা যায়, তবেই সত্যিকারের প্রেম আত্মপ্রকাশ করে।

শ্যামা ও বজ্রসেন প্রেম হল রূপজ প্রেম। আর এই রূপের দ্বন্দ্ব শ্যামা নাটকটিকে tragedy তে পরিণত করেছে। শ্যামা ও বজ্রসেন এক্ষেত্রে বাইরের খণ্ডিত রূপকেই দেখেছিল, অন্তরের অখণ্ড রূপ দেখবার ধের্য বা সাধনা ছিল না। তাই মোহগ্রস্ত শ্যামা উত্তীয়কে হত্যা করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেনি। কিন্তু প্রেমের মূল কথাই হল ত্যাগ, ত্যাগের দ্বারা লব্ধ প্রেমই যথার্থ সার্থক। এক্ষেত্রে শ্যামার ত্যাগ তো দূরের কথা, তার প্রেম এমনই উদগ্র কামনায় আচ্ছন্ন ছিল যে উত্তীয়র মৃত্যু ঘটাতে তাকে এতটুকু কুণ্ঠিত করেনি।

আবার বজ্রসেনের কাছেও শ্যামার অন্তরের রূপ অনাবিষ্কৃত ছিল। তার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল বাইরের রূপে। তাই যে মুহূর্তে তার কাছে শ্যামার স্বরূপ উন্মোচন হল তখনই তার মধ্যে এলো এক নিদারুণ ধিক্কার ও আত্মগ্লানি। সে পারেনি শ্যামাকে ক্ষমা করে গ্রহণ করতে। শ্যামা আংশিক সত্যকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে তখণ্ড সত্যকে অবহেলা করেছে। তাই পাপের গভীরে তার স্থান হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার ভাগে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই জোটেনি।

বজ্রসেনের tragedy যে শ্যামাকে ভালবেসেও তাকে ক্ষমা করতে পারল না। তাই তাদের

মিলনও সম্ভব হয়নি। কিন্তু বজ্রসেন তার এই অপরিপূর্ণতার মধ্যেও বলেছে—

"জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না' ক্ষমিবে না।
আমার ক্ষমাহীনতা পাপীজন শরণ প্রভু।"

অর্থাৎ সকল ক্ষমার যে আধার তাঁর কাছে অভাগিনী শ্যামার ক্ষমা হবে, এই আশা ব্যাপ্ত করেছে কিন্তু ক্ষমা হবে না ক্ষমাহীন বজ্রসেনের।

নৃত্যনাট্যে সঙ্গীতের তাৎপর্য ও পটভূমি বিচারের পর এই পর্বে রচিত ছোটদের জন্যে রচিত বেশ কিছু সংখ্যক গান কবি রচনা করেন। এগুলো নিয়ে সম্যক আলোচনা না করলে আমাদের সন্দর্ভ অপূর্ণ থেকে যাবে। তারপর আসবে উৎসবাদির গান।

রবীন্দ্রনাথের রচনার ভাণ্ডর যে শুধু বড়দের নিয়েই পরিপূর্ণ তা ঠিক নয়। তাঁর জীবন জুড়ে শিশুরাও ছিল অনেকটাই। তাঁর বাস্তবজীবনে শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অনেক বিচার করতে পেরেছিলেন যার বহু উদাহরণ রেখে গেছেন তার অমর কাব্য, গল্প ও সঙ্গীতের মাধ্যমে। শিশু মন উদাসী খেয়ালী, সৃষ্টির আনন্দে দিশেহারা এক বিরাট শিশুর মত চঞ্চল। কল্পনা আর ভাব-প্রবণতার প্রকোষ্ঠে প্রজাহীন রাজত্বে সৃষ্টি-ছাড়া কল্পলোকের মহারাজধিরাজ। বাধ্যবাধকতার বেড়াজালে, কঠোর শাসনের শিকল দেহপিঞ্জরকে বাধা দিলেও মনকুঞ্জের নির্মেঘ নীলাকাশে নীড়হারা পাখীর মত সদা সঞ্চারমান।

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ওখানকার শিশুদের নিয়ে গুরুদেবের অনেক সময় কাটত। সন্ধ্যা হলেই শিশুরা সবাই জুটতো এসে তাঁর কাছে গুরুদেবকে তাঁদের খেলার সাথী বলেই জানতো। শিশুদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও সেবার অন্ত ছিল না। কেউ কেউ তাঁকে বলতেন,

"আপনার সময় অমূল্য, এই শিশুদের জন্য তা কেন এতটা নষ্ট করবেন?"[৬]

কবি বলতেন—

"অনেক যত্ন না করলে ফুলবাগান তৈরি হয় না ফুল ফুটলেও তা রাখতে
বা কোথাও পাঠাতে খুব যত্ন না করলে চলে না, অথচ শস্য বা বীজ বস্তাবন্দী
করে রাখলেও কোনো ক্ষতি নেই, যেমন তেমন করে তা যেখানে সেখানে

পাঠানোও চলে। আমরা, বুড়োরা, হলাম বীজের মতো। যেমন তেমন করে অবহেলা করলেও আমাদের ক্ষতি হয় না, আমাদের জন্য ভাবনা নেই। কিন্তু ওরা যে ফুল, ওদের স্নেহ চাই, সেবা চাই, যত্ন চাই। অথচ ফুলের মধ্যেই অরণ্যের সব ভবিষ্যৎ। শস্য-ফল-বীজ-কাঠ সবারই মূলে ওই সুকুমার ক'টি ফুল। তাদের অযত্ন করার অর্থই হল আত্মঘাত।"[৭]

কবির এই মনোভাবের ফলেই শিশুরা তাঁর কাছে সর্বদা প্রশ্রয় পেয়েছে। প্রত্যেকের ফরমাস তিনি মিটিয়েছেন, তাঁর স্নেহের ধারায় শিশুরা তাঁর একান্ত আপন হয়ে যায়। শিশুমন হয় ফুলের মত সুন্দর এবং সহজ। তারা যা দেখে তাকেই আপন করে ভালবাসতে চায়। নতুনকে চেনা এবং অচেনাকে জানার আগ্রহই তাদের বেশি। শিশুরা হয় প্রকৃতি প্রেমিক। সেখানে কোন বাঁধা ধরা নিয়মের কঠোরতা নেই এবং সেখানকার সবাই সবার আপন। প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করে রচিত অধিকাংশ গানই দেখা যায় শিশুসঙ্গীত।

শিশুসঙ্গীত বলতে বোঝায়, যে গানের বাণী অর্থাৎ কাব্য সহজ সরল ভাষায় এবং যার ছন্দ ও সুর সহজেই শিশু মনকে আনন্দ দান করতে পারে। যে গানের মানে বুঝতে ভাবতে হবে না বা যা গাইতে গেলে বহু বাধার সম্মুখীনও হতে হবে না অর্থাৎ যে গান অতি সহজেই পরিবেশন করা যায়। শিশুসঙ্গীত কাব্যধর্মীর অন্তর্গত।

গুরুদেবের এই বিশাল রচনার ভাণ্ডার থেকে আমরা কিছু গান পাই যা একেবারে শিশু মনের উপযুক্ত। শিশুচরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। ''ঠাকুর্দা'' চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিশুচরিত্রকে তিনি কত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং বিভিন্ন গল্প, গান, অভিনয়ের মাধ্যমে তিনিও অতি সহজেই শিশুমনের সাথে এক হয়ে যেতে পারতেন। তাঁর ''কালমৃগয়া'' গীতিনাট্যকে শিশুদের জন্যই রচনা করেছিলেন। নিম্নে শিশু মনের উপযোগী কিছু গানের তালিকা—

১। ''সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ''

২। ''বিপদে মোরে রক্ষা করো''

৩। ''আমরা সবাই রাজা''

৪। ''গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ''

৫। ‘‘মেঘের কোলে রোদ হেসেছে’’

৬। ‘‘আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়’’

৭। ‘‘ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে’’

৮। ‘‘ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন’’

৯। ‘‘পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে’’

১০। ‘‘ফাগুনের নবীন আনন্দে’’

১১। ‘‘ঝরো-ঝরো ঝরো-ঝরো ঝরে রঙের ঝর্‌না’’

১২। ‘‘শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি’’

১৩। ‘‘দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে’’

১৪। ‘‘ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল্’’

১৫। ‘‘শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন’’

১৬। ‘‘আলো আমার আলো ওগো’’

১৭। ‘‘হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে—’’ ইত্যাদি।

জীবনের শুরু থেকে খেলা ভাঙার শেষ চরম মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের জীবনাঙ্গনে নানা বৈচিত্র্য অনুষ্ঠান তথা উৎসবাদিতে পূর্ণ থাকে। আমাদের সামাজিক জীবনে একটি প্রবাদ বহুল প্রচলিত যেমন— ‘‘বার মাসে তেরো পার্বণ’’। এই কথাটির মধ্যেই বাঙালির সমাজ জীবনে অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তি যে কতখানি তা সহজেই অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন খাঁটি বাঙালি এবং সত্যদ্রষ্টা। সমাজ জীবনে নানা অনুষ্ঠানাদি যে সমাজজীবনের ভিত এবং গ্রন্থি কতখানি মজবুত করে ও অনুপ্রেরণা জোগায় তিনি তা মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। পালা-পার্বণ ও উৎসব-পাগল বাঙালিদের প্রতিটি পদক্ষেপের অনুভুতিকেই তিনি উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর প্রতিভা সেই অনুভুতি রূপ নিয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপযোগী গানে। গুরুদেব সেই সমস্ত অনুষ্ঠানাদিকে উপলক্ষ করে বহু গান আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে কোন কাজ বা ক্রিয়াকর্মে সঙ্গীতের ব্যাপ্তি কাজের গতিকে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল করে তোলে। ভাবতে অবাক লাগে, যে সমস্ত ঘটনা একান্ত তুচ্ছ এবং আমাদের দৃষ্টিতে একান্ত কিঞ্চিৎকর সেই সাধারণ ঘটনাও বিশ্বকবির চোখ থেকে এড়িয়ে যায়নি, বরং একে কেন্দ্র করে

গুরুদেব সৃষ্ট গানগুলি অনুষ্ঠানের মাধুর্য তথা গাম্ভীর্য এক বিশেষ পর্যায় উন্নীত হয়েছে ও অনুষ্ঠানকে করে তুলেছে সবিশেষ অর্থবহ। বর্তমানে আনন্দে উৎসবে শোকে সান্ত্বনায়, পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজনে কবিগুরুর আনুষ্ঠানিক গানগুলো আমাদের সমাজ জীবনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে, যাকে বাদ দিয়ে চলা একপ্রকার অসম্ভব।

সমগ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতকে পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, আনুষ্ঠানিক, স্বদেশ ও বিচিত্র এই ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। আনুষ্ঠানিক পর্যায় একটি স্বতন্ত্র পর্যায়। আনুষ্ঠানিক পর্যায় আবার কাব্যধর্মী পর্যায়ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে বিভিন্ন মাঙ্গলিক উৎসব ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে বিশেষ গানগুলো রচনা করেছিলেন সেই গানগুলিকেই আনুষ্ঠানিক পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে আশ্রম জীবনের বহু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে গুরুদেব গান রচনা করেছিলেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে গান গাইবার প্রথা না থাকলে আজ হয়ত ভারতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টিই হত না। আনুষ্ঠানিক রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারা আছে— জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ, নববর্ষ, বৃক্ষরোপন, বর্ষশেষ, শিল্পোৎসব ইত্যাদি নানান আশ্রমিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে রচনা করেছিলেন। সামাজিক প্রয়োজন, প্রকৃতির উদ্দেশ্যে রচিত গান ছাড়াও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে তিনি যে বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন তার কোন পরিপূরক রচনা পাওয়া যাবে না। কাব্য ও সঙ্গীতের এক অপূর্ব প্রতিভার মিশ্রণে রচনা করেছিলেন বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব ইত্যাদি। প্রাত্যহিক জীবনের বিবিধ ঘটনাবলী নিয়েই গুরুদেব গান রচনা করে গেছেন। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, শোক, আনন্দ সব কিছুকেই গানের মাধ্যমে প্রকাশ করে পেয়েছিলেন পরম শান্তি।

সুতরাং এই কথাই বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি চলার পথে অশনে-বসনে, অনুষ্ঠানে বহু সময়োপযোগী সঙ্গীত সৃষ্টি করে গেছেন যা অকল্পনীয় এবং অভাবনীয়। তিনি এমন কিছু বিষয়ে গান রচনা করেছেন যা দিয়ে গান রচনার কথা তাঁর আগে কেউ ভাবেনি। যেমন— খেলার গান, চলার গান, পথের গান, জন্মদিনের গান, বিবাহের গান, মৃত্যুলোকে শান্তির গান, চাষ করার গান, ধান কাটার গান, গৃহপ্রবেশের গান, হাসি ঠাট্টার গান, তৃষ্ণার জলের গান, দিনের হতে দীন যে মানুষ তাদের প্রতি সমবেদনার গান, এছাড়া শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নানা উৎসবের উপযোগী নানা গান।

।। চার।।

আগের অধ্যায়ে আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টির সূচনা পর্বের পূর্বভাগ অর্থাৎ তাঁর ১১ বৎসর বয়স থেকে ৪৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত সৃষ্টির পটভূমিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, এবারে চেষ্টা করব তার পরবর্তী অর্থাৎ তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টির উত্তরভাগ। এখানে উত্তরভাগ বলতে আমরা ধরে নিচ্ছি তাঁর ৫০ বৎসর বয়স থেকে তাঁর শেষ রচনা অবদি। নিম্নে এই রচনার উৎস, বয়স, কাল অনুযায়ী তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। যদিও এই অংশ সম্পূর্ণতই এই মহাজীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত তথ্য থেকে তা উদ্ধৃত হল—

বয়স ৫০/১৩১৮-১৯/১৯১১-১২

নিম্নলিখিত গানগুলো 'অচলায়তন' নাটকের অন্তর্ভুক্ত। ১৩১৮ সালের ১ আষাঢ় থেকে ১৫ আষাঢ়ের মধ্যে গানগুলো শিলাইদহে রচিত বলে অনুমান।

"তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে"

১/ পূজা ১৬১।

পঞ্চকের গান। ধর্মসঙ্গীত ১৯১৪। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভারতী ১৩২৪ আষাঢ়।

"দূরে কোথায় দূরে দূরে"

১। পূজা ৪৪০

পঞ্চকের গান। ধর্মসঙ্গী ১৯১৪। স্বরলিপি ঃ সুধীরচন্দ্র কর।

"আমরা চাষ করি আনন্দে"

১। বিচিত্র ১৩০।

প্রথম শোণপাংশুর গান। গান ১৯১৪। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

"কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন"

১। বিচিত্র ১২৯।

তৃতীয় শোণপাংশুর গান। গান ১৯১৪। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

"ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে"

২। প্রেম ৩২৬।

পঞ্চকের গান। গান ১৯১৪। তাসের দেশ ১৩৪০।

"বুঝি এল বুঝি এল ওরে প্রাণ"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৬১।

দাদাঠাকুরের গান। গান ১৯১৪।

"আজ যেমন ক'রে গাইছে আকাশ"

২। প্রেম ৩৭৪।

পঞ্চকের গান। গান ১৯১৪। স্বরলিপি ঃ সুধীরচন্দ্র কর।

"হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে ছে রে"

২। বিচিত্র ৪৮।

পঞ্চকের গান। গান ১৯১৪। তাসের দেশ ১৩৪০ ভাদ্র।

"ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে"

২। বিচিত্র ৪৭।

পঞ্চকের গান। গান ১৯১৪। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

"উতল-ধারা বাদল ঝরে"

১। প্রকৃতি ৬২।

দ্বিতীয় দর্ভকের মাদল বাজিয়ে নৃত্যগীত। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ভারতী ১৩১৮ আশ্বিন। রাগ-মিশ্র মল্লার, তাল-রূপকড়া।

"আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন ভরা"

২। বিচিত্র ৪৬।

বালকদের গান। স্বরলিপি ঃ ভীমরাও শাস্ত্রী, সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি। Gitanjali No. 57

"মম অন্তর উদাসে"

২। প্রকৃতি ২৮১

রচনা ১৯১২ (১৩১৮) (বোলপুর)। কাব্যগ্রন্থ ১৯১৬ দশম খণ্ড, গান। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিম্নলিখিত তিনটি গান শান্তিনিকেতনে শারদোৎসব অভিনয়কালে (১৩১৮ আশ্বিন ৬) প্রথম গীত হয়। প্রথম দুইটি গানের রচনাকাল রবীন্দ্র রচনাবলীতে (৯/১২৭ গীতিমাল্য) '১৩১৬ শান্তিনিকেতনে' উল্লিখিত, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত'-এ 'ওগো শেফালি বনের মনের কামনা' গানটির রচনাকাল ১৩১৬ বলে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু সীতা দেবী বলেছেন যে গান তিনটি শারদোৎসব অভিনয়কালে রচিত— ''এইবার লাল্‌চে কাগজের উপর ছাপা একটি প্রোগ্রাম পাইলাম। এটি এখনও আমার কাছে আছে। নূতন তিনটি গান রচিত হইয়াছে, তাহা উহাতেই দেখিলাম। একটি 'ওগো শেফালি বনের মনের কামনা', দ্বিতীয় 'আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি', তৃতীয় 'আমাদের শান্তিনিকেতন'।" দ্রষ্টব্য পুণ্যস্মৃতি, পৃঃ ৩৮।

''ওগো শেফালিবনের মনের কামনা''

২। প্রকৃতি ১৫০।

''আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি''

১। বিচিত্র ১৪৯।

''আমাদের শান্তিনিকেতন''

১। বিচিত্র ৪১।

গান ১৯১৪। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার ঃ বিশ্বভারতী ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ। গানটি বর্তমানে আশ্রম সঙ্গীত হিসাবে পরিচিত।

''বাজে রে বাজে ডমরু বাজে''

৩। নাট্যগীতি ১০২।

রচনা ১৩১৮। দ্র. সীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃঃ ৩২। মুক্তধারা (১৩২৮) পৌষ সংক্রান্তি, প্রবাসী ১৩২৯ বৈশাখ। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

''আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ''

১। পূজা ৫৫৯।

রচনা ১৭ চৈত্র ১৩১৮ (শিলাইদহ)। গীতিমাল্য ৭-সংখ্যক। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩৪ শক (১৩১৯) বৈশাখ। Gitanjali No. 44

"কোলাহল তো বারণ হল"

১। পূজা ৩৬১।

রচনা ১৮ চৈত্র (শিলাইদহ)। গীতিমাল্য ৮-সংখ্যক। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩৪ শক (১৩১৯) জ্যৈষ্ঠ। 'ছুচি' শীর্ষক গানের স্বরলিপিকার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিশ্র বারোয়াঁ–দাদরা। Gitanjali No. 89

" ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো আমার মুখের আঁচলখানি"

২। প্রেম ৩২৩।

রচনা ২৮ চৈত্র ১৩১৮ (শিলাইদহ) গীতিমাল্য ১৯-সংখ্যক। প্রবাসী ১৩১৯ শ্রাবণ। অরূপরতন (১৩২৬) নাটকে গানটি অন্তর্ভুক্ত আছে।

"তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে"

২। প্রেম ৯৫।

রচনা ২৯ চৈত্র ১৩১৮ (শিলাইদহ) গীতিমাল্য ২০-সংখ্যক। স্বরলিপি ঃ গীতিলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ), গীতলেখা (১ম ভাগ)। ১৩২৭ সালের মাঘোৎসবে গীত তত্ত্ববোধিনী ১৮২৪ শক (১৩২৭)। ভৈরবী-দাদরা। Gitanjali No. 5

"জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা"

১। স্বদেশ ১৪।

রচনা ১৯১১ ডিসেম্বর (কলিকাতা)। ১২ ডিসেম্বর তারিখে দিল্লি দরবারে বঙ্গচ্ছেদ রদ ঘোষিত হয়। বিহার উড়িষ্যায় নতুন প্রদেশ গঠিত। ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ বড়দিন উপলক্ষে কলিকাতায় আসেন। সেই সময় কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায় আছেন। আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখেরা উক্ত অধিবেশনের জন্য একটি জাতীয় সঙ্গীত রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন 'জনগণমন' গানটি রচনা করেন এবং ২৮ ডিসেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসে উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে এটি প্রথম গীত হয়। অনেকে মনে করেন, গানটি সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের প্রশস্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক রচিত। কিন্তু এটি একেবারে সত্য নয়। দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড (পরিশিষ্ট) ঃ পুলিনবিহারী সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র। 'ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত' প্রবোধচন্দ্র সেন।

এখানে গানটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। অব্যবহিত পরেই গানটি কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসবে গীত হয়। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩৩ শক (১৩১৮) মাঘ, 'ভারতবিধাতা' ব্রহ্মসঙ্গীত।

১৩৩৭ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে 'জনগণমন'কে ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত বলে স্বীকার করেন। প্রথম স্তবক সর্বদা গাওয়া হয়। ভারত স্বাধীন হবার পর এটিই ভারতের জাতীয় সঙ্গীত রূপে পরিগণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত ঃ "Thou art the ruler of the minds of all people..", The Bengalee 28 December, 1911. Poems 51. কবি-কৃত ইংরেজি অনুবাদের নাম 'The Morning song of India.'

জাতীয় সঙ্গীত - স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'গীতপত্র' Printed and Published by Jagadananda Roy at the Santiniketan Press, Birbhum ছন্দ, পৃঃ ১৯৬।

"আমার যাবার বেলাতে সবাই জয়ধ্বনি কর"

১। পূজা ৫৯৯।

রচনা ৩০ চৈত্র ১৩১৮ (শিলাইদহ)। গীতিমাল্য ২৯-সংখ্যক। পাঠ- 'এবার তোরা আমার বেলাতে' ইত্যাদি স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩৪ শক (১৩১৯) শ্রাবণ। মিশ্র রামকেলি-দাদরা। Gitanjali No. 94

বয়স ৫১। ১৩১৯।১৯১২

"কে গো অন্তরতর সে"

১। পূজা ৫২৫।

রচনা ৬ বৈশাখ ১৩১৯ (শান্তিনিকেতন)। গীতিমাল্য ২২-সংখ্যক। মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩৪ শক (১৩১৯) ফাধন। ইমনকল্যাণ- একতালা। Gitanjali No. 72

"আমারে তুমি অশেষ করেছ"

১। পূজা ৫৪।

রচনা ৭ বৈশাখ ১৩১৯ (শান্তিনিকেতন)। গীতিমাল্য ২৩-সংখ্যক। Gitanjali No. 1

"হার-মানা হার পরাব তোমার গলে"

১। পূজা ২৪৭।

রচনা ৭ বৈশাখ ১৩১৯ (শান্তিনিকেতন)। গীতিমাল্য ২৪-সংখ্যক। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তত্ত্ববোধিনী ১৮৩৪ শক (১৩১৯) আশ্বিন। গীতলিপি (ষষ্ঠ ভাগ), গীতলেখা (১ম ভাগ)। Gitanjali No. 98

"এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে"

১। পূজা ৩৬০।

রচনা ৯ বৈশাখ ১৩১৯। গীতিমাল্য ২৫-সংখ্যক। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তত্ত্ববোধিনী ১৮৩৪ শক আষাঢ়, পৃঃ ৬৯-৭১।

"প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে"

১। পূজা ১০৯।

রচনা ৩ জুন ১৯১২ (২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯) (লোহিত সমুদ্র)। গীতিমাল্য ২৮। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৪ (১৩১৯) শ্রাবণ। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি"

১। পূজা ৫১৭।

রচনা ২৫ জুন ১৯১২ (১১ আষাঢ় ১৩১৯) (The Heath, 2 Holford Road Hampstead, London) গীতিমাল্য ৩০। স্বরলিপি ঃ ভীমরাও শাস্ত্রী। Gitanjali No. 53

বয়স ৫২। ১৩২০। ১৯১৩-১৪

"তোমারি নাম বলব নানা ছলে"

১। পূজা ১০৫।

রচনা ২৪ আগস্ট ১৯১৩ (৮ ভাদ্র ১৩২০)। (16, More's Garden Cheyne walk, London) গীতিমাল্য ৩২। ১৩২০ সালে মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৫ (১৩২০) ফাধন। Fruit Gathering No. 82

"এ মণিহার আমায় নাহি সাজে"

১। পূজা ৪৮৯।

রচনা ২৪ আগস্ট ১৯১৩ (৮ ভাদ্র, ১৩২০) (Cheyne walk, London) গীতিমাল্য ৩৪। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতলেখা ৩। Fruit Gathering No. 11

"প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে"

১। পূজা ৩১৪।

রচনা ৯ ভাদ্র ১৩২০ (২৫ আগস্ট ১৯১৩), (Cheyne walk, London) গীতিমাল্য ৩৬। ১৩২০ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৫ (১৩২০) ফাধন। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতলেখা ১। Fruit Gathering No. 76

"জীবন যখন ছিল ফুলের মতো"

১। পূজা ২৫৮।

রচনা ১১ ভাদ্র (২৭ আগস্ট ১৯১৩)।(Far Oakridge, Glos, England), রোটেন স্টাইনের বাড়ি)। গীতিমাল্য ৩৭। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতলেখা ১। Fruit Gathering 2.

"বাজাও আমারে বাজাও"

১। পূজা ৯৯।

রচনা ২৯ ভাদ্র ১৩২০ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৩)।(S.S.City of Lahore মধ্যধরণী সাগর)। গীতিমাল্য ৩৯। ১৩২০ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৫ (১৩২০) ফাধন। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীত লেখা ২।

"নয় এ মধুর খেলা"

১। পূজা ২৩৫।

রচনা ৩ আশ্বিন ১৩২০ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৩) (রোহিতসাগর)। গীতিমাল্য ৪১। ১৩২০ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৫ (১৩২০) ফাধন। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতলেখা ২। Fruit Gathering 38

"যদি প্রেম দিলে না প্রাণে"

১। পূজা ৫২১।

রচনা ২৮ আশ্বিন ১৩২০ (২৪ অক্টোবর ১৯১৩) (শান্তিনিকেতন)। গীতিমাল্য ৪২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৫ (১৩২০) অগ্রহায়ণ-পৌষ, সিন্ধু-ঝাঁপতাল। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতলেখা ২। Crossing 30.

"নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে"

১। পূজা ৩৫৯।

রচনা ২৯ আশ্বিন ১৩২০ (১৫ অক্টোবর ১৯১৩) (শান্তিনিকেতন) গীতিমাল্য ৪২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৫ (১৩২০) মাঘ, ইমনভূপালি- কাশ্মীর খেমটা। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতলেখা ৩।

"তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে"

১। পূজা ৩৪।

রচনা ১৫ পৌষ ১৩২০ (৩০ ডিসেম্বর ১৯১৩) (শান্তিনিকেতন)। গীতিমাল্য ৫২। ১৩২০ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৫ (১৩২০) ফাধন। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতলেখা ৩। গীতবিতান ১ পূজা/বন্ধু ২।

"বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা"

২। প্রকৃতি ২৫৪।

রচনা মাঘী পূর্ণিমা, ২৮ মাঘ ১৩২০ (১০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন)। গীতিমাল্য ৫৫। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতলেখা ১। গীতবিতান ২ প্রকৃতি/বসন্ত ৬৭।

"যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা"

২। প্রেম ৪৬।

রচনা ১২ ফাধন ১৩২০ (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪) (শিলাইদহ)। গীতিমাল্য ৫৭। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার-পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য ১৯।

"আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়"

১। পূজা ৫৭৩।

রচনা ১৫ ফাধন ১৩২০ (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪)। (কুষ্টিয়া মুখে পালকি পথে)। গীতিমাল্য ৬৩। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতী ১৩২১ বৈশাখ ও গীতলেখা ১। গীতবিতান ১। পূজা। পথ ১৫।

"যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে"

১। পূজা২২০।

রচনা ২৩ ফাধন ১৩২০ (৭ মার্চ ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন)। গীতিমাল্য ৬৭। গীতলেখা ১। গীতবিতান ১ পূজা। দুঃখ ২৯।

"শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে"

১। পূজা ৯৮।

রচনা ২৫ ফাধন ১৩২০ (৯ মার্চ ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন)। গীতিমাল্য ৬৮। স্বরলিপি ঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৬ (১৩২১) জ্যৈষ্ঠ। গীতবিতান ১ পূজা। প্রার্থনা ৭।

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে"

১। পূজা ১৯।

রচনা ২৮ ফাধন ১৩২০ (১২ মার্চ ১৯২৪) (শান্তিনিকেতন)। গীতিমাল্য ৬৯। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী, আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২১ আশ্বিন-কার্তিক। দ্বিতীয় স্বরলিপি ঃ গীতলেখা ১ ও ২। গীতবিতান ১ পূজা। দুঃখ ২৮।

"আমায় ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয়"

১। পূজা ১৯।

রচনা ২৮ ফাধন ১৩২০ (১৩ মার্চ ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন)। গীতিমাল্য ৭১। স্বরলিপি ১। গীতবিতান ১ পূজা। নিঃশেষ ৩।

"জানি নাই গো সাধন তোমার বলে কারে"

১। পূজা ২৯১।

রচনা ১ চৈত্র ১৩২০ (১৫ মার্চ ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন)। গীতিমাল্য ৭২। স্বরলিপি ঃ গীতলেখা ১। গীতবিতান ১ পূজা/নিঃশেষ ২। Fruit Gathering 16

"তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে"

১। পূজা ৭৭।

রচনা ১৩ চৈত্র ১৩২০ (২৭ মার্চ ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন)। গীতিমাল্য ৮০। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৬ (১৩২১) মাঘ–দুই পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার। গীতবিতান ১ পূজা। বন্ধু ৪৫।

"তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি"

১। পূজা ১৩২।

রচনা ১৪ চৈত্র ১৩২০ (২৮ মার্চ ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন) গীতিমাল্য ৮১। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার। গীতবিতান ১ পূজা। বিরহ ৫।

"আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না"

১। পূজা ৭৫।

রচনা ১৭ চৈত্র ১৩২০ (৩১ মার্চ ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন)। গীতিমাল্য ৮৪। গীতবিতান ১ পূজা। বন্ধু ১২। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার। Fruit Gathering 1

"ওদের সাথে মেলাও, যারা চরায় তোমার ধেনু"

১। পূজা ৫৩।

রচনা ২৩ চৈত্র ১৩২০ (৬ এপ্রিল ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন)। গীতিমাল্য ৮৭। গীতলেখা ৩। গীতবিতান ১ পূজা। বন্ধু ২১।

"তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে"

১। পূজা ৬।

রচনা ২৪ চৈত্র (৭ এপ্রিল ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন) চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের অঙ্কিত অগ্নিবীণা কোলে সরস্বতীর বীণাবাদনরতা ছবিকে উপলক্ষ করে রচনা করেন। গীতিমাল্য ৮৯। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতলেখা ২। গীতবিতান ১ পূজা। গান ৬। Poems 55.

"কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না"

১। পূজা ৫১।

রচনা ২৪ চৈত্র ১৩২০ (৭ এপ্রিল ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন) গীতিমাল্য ৯১। গীতলেখা ৩। গীতবিতান ১ পূজা। বন্ধু ১৯।

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে"

১। পূজা ৫০।

রচনা ২৫ চৈত্র ১৩২০ (৮ এপ্রিল ১৯১৪) (কলিকাতার পথে রেলগাড়িতে)। গীতিমাল্য ৯২। গীতলেখা ৩। গীতবিতান ১ পূজা। বন্ধু ২৮। Fruit Gathering 69

বয়স ৫৩। ১৩২১। ১৯১৪-১৫

"মোর প্রভাতের এই প্রথম খনের কুসুমখানি"

১। পূজা ৪০।

রচনা ১ বৈশাখ ১৩২১ (১৪ এপ্রিল ১৯১৪)। (শান্তিনিকেতন)। গীতিমাল্য ৯৬। ১৩২২ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৭ (১৩২২) ফাধন। গীতলেখা ৩। গীতবিতান ১ পূজা। বন্ধু ৮।

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর"

১। পূজা ৫১৬।

রচনা ৩১ বৈশাখ ১৩২১ (১৪ মে ১৯১৪) (রামগড়)। হিমালয়। গীতিমাল্য ১০২। গীতলেখা ২। গীতবিতান ১ পূজা। সুন্দর ১।

"চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে"

১। পূজা ১০৪।

রচনা ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ (১৭ মে ১৯১৪) (রামগড়)। মহর্ষির জন্মদিন স্মরণে রচিত। গীতিমাল্য ১০৪। গতিলেখা ২। ১৩২৮ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৩ (১৩২৮) ফাধন। ভৈরবী- ঝাঁপতাল। গীতবিতান ১ পূজা। প্রার্থনা ১৩।

"দুজনে এক হয়ে যাও, মাথা রাখো একের পায়ে"

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ৭।

রচনা ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ (১৮ মে ১৯১৪) (রামগড় পাহাড়)। কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা কুমুদিনী মিত্রের সঙ্গে শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর পরিণয়োপলক্ষে রচিত। দ্র. গীতবিতান ৩, গ্রন্থপরিচয় ৯৯৮। স্বরলিপি নেই।

"মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ"

১। পূজা ৫১৯।

রচনা ৩ আষাঢ় ১৩২১ (১৭ জুন ১৯১৪)। (কলিকাতা)। গীতিমাল্য ১১১। ১৩২১ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৬ (১৩২১) ফাধন। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী। আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২৩ অগ্রহায়ণ। গীতবিতান ১ পুজা। সুন্দর ৪। Rabindranath Tagore : His life and work (1948).

"দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল"

১। পূজা ৪৮।

রচনা শ্রাবণ ১৩২১ (জুলাই-আগস্ট ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন)। গীতালি ১। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৬ (১৩২১) অগ্রহায়ণ। গীতবিতান ১ পূজা। বন্ধু ১৬।

"সুখে আমায় রাখবে কেন"

১। পূজা ১৬।

রচনা ৭ ভাদ্র ১৩২১ (২৪ আগস্ট ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন)। গীতালি ৭। গীতবিতান ১ পূজা। দুঃখ ২৫। স্বরলিপি ঃ সুধীরচন্দ্র কর।

"আমার সকল রসের ধারা"

১। পূজা ৬২।

রচনা ১০ ভাদ্র ১৩২১ (২৭ আগস্ট ১৯১৪) (সুরুল)। গীতালি ১৪। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৬ (১৩২১) অগ্রহায়ণ। গীতলেখা ২। ১৩২১ সালের মাঘোৎসবে গীত। গীতবিতান ১ পূজা। বন্ধু ৩০।

"(এই) শরত-আলোর কমলবনে"

২। প্রকৃতি ১৫১।

রচনা ১১ ভাদ্র ১৩২১ (২৮ আগস্ট ১৯১৪) (সুরুল)। গীতালি ২৫। শারদোৎসব ভিনয়কালে ১৩২৯ ভাদ্র- গানটি সংযোজিত। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। শরৎ ১১।

"তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে"

২। প্রকৃতি ১৫২।

রচনা ১১ ভাদ্র ১৩২১ (২৮ আগস্ট ১৯১৪) (সুরুল)। গীতালি ১৬। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। শরৎ ১২।

"হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে"

১। পূজা ২০৮।

রচনা ১৩ ভাদ্র ১৩২১ (৩০ আগস্ট ১৯১৪) (সুরুল) গীতালি ১৯। গীতলেখা ২। গীতবিতান ১ পূজা। দুঃখ ১৭।

"যখন তুমি বাঁধছিলে তার"

১। পূজা ২০৯।

রচনা ১১ ভাদ্র ১৩২১ (২৮ আগস্ট ১৯১৪) (সুরুল)। গীতালি ১৭। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী, আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা ১৩২৩ ভাদ্র। গীতলেখা ৩। গীতবিতান ১ পূজা। দুঃখ ১৮। Fruit Gathering 49.

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে"

১। পূজা ২১২।

রচনা ১১ ভাদ্র ১৩২১ (২৮ আগস্ট ১৯১৪) (সুরুল)। গীতালি ১৮। ১৩২১ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৬ (১৩২১) ফাধন। গীতলেখা ৩। গীতবিতান ১ পূজা। দুঃখ ২১।

"পথ দিয়ে কে যায় গো চলে"

১। পূজা ৫৬১।

রচনা ১৫ ভাদ্র ১৩২১ (৩১ আগস্ট ১৯১৪) (সুরুল)। গীতালি ২১। কবি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন— "আজ তো ১৫ই। ... ক'দিন ভরপুর গানের গানের নেশায় আছি— তাই সমস্ত দিন গুনগুন করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করতে পারিনি।" দ্র. চিঠিপত্র ৫ পত্র ৩০। স্বরলিপি ঃ অনুল্লিখিত, আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২৪। শ্রাবণ-ভাদ্র ও আশ্বিন-কার্তিক। গীতলেখা ২। গীতবিতান ১ পূজা। পথ ৩।

"শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়"

১। পূজা ৩৭।

রচনা ১৮ ভাদ্র ১৩২১ (৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন)। গীতালি ২৫। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩২১ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৬ ফাধন। দ্বিতীয় স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী, আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২৪ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ। গীতবিতান ১ পূজা। বন্ধু ৫। Fruit Gathering 59

"শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি"

২। প্রকৃতি ১৫৩।

রচনা ১৯ ভাদ্র ১৩২১ (৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪) (সুরুল)। গীতালি ২৬। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩২৯ ভাদ্র মাসে শান্তিনিকেতনে শারদোৎসব অভিনীত হয়, পত্রীতে গানটি মুদ্রিত। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। শরৎ ১৩।

"এবার আমায় ডাকলে দূরে"

১। পূজা ৪৭।

রচনা ২৩ ভাদ্র ১৩২১ (৯ সেপ্টেম্বর) (সুরুল)। গীতালি ২৯। ১৩৩২ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৭ ফাধন। গীতবিতান ১ পূজা। বন্ধু ১৫। স্বরলিপিকার ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

"নাই বা ডাকো, রইব তোমার দ্বারে"

১। পূজা ১৪২।

রচনা ২৬ ভাদ্র ১৩২১ (১২ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। সুরুল থেকে শান্তিনিকেতনের পথে গরুর গাড়িতে। গীতালি ৩১। গীতবিতান ১ পূজা। বিরহ ১৫। স্বরলিপি ঃ সুধীর চন্দ্র কর।

"যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি"

১। পূজা ২০৫।

রচনা ২৬ ভাদ্র ১৩২১ (১২ সেপ্টেম্বর ১৯১৪) অপরাহ্ন, (সুরুল)। গীতালি ৩৩। স্বরলিপি ঞ্ম দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'শীতের যাত্রী' ঃ 'ঋতুরঙ্গ' পুস্তিকা ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে মুদ্রিত ও জগদানন্দ রায় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ৩৪। গীতবিতান ১ পূজা। দুঃখ ১৪।

"যেতে যেতে চায় না যেতে, ফিরে ফিরে চায়"

১। পূজা ১৫৩।

রচনা ২৮ ভাদ্র ১৩২১ (১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন)। গীতালি ৩৬। গীতবিতান ১ পূজা। বিরহ ২৬। স্বরলিপি ঃ সুধীরচন্দ্র কর।

"না গো, এই যে ধূলা আমার না এ"

২। বিচিত্র ৪২।

রচনা ১ আশ্বিন ১৩২১ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৪) প্রভাত, (সুরুল)। গীতালি ৪৬। ১৩৩২ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৭ ফাধন। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

গীতবিতান ২ প্রেম। বিচিত্র ৪২।

"লক্ষ্মী যখন আসবে তখন"

১। পূজা ১৫২।

রচনা ২ আশ্বিন ১৩২১ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৪) অপরাহ্ন, (সুরুল)। গীতালি ৪৮। গীতবিতান ১ পূজা। বিরহ, ২৫। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের নাট্যকৃত 'যোগাযোগ' ১৯৩৬ সালে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়; সেই সময় নাটকের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ গানটিতে দ্বিতীয়বার সুরারোপ করেন এবং শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে শেখান। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

"ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার"

১। পূজা ২৪১।

রচনা ৯ আশ্বিন ১৩২১ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪) অপরাহ্ন, (শান্তিনিকেতন)। গীতালি ৫৩। ১৩২২ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৭ ফাধন। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী, আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২২ অগ্রহায়ণ। গতিলেখা ৩। গীতবিতান ১ পূজা। আশ্বাস ১।

"অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে"

১। পূজা ১৫৮।

রচনা ১৩ আশ্বিন ১৩২১ (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৪) রাত্রি, (শান্তিনিকেতন)। গীতালি ৫৫। গীতবিতান ১ পূজা। বিরহ ৩১। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

"ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু"

১। পূজা ১৫৭।

রচনা ১৬ আশ্বিন ১৩২১ (৩ অক্টোবর ১৯১৪) (শান্তিনিকেতন)। গীতালি ৫৯। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী, আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২৩ আশ্বিন-কার্তিক। গীতলেখা ৩। ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসে কলিকাতায় অভিনীত 'নটীর পূজা' গীত হয়; কিন্তু নাটকে গানটি নেই। গীতবিতান ১ পূজা। বিরহ ৩০।

"মেঘ বলেছ 'যাব যাব', রাত বলেছে 'যাই"

১। পূজা ৫৯৩।

রচনা ১৭ আশ্বিন ১৩২১ (৪ অক্টোবর ১৯১৪) প্রভাত, (শান্তিনিকেতন)। গীতালি ৬৫।

১৩২২ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৭ ফাধন। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী, আনন্দ সঙ্গীত ১৩২৩ অগ্রহায়ণ। গীতবিতান ১ পূজা। শেষ ১০। Fruit Gathering 54

"বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ, কেমনে দিই ফাঁকি"

১। পূজা ১৮৭।

রচনা ১৯ আশ্বিন ১৩২১ (৬ অক্টোবর ১৯১৪) রাত্রি, (শান্তিনিকেতন)। গীতালি ৭৮। অরূপরতন ১৩২৬ মাঘ, 'গানের দলের' গান, পৃ.৫৭। পরবর্তী ১৩৪২ সংস্করণে গানটি নেই। গীতবিতান ১ পূজা/সাধনা ও সংস্কল্প ১৩। স্বরলিপি ঃ সুধীরচন্দ্র কর।

"সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ"

১। পূজা ৩৫৫।

রচনা ২০ আশ্বিন ১৩২১ (৭ অক্টোবর ১৯১৪) প্রভাত, (শান্তিনিকেতন)। গীতালি ৮০। ১৩২১ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৭ ফাধন। স্বরলিপিকার ঃ অনুল্লিখিত, আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২৪ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ। গীতবিতান ১ পূজা। বিশ্ব ২২।

"এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিলে দ্বার"

১। পূজা ৩১০।

রচনা ২৪ আশ্বিন ১৩২১ (১১ অক্টোবর ১৯১৪) প্রভাত, (বুদ্ধগয়া)। গীতালি ৯০। বুদ্ধগয়া ভ্রমণে গিয়ে ভগবান বুদ্ধের কথা স্মরণ করে এই গানটি রচনা কেরছিলেন। স্বরলিপি ঃ সুধীরচন্দ্র কর। গীতবিতান ১ পূজা। আনন্দ ২। Fruit Gathering 65

"সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৭৪।

রচনা ২৫ আশ্বিন ১৩২১ (১২ অক্টোবর ১৯১৪) (পালকিতে করে বেলা যাবার পথে)। গীতালি ৯৭। শান্তিনিকেতন আশ্রমের অন্যতম উৎসব-অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় ২৫ বৈশাখ ১৩৩২। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার। এটি যে একটি গান তা অনাদিকুমার দস্তিদারের সাক্ষে ও সৌজন্যে জানা গেছে। দ্র. গীতবিতান গ্রন্থপরিচয়।

"ওগো, পথের সাথি, নমি বারম্বার"

১। পূজা ৫৬৫।

রচনা ২৫ আশ্বিন ১৩২১ (১২ অক্টোবর ১৯১৪) রেলপথে, বেলা থেকে গয়ায়। গীতালি ৯৮। অরূপরতন ১৩২৬ সংস্করণে নেই, পরবর্তী ১৩৪২ সংস্করণে সুরঙ্গমার গান। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার। গীতবিতান ১ পূজা। পথ ৭। Crossing 78

"অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো"

১। পূজা ৩৫৪।

রচনা ২৯ আশ্বিন ১৩২১ (১৬ অক্টোবর ১৯১৪) প্রভাত, (এলাহাবাদ)। গীতালি ৯৯। ১৩২২ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৭ ফাধন। গীতবিতান ১ পূজা। বিশ্ব ২১। Fruit Gathering 58.

"আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি"

১। পূজা ৩০৯।

রচনা ২৯ পৌষ ১৩২১ (১৩ জানুয়ারি ১৯১৫)। রেলপথে, শান্তিনিকেতন থেকে কোলকাতার পথে। বলাকা ২০। গীতবিতান ১ পূজা। আনন্দ ১। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, Flight of Swan 20.

"মন, জাগ' মঙ্গললোকে"

১। পূজা ২৬৬।

মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৬ (১৩২১) ফাধন। পুনরায় ১৩২৬ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪১ (১৩২৬) ফাধন। রামকেলি-তেতালা। গীতবিতান ১ পূজা। জাগরণ ৩।

"ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া"

২। প্রকৃতি ২০৪।

রচনা ১২ ফাধন ১৩২১ (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫) রাত্রি, (বুদ্ধগয়া)। ফাধনী প্রথম দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা, নবীনের আবির্ভাব ১ বেণুবনের গান। তুলনীয় 'বসন্ত'র 'দখিণ হাওয়া জাগো জাগো জাগো'– ৬ চৈত্র ১৩৪১ সালে নৃত্যের সাথে গীত। এই ফাধনী নাটক সবুজপত্র ১৩২১ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী, আনন্দসঙ্গীত ১৩২৫ আশ্বিন। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ৩১।

"ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো"

২। প্রকৃতি ১৮০।

রচনা ১২ ফাধন ১৩২৫ (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫) রাত্রি, (সুরুল)। ফাধনী, দ্বিতীয় দৃশ্য, শীতের বিদায় গান। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী, আনন্দসঙ্গীত ১৩২৬ আষাঢ়। গীতবিতান ২ প্রকৃতি/শীত ৫।

"আমরা নূতন প্রাণের চর হা হা"

২। প্রকৃতি ১৮১।

রচনা ১৩ ফাধন ১৩২১ (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫) প্রভাত, (সুরুল)। ফাধনী, দ্বিতীয় দৃশ্য, নবযৌবনের গান। স্বরলিপিকার ঃ অনুল্লিখিত, আনন্দসঙ্গীত ১৩২৬ ভাদ্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। শীত ৬।

"এত দিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে"

২। প্রকৃতি ২০৮।

রচনা ২৪ ফাধন ১৩২১ (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫) রাত্রি, (সুরুল)। ফাধনী, চতুর্থ দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা, নবীন রূপের গান। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ২১। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী।

"তোমায় নতুন করে পাব ব'লে"

১। পূজা ৪৬।

রচনা ২০ ফাধন ১৩২১ (৩ মার্চ ১৯১৫) রাত্রি, (সুরুল)। ফাধনী, চতুর্থ দৃশ্য, বাউলের গান। গীতবিতান ১ পূজা। বন্ধু ১৩। স্বরলিপি ঃ শ্রীমতী সাহানা দেবীর গ্রামোফোন রেকর্ড অবলম্বনে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী - কৃর্তক লিখিত।

"চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে"

১। পূজা ২৫৩।

রচনা ২১ ফাধন ১৩২১ (৫ মার্চ ১৯১৫) প্রাতে, (সুরুল)। ফাধনী, চতুর্থ দৃশ্য গান। গীতবিতান ১ পূজা। অন্তর্মুখে ১। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

"ওগো নদী, আপন বেগে পাগল পারা"

২। বিচিত্র ৮০।

রচনা ২৩ ফাধন ১৩২৯ (৭ মার্চ ১৯১৫)। রেলপথে, বোলপুর থেকে কোলকাতা অভিমুখে।

ফাধনী, প্রথম দৃশ্যের গীতি- ভূমিকা, ফুলন্ত গাছের গান। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী, আনন্দসঙ্গীত ১৩২৫ অগ্রহায়ণ। গীতবিতান ২।

"চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে"

১। পূজা ৫৭৬।

রচনা ২৩ ফাধন ১৩২১ (৭ মার্চ ১৯১৫)। রেলপথে, বোলপুর থেকে কোলকাতা অভিমুখে। ফাধন, দ্বিতীয় দৃশ্য, গান। স্বরলিপিকার ঃ অনুল্লিখিত, আনন্দসঙ্গীত ১৩২৬ ফাধন। গীতবিতান ১ পূজা। পথ ১৮।

"ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে"

২। প্রকৃতি ২০৭।

ফাধনী, প্রথম দৃশ্য, সূত্রপাত। যুবক দলের প্রবেশ- গান। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী, আনন্দসঙ্গীত ১৩২৫ পৌষ। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ২০।

"আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে"

২। পূজা ৫৭৫।

ফাধনী, দ্বিতীয় দৃশ্য, গান। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী, আনন্দসঙ্গীত ১৩২৫ চৈত্র। গীতবিতান ১ পূজা। পথ ১৭।

"ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে"

১। পূজা ৪৬।

ফাধনী, তৃতীয় দৃশ্য, গান। গীতবিতান ১ পূজা। বন্ধু ১৪। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"তুই ফেলে এসেছিস কারে"

২। প্রেম ৩০৭।

ফাধনী, চতুর্থ দৃশ্যের গান। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র ২৮০।

"বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা"

২। প্রকৃতি ২০৯।

ফাধনী, চতুর্থ দৃশ্যের গান। শাপমোচন, রবীন্দ্রজয়ন্তী ছাত্রছাত্রী উৎসব পরিষৎ পৌষ, ১৩৩৮ অভিনয় রজনী ১৫ ও ১৬ পৌষ ১৩৩৮, পুস্তিকার ১২-সংখ্যক গান। র-র-ভুক্ত শাপমোচনে বর্জিত।

গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ২২। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

বয়স ৫৪। ১৩২২। ১৯১৫-১৬

"আমার একটি কথা বাঁশি জানে"

২। প্রেম ২৯৪।

রচনা ভাদ্র ১৩২২ (সেপ্টেম্বর ১৯১৫) (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি। স্বরলিপি ঃ গীতপঞ্চাশিকা ১৩২৫ আশ্বিন। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য ২৬৭।

"আমার নিশীথরাতের বাদলধারা"

২। প্রেম ৬৮।

রচনা আশ্বিন ১৩২২ (অক্টোবর ১৯১৫) (শান্তিনিকেতন)। প্রবাসী ১৩২২ কার্তিক। স্বরলিপি ঃ গীতপঞ্চাশিকা। গীতবিতান ২ প্রেম/প্রেম বৈচিত্র ৪১।

"কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে"

২। প্রেম ৯।

রচনা আশ্বিন ১৩২২ (অক্টোবর ১৯১৫) পাণ্ডুলিপি। প্রবাসী ১৩২২ অগ্রহায়ণ। স্বরলিপিকার ঃ অনুল্লিখিত, আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ। গীত পঞ্চাশিকা। গীতবিতান ২ প্রেম। গান ৯।

"আজ আলোকের এই ঝর্ণাধারায়"

১। পূজা ৯২।

রচনা ৯ কার্তিক ১৩২২ (২৬ অক্টোবর ১৯১৫) মার্তণ্ড, (কাশ্মীর)। পাণ্ডুলিপি। ১৩২২ মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৭ ফাধন ও ১৮৪৪ (১৩২৯) বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। স্বরলিপিকার ঃ অনুল্লিখিত, আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২৪ অগ্রহায়ণ-পৌষ। গীতবিতান ১ পূজা। প্রার্থনা ১।

"নিশিদিন মোর পরানে প্রিয়তম মম"

১। পূজা ৪২১।

১৩২২ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৭ ফাধন। পুনর্মুদ্রণ তত্ত্ববোধিনী ১৮৪৩ শক (১৩২৮) ফাধন। গান্ধারী তোড়ী–মধ্যমান। গীতবিতান ১ পূজা। বিবিধ ৪১।

"রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে"

১। পূজা ৫৪৫।

১৩২২ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৭ ফাধন। পুনর্মুদ্রণ ১৮৪১ শক (১৩২৬) ফাধন। ভাঙা গান। গীতবিতান ১ পূজা। সুন্দর ৩০।

"আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি"

২। প্রকৃতি ২০১।

রচনা ২১ চৈত্র ১৩২২ (৩ এপ্রিল ১৯১৬) (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি। গীতপঞ্চাশিকা। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ১৪।

"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে"

২। বিচিত্র ১৩।

রচনা ২৫ চৈত্র ১৩২২ (৭ এপ্রিল ১৯১৬) (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি। প্রবাসী ১৩২৪ বৈশাখ। গীতপঞ্চাশিকা। গীতবিতান ২ বিচিত্র ১৩।

"এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন"

২। বিচিত্র ১৫।

রচনা ২৬ চৈত্র ১৩২২ (৮ এপ্রিল ১৯১৬) (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি। ভারতী ১৩২৪ বৈশাখ। প্রবাসী ১৩২৪ কার্তিক। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"তোমার হল শুরু, আমার হল সারা"

২। বিচিত্র ৫৮।

রচনা ২৭ চৈত্র ১৩২২ (৯ এপ্রিল ১৯১৬) (শান্তিনিকেতন) পাণ্ডুলিপি। গীতপঞ্চাশিকা।

"গানের সুরের আসনখানি"

১। পূজা ২৪।

রচনা ২৮ চৈত্র ১৩২২ (১০ এপ্রিল ১৯১৬) (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি। স্বরলিপি ঃ ইন্দিরা দেবী, আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২৫ ভাদ্র। গীতপঞ্চাশিকা। গীতবিতান ১ পূজা। গান ২৪।

বয়স ৫৫। ১৩২৩।১৯১৬-১৭

"ভুবনজোড়া আসনখানি"

১। পূজা ৩৫২।

রচনা ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ (২১ মে ১৯১৬) তোসামারু, (চীন সমুদ্র)। পাণ্ডুলিপি। স্বরলিপিকার অনুল্লিখিত, আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা ১৩২৪ আষাঢ়। ১৩২৫ সালের মাঘোৎসবে গীত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯৪০ চৈত্র। বেহাগ-তেওরা। গীতবিতান ১ পূজা। বিশ্ব ১৯।

বয়স ৫৬।১৩২৪। ১৯১৭-১৮

"ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথ ভুলে"

২। প্রকৃতি ৯।

রচনা ভাদ্র ১৩২৪। সঙ্গীতের মুক্তি, সবুজ পত্র ১৩২৪ ভাদ্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। সাধারণ ৯।

"কাঁপিছে দেহলতা থরথর"

২। প্রকৃতি ৩৫।

রচনা ভাদ্র ১৩২৪। সঙ্গীতের মুক্তি, সবুজ পত্র ১৩২৪ ভাদ্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ১০।

"মাতৃমন্দির-পুণ্য অঙ্কন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে"

১। স্বদেশ ১৭।

রচনা ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৪ (৩০ নভেম্বর ১৯১৭)। বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে আবাহন সঙ্গীত এবং সেই উপলক্ষে গানটি গীত। পাণ্ডুলিপি কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত, প্রবাসী ১৩২৪ পৌষ। দ্র. চিঠিপত্র ৬, পত্র ২৮, পৃঃ ৬৪, সম্পূর্ণ গানটির প্রতিলিপি মুদ্রিত।

"ওহে সুন্দর মরি মরি"

১। পূজা ৫৩০।

রচনা ফাধন ১৩২৪। প্রবাসী ১৩২৪ চৈত্র, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত স্বরলিপিসহ প্রকাশিত। গীত পঞ্চাশিকা। গীতবিতান ১ পূজা। সুন্দর ১৫।

"আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে"

১। পূজা ২০২।

রচনা ৩ ফাধন ১৩২৪ (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮)। (সুরুল কুঠিবাড়ির দোতলায়)। ''শ্রীপঞ্চমীর দিন ছেলেরা দল বাঁধিয়া সুরুলে বনভোজন করিতে চলিল। ... সুরুলে তখন একখানি মাত্র বড় দোতলা বাড়ি, ইহা লর্ড সিংহের নিকট হইতে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহারই দালানে বসিয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করা গেল।... কবি নিজের দুই একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন, তাহার পর শুরু হইল গানের পালা। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী কয়েকটি হিন্দি গান করিলেন, তাহার পর 'ফাধনী' উজাড় করিয়া বসন্তের গান চলিল। 'আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আসবে যদি শূন্য হাতে' গানটি কবি সেই দিনই রচনা করিয়াছিলেন বোধহয়। সর্বশেষে সেই গানটি তিনি একলা গাহিয়া শুনাইলেন।" দ্র. সীতাদেবী, পূণ্যস্মৃতি পৃঃ ১৪৮। গীতবিতান ১ পূজা। দুঃখ ১১।

বয়স ৫৭। ১৩২৫। ১৯১৮-১৯

''সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে''

২। বিচিত্র ৫৭।

রচনা বৈশাখ ১৩২৫। প্রবাসী ১৩২৫ বৈশাখ, স্বরলিপিসহ প্রকাশিত। গীতবিতান ২ প্রেম। বিচিত্র ৫৭। ''১৩২৪ সালে দিনেন্দ্রনাথের একটি পোষা হরিণ হঠাৎ শান্তিনিকেতনে থেকে পালিয়ে যায়, পরে দূরবর্তী এক গ্রামে সাঁওতালরা তাকে মেরে ফেলে। এই সংবাদে দিনেন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীযুক্তা কমলাদেবী অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। এই সময় তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য 'সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে' গানটি রচনা করেন।" দ্র. শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসঙ্গীত পৃঃ ২০৭

''অশ্রুনদীর সুদূর পারে ঘাট দেখা যায়''

১ পূজা ৫৬৬।

রচনা আশ্বিন ১৩২৫। গীতপঞ্চাশিকা। প্রবাহিণী ৪৭, প্রত্যাশা। গীতবিতান ১ পূজা। পথ ৮।

''কোন সুদূর হতে আমার মনোমাঝে''

২। বিচিত্র ৩৫।

রচনা আশ্বিন ১৩২৫। ১৩২৭ সালের গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪২ ফাধন। মিশ্র বারোঁয়া-দাদরা।

''আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে''

১। পূজা ২০১।

রচনা আশ্বিন ১৩২৫। প্রবাহিণী, অবসান। গীতবিতান ১ পূজা। দুঃখ ১০।

"আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে"

১। পূজা ৩৫০।

স্বরলিপি ঃ গীতিবীথিকা। প্রবাহিণী ৬০, পূজা। গীতবিতান ১ পূজা। বিশ্ব ১৭।

"তোমার দ্বারে কেন আসি"

১। পূজা ২৪৩।

স্বরলিপি ঃ গীতিবীতিকা। প্রবাহিণী ৬১, পূজা। গীতবিতান ১ পূজা। আশ্বাস ৩।

"কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়"

১। পূজা ৬০৮।

রচনা ভাদ্র ১৩২৫। প্রবাহিণী ৮৭, অবসান। গীতবিতান ১ পূজা। শেষ ২৫। "গানটি তাঁর বড়ো মেয়ের মৃত্যুর সময় লেখা ১৩২৫ সনে।" দ্র. শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসঙ্গীত (বিশ্বভারতী ১৯৭০), পৃঃ ২১০।

"জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে"

১। পূজা ১৩।

স্বরলিপি ঃ গীতিবীথিকা। ১৩৩০ সালের মাঘোৎসবে গীত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৫ ফাধন। গৃহপ্রবেশ ১৩৩২ আশ্বিন, হিমির গান। প্রবাহিনী ৫৪, পূজা। গীতবিতান ১ পূজা/গান ১৩। বেহাগ—রূপকড়া।

বয়স ৫৮। ১৩২৬। ১৯১৯-২০

"মোর বীণা উঠে কোন সুরে বাজি"

২। প্রকৃতি ২০৬।

রচনা বৈশাখ ১৩২৬। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ। প্রবাসী ১৩২৬ আষাঢ়, ২৪৫ (কষ্টিপাথর)। স্বরলিপি ঃ কাব্যগীতি। অরূপরতন ১৩২৬ মাঘ, ১৯, গানের দলের গান। প্রবাহিণী ৪৪, প্রত্যাশা। শাপমোচন, রবীন্দ্রজয়ন্তী ছাত্রছাত্রী উৎসব পরিষৎ কর্তৃক অভিনীত ১৫। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ১৯।

"আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে"

২। পূজা ৩৪৮।

রচনা ভাদ্র ১৩২৬। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ ভাদ্র, ১৯। স্বরলিপি ঃ কাব্যগীতি। অরূপরতন ১৩২৬ মাঘ, গানের দলের গান, পৃঃ ৩। গীতবিতান ১ পূজা। বিশ্ব ১৫।

"আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে"

২। প্রেম ১৩২।

রচনা আশ্বিন ১৩২৬ আশ্বিন-কার্তিক, ৩৩। স্বরলিপি ঃ কাব্যগীতি ১৩২৬ পৌষ। ১৩২৯ ভাদ্র মাসে 'শারদোৎসব' অভিনয়কালে গানটি সংযোজিত। প্রবাহিণী ১১৬, বিবিধ। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য ১০৫।

"চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো"

২। বিচিত্র ৭৪।

রচনা মাঘ ১৩২৬। অরূপরতন ১৩২৬ মাঘ, ১, প্রসাদ-কুঞ্জে 'গানের দলের' গান। ১৩৪২ সংস্করণে প্রস্তাবনা গান। শাপমোচন, রবীন্দ্রজয়ন্তী ছাত্রছাত্রী উৎসব পরিষৎ কর্তৃক অভিনয়ে ১৫ ও ১৬ পৌষ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে গীত, পুস্তিকা পৃ. ২০। র-র-ভুক্ত শাপমোচনে নাই। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৭ শ্রাবণ-আশ্বিন ৬৭-৬৮।

"বসন্ত, তোর শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে"

২। প্রকৃতি ২১১।

রচনা মাঘ ১৩২৬। অরূপরতন ১৩২৬ মাঘ ৫২, গানের দলের গান, ১৩৪২ সংস্করণে সুরঙ্গমার গান। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী ১৩২৮ বৈশাখ। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ২৪।

"মাধবী হঠাৎ কোথা হতে"

২। প্রকৃতি ২৬১।

রচনা দোলপূর্ণিমা ১৩২৬ (৫ মার্চ ১৯২০) (শান্তিনিকেতন)। মাধবী, প্রবাসী ১৩২৭ বৈশাখ, ৫৮। স্বরলিপি ঃ নবগীতিকা, ১ম ভাগ। প্রবাহিণী ১৭৭, ঋতু-চক্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ৭৪।

।। পাঁচ।।

বয়স ৬০।১৩২৮। ১৯১১-২২

"বাদল-মেঘে মাদল বাজে"

২। প্রকৃতি ৩৭।

রচনা ১০ ভাদ্র ১৩২৮ (২৬ আগস্ট ১৯২১)। বর্ষামঙ্গল ১৩২৮ ভাদ্র ১৭/১৮ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত উৎসবে গীত, পুস্তিকা পৃঃ ৪। ভারতী ১৩২৮ আশ্বিন। নবগীতিকা ১ প্রবাহিণী ১৫০, ঋতু-চক্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ১২।

"তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি"

২। প্রকৃতি ৩৯।

রচনা ১৩ ভাদ্র১৩২৮ (১৯ আগস্ট ১৯২১) (শান্তিনিকেতন)। বর্ষামঙ্গল ১৭। ১৮ ভাদ্র ১৩২৮ জোড়াসাঁকো ভভনে অনুষ্ঠিত উৎসবে গীত। ভারতী ১৩২৮ আশ্বিন। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ১৪।

"এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে"

২। প্রকৃতি ৬০।

রচনা ১৫ ভাদ্র ১৩২৪ (৩১ আগস্ট ১৯২১) (শান্তিনিকেতন)। বর্ষামঙ্গল ১৭/১৮ ভাদ্র ১৩২৮ জোড়াসাঁকো ভবনে অনুষ্ঠিত উৎসবে গীত। ভারতী ১৩২৮ আশ্বিন। নবগীতিকা ১। প্রবাসী ১৪৭, ঋতু-চক্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৩৫।

"আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে"

১। পূজা ৫৭।

রচনা শরৎ ১৩২৮। (শান্তিনিকেতন)। অনাদিকুমার দস্তিদারের খাতা। নবগীতিকা ১। প্রবাহিণী ৬৩, পূজা। গীতবিতান ১ পূজা। বন্ধু ২৫।

"আকাশে আজ কোন চরণের আসা-যাওয়া"

২। প্রেম ১১।

রচনা শরৎ ১৩২৮ (শান্তিনিকেতন) অনাদিকুমার দস্তিদারের খাতা। প্রভাতী ১৩২৮ শীত

সংখ্যা। প্রবাসী ১৩১৮ মাঘ। নবগীতিকা ১। প্রবাহিণী ১৭১, ঋতু-চক্র। গীতবিতান ২ প্রেম। গান ১১।

"এই কথাটি মনে রেখো তোমাদের এই হাসিখেলায়"

২। প্রেম ১৮।

রচনা শরৎ শেষে ১৩২৮ (শান্তিনিকেতন)। ১৩৩২-এ ঢাকা জগন্নাথ হলের বাসন্তিকা পত্রিকার জন্য প্রেরিত হয় কিন্তু ছাপা হয় নি— দ্র. 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ', গোপাল চন্দ্র রায়, পৃ. ৭৫ ও ১৫৩। প্রবাহিণী ২৪, গীতগান। গীতবিতান ২ প্রেম। গান ৭।

"আমার দোসর যে জন ওগো তারে"

২। প্রেম ১৩৪।

রচনা শরৎ ১৩২৮ (শান্তিনিকেতন) অনাদিকুমার দস্তিদারের খাতা। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র ১০৭।

"দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে"

২। প্রেম ২৮৭।

রচনা ১০ অগ্রহায়ণ ১৩২৮ (২৬ নভেম্বর ১৯২১) (শান্তিনিকেতন)। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতী ১৩২৯ বৈশাখ, নবগীতিকা ১।প্রবাহিণী ৩৫, প্রত্যাশা। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য ২৬০।

"সময় কারো যে নাই, ওরা চলে দলে দলে"

২। প্রেম ১৭।

রচনা ১২ অগ্রহায়ণ ১৩২৮ (২৪ নভেম্বর ১৯২১) (শান্তিনিকেতন)। নবগীতিকা ২।প্রবাহিণী ১৯, গীত গান "অসহযোগ আন্দোলনের সময় কবি শান্তিনিকেতনে গান গাওয়ার জন্য বিরূপ সমালোচনা করা একটি চিঠি পান। এই ঘটনায় তাঁর মনের প্রতিক্রিয়ার ফল স্বরূপ—'সময় কারো যে নাই, ওরা চলে দলে দলে গান হয়ে ডুবে যায় কোন কোলাহালে'—গানটি রচনা করেন। গীতবিতান ২ প্রেম। গান ১৭।

"আমি মারের সাগর পাড়ি দেব"

১। পূজা ১৯৯।

রচনা ৩০ পৌষ সংক্রান্তি ১৩২৮ (১৪ জানুয়ারি ১৯২২))শান্তিনিকেতন)। মুক্তধারা, প্রবাসী ১৩২৯ বৈশাখ, ধনঞ্জয়ের গান। গীতবিতান ১ পূজা। দুঃখ ৮। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

"শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন"

২। প্রকৃতি ১৭৬।

রচনা মাঘ ১৩২৮। প্রবাসী ১৩২৮ মাঘ। নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ১৫৭, ঋতু-চক্র। আসন্ন শীত ঃ নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা পৃঃ ৪০। গীতবিতান ২ প্রকৃতি/শীত ১।

"ফিরে চল্, ফিরে চল্, ফিরে চল্ মাটির টানে"

২। আনুষ্ঠানিক ১৫।

রচনা ২৩ ফাধন ১৩২৮ (৭ মার্চ ১৯২২) (শান্তিনিকেতন)। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৯ বৈশাখ। নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ৯৭, বিবিধ। "শ্রীনিকেতনের গোড়াপত্তনের সময় কর্মী ও ছাত্রদের সমবেত কণ্ঠে গাইবার উপযোগী করে 'ফিরে চল্ মাটির টানে' গানটি রচনা করেন। গীতবিতান দুই আনুষ্ঠানিক ১৫।

"এনেছ ওই শিরীষ বকুল আমের মুকুল"

২। প্রকৃতি ১৯১।

রচনা ২৮ ফাধন ১৩২৮ (১২ মার্চ ১৯২২) (শান্তিনিকেতন)। ফাধন পূর্ণিমা প্রবাসী ১৩২৮ চৈত্র ৮০৭। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৯ বৈশাখ। নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ১৬৬, ঋতু-চক্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ৪।

"ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী"

২। প্রকৃতি ১৯২।

রচনা ২৮ ফাধন ১৩২৮ (১১ মার্চ ১৯২২) (শান্তিনিকেতন)। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৯ বৈশাখ, ৪৫। নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ১৬৯, ঋতু-চক্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ৫। দ্র. শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসঙ্গীত, পৃঃ ২১১।

"আসা-যাওয়ার পথের ধারে"

২। প্রেম ১৯।

রচনা ১১ চৈত্র ১৩২৮ (২৫ মার্চ ১৯২২) (শিলাইদহ)। বিতরণ। ভারতী ১৩২৯ বৈশাখ।

নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ২৩, গীতগান। গীতবিতান ২ প্রেম। গান ১৯।

"নিদ্রাহারা রাতের এ গান বাঁধব আমি"

২। প্রেম ১২।

রচনা ১৩ চৈত্র ১৩২৮ (২৭ মার্চ ১৯২২) (শিলাইদহ)। নিদ্রাহারা/ভারতী ১৩২৯ বৈশাখ। নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ২১, গীতগান। গীতবিতান ২ প্রেম। গান ১২।

বয়স ৬১। ১৩২৯। ১৯২২-২৩

"দারুণ অগ্নিবাণে রে"

২। প্রকৃতি ১১।

রচনা বৈশাখ ১৩২৯ (এপ্রিল-মে ১৯২২) (শান্তিনিকেতন) ১৩২৯ শ্রাবণ ২২, বর্ষামঙ্গল উৎসব গীতি। নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ১২৭, ঋতু চক্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। গ্রীষ্ম ২।

"এসো এসো হে তৃষ্ণার জল"

২। প্রকৃতি ১২।

রচনা ৪ বৈশাখ ১৩২৯ (২৭ এপ্রিল ১৯২২) (শান্তিনিকেতন) শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৯ আষাঢ়। "শান্তিনিকেতন নলকূপ খননের প্রচেষ্টা উপলক্ষে রচিত। নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ১৩৯, ঋতু-চক্র। শাপমোচন, ১৩৩৯ চৈত্র সংস্করণে ৫-সংখ্যক গান। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। গ্রীষ্ম ৩।

"যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে"

১ পূজা ১৯৬।

রচনা ১৮ বৈশাখ ১৩২৯ (১মে ১৯২২) (শান্তিনিকেতন)। প্রবাহিণী ৬৯, পূজা। স্বরলিপি ঞ্ম শৈলজারঞ্জন মজুমদার। গীতিবতান ১ পূজা। দুঃখ ৫।

"তাঁহার অসীম মঙ্গললোক হতে"

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ৮।

রচনা ৩০ বৈশাখ ১৩২৯ শনিবার (১৩ মে ১৯২২) (শান্তিনিকেতন)। "কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা বাসন্তী মিত্র (চক্রবর্তী)-এর পরিণয়োপলক্ষে রচিত। দ্র. গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৩। ১০০২। প্রবাসী ১৩৫০ জ্যৈষ্ঠ, ৮৫। স্বরলিপি নেই।

“আজি বর্ষারাতের শেষে”

২। প্রকৃতি ৬৯।

রচনা ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ (৬ জুন ১৯২২) (শান্তিনিকেতন)। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৯ আষাঢ়। বর্ষাপ্রাতে /প্রবাসী ১৩২৯ আষাঢ়। শান্তিনিকেতনে ১৩২৯ শ্রাবণ ১২, বর্ষামঙ্গল উৎসবে গীত। নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ১৫০ ঋতু-চক্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৪৪।

“ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী বাজে শেষের রাতে”

২। প্রেম ১৭৫।

রচনা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯। শেষ সুর/ভারতী ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯। নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ১৭৯, ঋতু-চক্র। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ১৪৮।

“প্রখর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে”

২। প্রকৃতি ১৮।

রচনা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯। শ্রেয়সী ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ। ভারতী ১৩২৯ আষাঢ়। নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ১২৫, ঋতু-চক্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। গ্রীষ্ম ৯।

“বহু যুগের ও পার হতে আষাঢ় এল”

২। প্রকৃতি ৭১।

রচনা আষাঢ় ১৩২৯। অলকা ১৩২৯ আষাঢ়। শান্তিনিকেতনে ১৩২৯ সালের ২২ শ্রাবণ বর্ষামঙ্গল উৎসবে গীত। প্রবাসী ১৩২৯ ভাদ্র। নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ১৩৪, ঋতু-চক্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৪৬।

“একি গভীর বাণী এল ঘন মেঘের আড়াল ধ’রে”

২। প্রকৃতি ৭৩।

রচনা শ্রাবণ ১৩২৯। ১৩২৯ সালের ২২ শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসবে গীত। নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ১৩৪, ঋতু-চক্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৪৮।

“অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে”

২। প্রেম ৭৩।

রচনা অগ্রহায়ণ ১৩২৯। নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ১৪৯, ঋতু-চক্র। ''মনে হয় এই গান রচনার ঠিক কুড়ি বৎসর পূর্বে ১৩০৯ অগ্রহায়ণ মাসে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়—সেই দিনটিকে স্মরণ করিয়া গানটি রচিত হইয়াছে।" গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য ৪৬।

''অনেক দিনের মনের মানুষ যেন এলে কে"

২। প্রকৃতি ২৫৬।

রচনা পৌষ ১৩২৯। নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ১৬৫, ঋতু-চক্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ৬৯।

''খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে"

২। বিচিত্র ২৬।

রচনা ১৮ মাঘ ১৩২৯ (১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩) (শান্তিনিকেতন)। গৃহপ্রবেশ নাটক ১৩৩২ আশ্বিন, ৩০, হিমির গান, র-র-১৭। ১১৪। প্রবাহিণী ৩০, প্রত্যাশা। গীতমালিকা ২। গীতবিতান ২ বিচিত্র ২৬।

''আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে"

২। প্রেম ১৩।

রচনা ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৯ ভাদ্র-আশ্বিন, ৯৯। নবগীতিকা ২। প্রবাহিণী ১৯, গীতনাথ। ''কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানের জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মহড়া চলাকালীন কবির হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গলা ভেঙে যায় তখন তিনি 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল'—এই গানটি রচনা করেন।" গীতবিতান ২ প্রেম। গান ১৩।

''গানগুলি মোর শৈবালেরই দল"

১। প্রেম ৫।

রচনা ২৯ মাঘ ১৩২৯ (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩) (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি। বসন্ত ১৩২৯ ফাধন ১০। প্রবাহিণী ১৭, গীতগান। তুলনীয় বলাকার ১৫-সংখ্যক কবিতা—''মোর গান এরা সব শৈবালেরই দল।" গীতবিতান ২ প্রেম। গান ৫।

''তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে"

২। প্রেম ২৫।

রচনা ২৬ ফাধন ১৩২৯ (১০ মার্চ ১৯২৩)। (লক্ষ্ণৌ–বোম্বাই পথে)। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ ও গীতমালিকা ১। প্রবাহিণী ৭৯, অবসান। ''অনুমান, লক্ষ্ণৌতে অতুলপ্রসাদ সেনের গৃহবাসের স্মৃতি-রোমান্থনে কবি গানটি রচনা করেন।" গীতবিতান ২ প্রেম। গান ২৫।

''তোমায় গান শোনাব"

২। প্রেম ৬।

রচনা ১৯ ফাধন ১৩২৯ (১৩ মার্চ ১৯২৩) (আহমেদাবাদ) স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩০ শ্রাবণ ও গীতমালিকা ১। গীতবিতান ২ প্রেম। গান ৬।

''ওরে বকুল পারুল, ওরে শালপিয়ালের বন"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৬৭।

রচনা ২৪ চৈত্র ১৩২৯ (৭ এপ্রিল ১৯২৩) কাঠিয়াবাড়, (পোরবন্দর)। প্রবাহিণী ১৬৭, ঋতু-চক্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ৮০। পাঠান্তর আছে। গীতবিতান ৩, গ্রন্থ পরিচয় ১০০৮। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার।

''(দুই হাতে) কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে"

২। বিচিত্র ৫।

রচনা ৩০ চৈত্র ১৩২৯ (১৩ এপ্রিল ১৯২৩) (শান্তিনিকেতন)। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩০ বৈশাখ ৫৫, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত স্বরলিপিসহ প্রকাশিত, গীতমালিকা ২। প্রবাহিণী ৯৭, বিবিধ। ''একই বছরে গুজরাট ভ্রমণ শেষ করে শান্তিনিকেতনে ফেরার সময় সঙ্গে একটি চাষী পরিবারকে এনেছিলেন। ঐ পরিবারের একটি ছোট্ট মেয়ে দু-জোড়া মন্দিরা হাতে নিয়ে খুব সুন্দর নাচত। এই নাচ দেখে কবি এই গান লিখলেন।" গীতবিতান ২। বিচিত্র ৫।

বয়স ৬২। ১৩৩০। ১৯২৩-২৪

''ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি"

২। প্রেম ২৩৯।

রচনা ৪ বৈশাখ ১৩৩০ (১৭ এপ্রিল ১৯২৩) (শান্তিনিকেতন)। নিমলকুমারী মহলানবীশ

বলেন— ''আঁদ্রে কর্পেলস যেদিন শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় গ্রহণ করেন সেইদিন রচিত হয়।'' দ্র. কবির সঙ্গে য়ুরোপে, পৃঃ ৩৩, দেশ ১৩৭৪ ফাধন ২৫, পৃঃ ৫৪১। বিদায় (গান)/প্রবাসী ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ ২৩২। প্রবাহিণী ৮২। অবসান। গীতমালিকা ২। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২১২।

''আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে''

১। পূজা ৩৪১।

রচনা বৈশাখ ১৩৩০। অয়ন ১৩৩০ বৈশাখ। ভারতী ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতমালিকা ১, ১৩৩৩। গীতবিতান ১ পূজা। বিশ্ব ৮।

''আকাশতলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায়''

২। প্রকৃতি ৪০।

রচনা ২৪ আষাঢ় ১৩৩০ (৯ জুলাই ১৯২৩) (শান্তিনিকেতন)। প্রাচী (ঢাকা) ১৩৩০ ভাদ্র। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩০ আশ্বিন, ১৫০। প্রবাসী ১৩৩০ কার্তিক। ১৩৩২ সালের ৩ শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসবে গীত। প্রবাহিণী ১৩৩, ঋতু-চক্র। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, গীতমালিকা ১। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ১৫।

''পথিক মেঘের দল জোটে ওই''

২। প্রকৃতি ৫৭।

রচনা ২৫ আষাঢ় ১৩৩০ (১০ জুলাই ১৯২৩) (শান্তিনিকেতন)। প্রবাসী ১৩৩০ ভাদ্র। ১৩৩২ সালের ৩ শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসবে গীত। শেষবর্ষণ গীতোৎসব ১৩৩২ ভাদ্র মাসে বিচিত্রা গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। গীতমালিকা ২। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৩২। 'শষবর্ষণ' সবুজপত্র ১৩৩২ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। Shravan-Gatha, 1960.

''অগ্নিশিখা, এসো এসো''

২। আনুষ্ঠানিক ১৭।

রচনা ৪ বৈশাখ ১৩৩০ (১৭ এপ্রিল ১৯২৩) (শান্তিনিকেতন)। ''সহায়িকা বা গার্ল গাইডের জন্য গানটি রচনা করেন।'' শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩০ ভাদ্র, ১৩৪, স্বরলিপি সহ প্রকাশিত। স্বরলিপিকার অনাদিকুমার দস্তিদার। গীতমালিকা ১। প্রবাহিণী ১০৪, বিবিধ। গীতবিতান ২। আনুষ্ঠানিক ৮।

"পূব-হাওয়াতে দেয় দোলা"

২। প্রকৃতি ৮২।

রচনা আষাঢ় ১৩৩০। প্রবাসী ১৩৩০ শ্রাবণ, ৫৮৫। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩০ কার্তিক, স্বরলিপিসহ প্রকাশিত, স্বরলিপিকার অনাদিকুমার দস্তিদার, গীতমালিকা ১। ১৩৩২ সালের ৩ শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসবে গীত। শেষ বর্ষণ গীতোৎসবে ১৩৩২ ভাদ্র মাসে বিচিত্রা গৃহে অভিনীত হবার সময় গীত; দ্র. সবুজপত্র ১৩৩২ কার্তিক। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৫৭।

"ভেবেছিলেম আসবে ফিরে"

২। প্রকৃতি ৪৯।

রচনা আষাঢ় ১৩৩০। প্রাচী (ঢাকা) ১৩৩০ শ্রাবণ। প্রবাসী ১৩৩০ আশ্বিন। প্রবাহিণী ১৫৩, ঋতু-চক্র। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতমালিকা ২। শ্রাবণগাথা (গীতিনাট্য) ১৩৪১ শ্রাবণ। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ২৪। Shravan-Gatha, 1960.

"কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৮০।

রচনা ভাদ্র ১৩৩০। গান/উপাসনা ১৩৩০ ভাদ্র। এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে বিসর্জন অভিনয়কালে ২৫, ২৭, ২৮ আগস্ট (১৯২৩) গানটি গীত হয়। প্রবাসী ১৩৩০ কার্তিক, ৯৯। প্রবাহিণী ৭১, পূজা।

"যখন এসেছিলে অন্ধকারে"

২। প্রেম ২৭৫।

রচনা ১৬ পৌষ ১৩৩০ (১ জানুয়ারি ১৯২৪) (শ্রীনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি। প্রাচী (ঢাকা) ১৩৩০ ফাধন। প্রবাসী ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ। গীতমালিকা ১। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য ২৪৮।

"আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে"

২। প্রেম ৩১৯।

রচনা পৌষ ১৩৩০। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩০ পৌষ, ২০৪। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতী ১৩৩১ বৈশাখ, গীতমালিকা ১। গৃহপ্রবেশ ১৩৩২, হিমির গান। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২৯২।

"ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধুমঞ্জরী"

২। প্রকৃতি ১৯৯।

রচনা ২৭ ফাধন ১৩৩০ (১০ মার্চ ১৯২৪) (কলিকাতা)। বধূমঙ্গল/প্রবাসী ১৩৩১ শ্রাবণ ৫৭৭। দ্র. শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসঙ্গীত, পৃঃ ২০৬। ১৩৪১ চৈত্র ৬, বসন্তোৎসবের নৃত্যের সঙ্গে গীত। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬২, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত স্বরলিপি সহ, ২১৯ গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ১২।

"এবার অবগুণ্ঠন খোলো"

২। প্রকৃতি ১৬২।

রচনা ফাধন ১৩৩০। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, শান্তিকেতনে পত্রিকা ১৩৩০ ফাধন, গীতমালিকা ১। ১৩৩২ সালের ভাদ্রমাসে 'শেষবর্ষণ' গীতোৎসবে গীত। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। শরৎ ২২।

বয়স ৬৩। ১৩৩১। ১৯২৪-২৫

"যখন ভাঙল মিলন-মেলা"

২। প্রেম ২৮২।

রচনা বৈশাখ ১৩৩১। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩১ বৈশাখ, গতিমালিকা ১। প্রবাহিণী ১০৭, বিবিধ। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২৫৫।

"মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে"

২। প্রকৃতি ২৩।

রচনা বৈশাখ ১৩৩১। প্রবাহিণী ১২৯, ঋতু-চক্র। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতমালিকা ২। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। গ্রীষ্ম ১৪।

"আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার"

২। প্রকৃতি ৪৬।

রচনা আষাঢ় ১৩৩১। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩১ আষাঢ়, ১১৩-১৪ ও গীতমালিকা ১। সাহানা দেবী-কর্তৃক স্বরলিপিসহ গানটি ১৩৩১ ফাধন সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। প্রবাহিণী ১৪৬, ঋতু-চক্র। ১৩৩২ সালের ৩ শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসবে

গীত। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ২১।

১৩৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে শিলং বাসকালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি 'যক্ষপুরী' নামে প্রথম রচনা করেন। পাণ্ডুলিপি আকারেই পরে ইহার নাম দিয়েছিলেন 'নন্দিনী'। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সংশোধিত বর্তমান আকারে নাটকটি 'রক্তকরবী' নামে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছিল।

"পথিক পরান, চল, চল, সে পথে তুই"

২। প্রেম ৩০৬।

রচনা আশ্বিন ১৩৩১। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩১ আশ্বিন, ১৬৫। প্রবাহিণী ৮০, 'অবসান'/ পাঠ– "যে পথ দিয়ে গেল রে তোর বিকেল বেলার জুই।" গীতমালিকা ২। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২৭৯। প্রবাহিণীর পাঠ অনুসৃত।

"তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার"

২। প্রেম ২৪৫।

রচনা ১৭ জানুয়ারি ১৯২৫ (২৪ মাঘ ১৩৩১) (দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ইতালির অভিমুখে জাহাজে রচিত)। পূরবী (১৩৩২ শ্রাবণ) 'বাদল' কবিতা দ্রষ্টব্য। প্রবাহিণী ১০০, বিবিধ। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২১৮।

"তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে"

১। পূজা ৫৩১।

রচনা ২৬ ফাধন ১৩৩১ (১০ মার্চ ১৯২৫) (দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ইতালির প্রত্যাবর্তনের পরের দিন শান্তিনিকেতনে রচিত)। ১৩৩১ সালের ২৬ ফাধন শান্তিনিকেতনের 'বসন্তোৎসবে' গীত। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, প্রবাসী ১৩৩২ বৈশাখ ৯৮-১০০। গীতমালিকা ২। চিরকুমার সভা (১৩৩২), চতুর্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্য, গুরুদাসের গান। গীতবিতান ১ পূজা। সুন্দর ১৬।

"ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গেল না"

২। বিচিত্র ৮৪।

রচনা ২৬। ফাধন ১৩৩১ (১০ মার্চ ১৯২৫)। 'সুন্দর' (গীতোৎসব) ১৩৩১, ২৬ ফাধনে গীত। গীতমালিকা ২। শাপমোচন প্রথম সংস্করণে (১৩৩৮) নেই। পরবর্তী দ্বিতীয় সংস্করণের ২৭ সংখ্যক গান।

বয়স ৬৪। ১৩৩২। ১৯২৫-২৬

"আমায় থাকতে দে– না আপন মনে"

২। প্রেম ৩০৯।

রচনা বৈশাখ ১৩৩২। শান্তিনিকেতন উত্তরায়ণ এলাকায় গোয়ালপাড়া যাবার বাঁ দিকে রাস্তায় রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫ বৈশাখ উপলক্ষে 'পঞ্চবটী' প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের অনুমান গানটি সেইসময় রচিত। দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৩, চিঠিপত্র ৫ম, ২৯ বৈশাখ ১৩৩২, প্রবাহিণী ৪০ প্রত্যাশা। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২৮২।

"মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে"

২। আনুষ্ঠানিক ১২।

রচনা ২৫ বৈশাখ ১৩৩২ (৮ মে ১৯২৫) (শান্তিনিকেতন)। রবীন্দ্রনাথের ৬৫ তম জন্মদিন উপলক্ষে গীত। এই দিনে শান্তিনিকেতনে পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা হয়। প্রবাসী ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ। গীতমালিকা ২। বৃক্ষরোপণ। গান ১- বনবাণী ১৩৩৮ আশ্বিন।

"জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠো জয়রথে তব"

২। প্রেম ৭৮।

রচনা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ (২ জুন ১৯২৫) (শান্তিনিকেতন)। প্রবাহিণী ১২১, বিবিধ। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩২ অগ্রহায়ণ। "কলিকাতার স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য চিরকুমার-সভা নাটকটিকে নূতন করিয়া লিখিবার সময় গানটি রচিত, নীরবালার কণ্ঠে গীত।" গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ৫১।

"বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ়, তোমার মালা"

২। প্রকৃতি ৫৮।

শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩২ শ্রাবণ। 'শেষবর্ষণ' গীতোৎসব উপলক্ষে 'বিচিত্রা' গৃহে ১৩৩২ ভাদ্র মাসে গীত। সবুজ পত্র ১৩৩২ কার্তিক সংখ্যায় 'শেষবর্ষণ' প্রকাশিত হয়। গীতমালিকা ২। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৩৩। "শেষবর্ষণ গীতোৎসব প্রথমে 'বিচিত্রা' গৃহে ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত হয়; ইহার গানগুলি সেই সময় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার অল্পদিন পরে 'শষবর্ষণ' গীতিনাট্য আকারে জোড়াসাঁকোতে অভিনীত হয়। এই গীতিনাট্য ১৩৩২ সালের কার্তিক

সংখ্যা 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়।"

"ঝরে ঝরো ঝরো ভাদর-বাদর"

২। প্রকৃতি ৭৮।

শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩২ কার্তিক। গীতমালিকা ২। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৫৩। Shravan-Gatha, 1960.

"বন্ধু, রহো রহো সাথে"

২। প্রকৃতি ৮৫।

শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩২ কার্তিক। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভৈরবী-মধ্যমান। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা, ৬০।

"ও আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার"

২। প্রকৃতি ৫১।

রচনা শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৩২। শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩২ ভাদ্র। গীতমালিকা ২। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ২৬।

"হে ক্ষণিকের অতিথি"

২। প্রকৃতি ১৬২।

শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩২ কার্তিক। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ। গীতমালিকা ২। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ১৩৫।

"যৌবনসরসীনীরে মিলন শতদল"

২। প্রেম ৩৭৫।

রচনা ভাদ্র ১৩৩২। গৃহপ্রবেশ ১৩৩২ আশ্বিন, হিমির গান। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ৩৪৮।

"আমার জ্বলে নি আলো অন্ধকারে"

২। পূজা ২৫৭।

প্রবাহিণী ৩৭, প্রত্যাশা। চিরকুমার-সভা ১৩৩২ ফাধন, নীরবালার গান। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৩, শ্রাবণ। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২৩০।

"সখী, আঁধারে একেলা ঘরে"

২। প্রেম ২৮১।

প্রবাহিণী ১৫২, ঋতুচক্র। "মূল গান পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্তা সাহানা দেবীর মুখে শুনে গুরুদেব নিজের মতো বাংলা কথা বসিয়েছিলেন।" দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্রনাথের গানে ঠুংরির প্রভাব', শান্তিদেব ঘোষ, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' ১৩৭৭ কার্তিক-পৌষ, পৃঃ ১৯৩। শাপমোচন পুস্তিকা/ রবীন্দ্রজয়ন্তী/ছাত্রছাত্রী উৎসব পরিষৎ কর্তৃক অভিনয়ে ১৫, ১৬ পৌষ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে গীত, পৃঃ ২৬। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। খাম্বাজ-যৎ। গীতবিতানের ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য ২৫৪।

"ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর"

১। পূজা ৩০৩।

রচনা পৌষ ১৩৩২ (১৯ ডিসেম্বর ১৯২৫) (কলিকাতায় প্রথম দর্শন সভা অনুষ্ঠিত হয়)। কবি এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সম্ভবত এই উপলক্ষে গানটি রচিত। প্রবাসী ১৩৩২ মাঘ। গীতবিতান ১ পূজা। উৎসব ২। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"পরবাসী, চলে এসো ঘরে"

২। বিচিত্র ১০৯।

রচনা ২২ মাঘ ১৩৩২ (৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) (কলিকাতা)। প্রবাসী পত্রিকার ২৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রচিত। দীর্ঘ কবিতা থেকে সংক্ষেপিত করে গানে রূপান্তরিত করা হয়– 'প্রবাসী' শিরোনামে প্রবাসী পত্রিকা ১৩৩৩ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৮ ভাদ্র।

"এসো এসো এসো প্রাণের উৎসবে"

২। আনুষ্ঠানিক ১৮।

রচনা ২২ মাঘ ১৩৩২ (৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) (কলিকাতা)। পাণ্ডুলিপি। 'প্রবাসী' কবিতা (প্রবাসী ১৩৩৩ বৈশাখ) ভেঙে যে দুটি গান রচনা করা হয় এই গানটি তাদের অন্যতম। দ্বিতীয় গানটি– 'পরবাসী চলে এসো ঘরে।' দ্র. গীতবিতান ২। ৫৯২। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ)। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিচিত্রা ১৩৩৭ আষাঢ়। গীতবিতান ২ আনুষ্ঠানিক ৯।

"অনন্তের বাণী তুমি, বসন্তের মাধুরী-উৎসবে"

২। প্রকৃতি ১৯৫।

রচনা ১১ ফাধন ১৩৩২ (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) (আগরতলা)। রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে রচিত। 'রবি' পত্রে রচনার তারিখ ১৮ ফাধন ১৩৩২ (২ মার্চ ১৯২৬); 'রবি' ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রৈমাসিক পত্র, পৃ. ২৮০। (বসন্তের দূতি তুমি) 'নববধূ'-ভারতী ১৩৩২ চৈত্র ৪৬৭, রচনার তারিখ ২১শে ফাধন ১৩৩২(৫ মার্চ ১৯২৬)। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৩, ৮৮ ও ১০৫। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ৮। গানটি পাঠান্তর আছে।

"বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি"

২। প্রেম ২৫৫।

গানটি আগরতলায় বাসকালে ১০-১৪ ফাধন ১৩৩২-এর মধ্যে রচিত। বৈকালী পর্যায়ে মুদ্রিত। প্রবাসী ১৩৩৩ আশ্বিন। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৩০, ৯০ ও ৯৪। গীতমালিকা ১। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২২৮।

"আপনহারা মাতোয়ারা আছি তোমার আশা ধরে"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৭২।

বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৫৩, ৯৩, ৯৪। গানটি আগরতলায় বাসকালে ১০-১৪ ফাধন ১৩৩২-এর মধ্যে রচিত। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৩ শ্রাবণ-আশ্বিন, ৮৯-৯২।

"জানি তোমার অজানা নাহি গো"

২। প্রেম ৭৪।

রচনা ১৬ ফাধন ১৩৩২ (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) (সম্ভবত আগরতলা থেকে কলিকাতার পথে রচিত)। বৈকালী, প্রবাসী ১৩৩৩ আষাঢ় ৪০৪ বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ১০, ৮৯। স্বরলিপি ঃ রমা মজুমদার, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৫ ভাদ্র (অজানা জীবন বাহিনু। উদ্‌ঘাত। মহুয়া ঃ ১৩৩৬)। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ৪৭।

"দোলে দোলে দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা"

২। প্রকৃতি ১৯৪।

রচনা ১৫ ফাধন ১৩৩২ (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) (আগরতলা)। "২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ দোল পূর্ণিমায় শ্রীমতী রেবা মহলানবিশ (বাবলি)-র বিবাহ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ (সম্ভবত আগরতলা থেকে) লিখে পাঠিয়েছিলেন।" এই তথ্য শ্রী সুশোভন সরকার চিঠি মারফৎ শ্রী কানাই সামন্তকে জানাইয়াছেন। দ্র. সুশোভন সরকার, প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৫। দোল পূর্ণিমায়, সবুজপত্র ১৩৩২ চৈত্র, ৫৭০। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ১, ৮৮, ৯৪, ১০০। রচনার তারিখ অন্যত্র উল্লিখিত ১১ ফাধন ১৩৩২ বৈকালী পৃঃ ৯৪। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ৭। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"তোমার বীণা আমার মনোমাঝে"

১। পূজা ৭।

রচনা ২ চৈত্র ১৩৩২ (১৬ মার্চ ১৯২৬) (প্রশান্ত মহলানবিশের আলিপুরের বাড়িতে রচিত)। দ্রষ্টব্য ঃ 'বাইশে শ্রাবণ', নির্মলকুমার মহলানবিশ (১৩৭৩ ভাদ্র) পৃঃ ৩৫। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১ পূজা। গান, ৭।

"কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে"

২। বিচিত্র ৪৪।

রচনা ১৯ চৈত্র ১৩৩২ (২ এপ্রিল ১৯২৬) দুপুর, (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি– অনাদিকুমার দস্তিদারের খাতা। বৈকালী প্রবাসী ১৩৩৩ ভাদ্র ৭১৬। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ১৬, ৮৯ ও ৯৫। স্বরলিপি ঃ রমা কর, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৫ মাঘ।

"পাতার ভেলা ভাসাই নীরে"

১। পূজা ৫৭৪।

রচনা ২১-২৩ চৈত্র ১৩৩২ (শান্তিনিকেতন)। বৈকালী, প্রবাসী ১৩৩৩ শ্রাবণ ৫৫৫। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ২০, ৮৯ ও ৯৬। গীতমালিকা ১। গীতবিতান ১ পূজা। পথ ১৬।

"অনেক কথা যাও যে ব'লে কোনো কথা না বলি"

২। প্রেম ১৪৭।

রচনা ২১ চৈত্র ১৩৩২ (৪ এপ্রিল ১৯২৬) (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি–অনাদিকুমার দস্তিদারের খাতা। বৈকালী, প্রবাসী ১৩৩৩ ভাদ্র ৭১৫। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ১৮, ৮৯ ও

৯৫। ‘‘রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী শিশু নন্দিনী তাঁর দাদুর কাছে গল্প শুনতে ভালবাসতেন। তিনি নিজেও স্বভাবসুলভ শিশুমনের চপলতা প্রকাশ করতেন। তার খাপছাড়া ও উদ্দেশ্যবিহীন কথার মানে কবি না বুঝলেও খুব উপভোগ করতেন। তার উদ্দেশ্যে তিনি একটি গান রচনা করেন।

‘‘অনেক কথা যাও যে বলে কোন কথা না বলি’’

স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ১২০।

‘‘আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়’’

২। বিচিত্র ৯৩।

রচনা ২৫-২৭ চৈত্র ১৩৩২ (শান্তিনিকেতন)। বৈকালী, প্রবাসী ১৩৩৩ ভাদ্র ৭১৭। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ২৫, ৮৯ ও ৯৬ । স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

‘‘এ পথে আমি যে গেছি বার বার’’

২। প্রেম ২৭৬।

রচনা ২৫-২৭ চৈত্র ১৩৩২ (শান্তিনিকেতন)। বৈকালী, প্রবাসী ১৩৩৩ শ্রাবণ ৫৫৭। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ)। পৃঃ ২৬, ৮৯ ও ৯৬। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৪০ কার্তিক। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২৪৯।

বয়স ৬৫। ১৩৩৩। ১৯২৬

‘‘বাঁধন ছেড়ার সাধন হবে’’

১। পূজা ১৮৫।

রচনা ১ বৈশাখ ১৩৩৩ (১৪ এপ্রিল ১৯২৬) (শান্তিনিকেতন)। নববর্ষ, শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩৩৩ বৈশাখ ৭০। প্রবাসী ১৩৩৩ শ্রাবণ, ৬২১ (কষ্টিপাথর)। বৈকালী, প্রবাসী ১৩৩৩ কার্তিক ১। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৩৬, ৮৫, ৯১ ও ৯৬। নটীর পূজা, শ্রীমতীর গান, মাসিক বসুমতী ১৩৩৩ বৈশাখ। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১। পূজা। সাধনা ও সংকল্প ১১।

‘‘হে চিরনূতন, আজি এ দিনের প্রথম গানে’’

১। পূজা ২৭৩।

রচনা ১ বৈশাখ ১৩৩৩ (১৪ এপ্রিল ১৯২৬) (শান্তিনিকেতন)। নববর্ষ, শান্তিনিকেতন পত্রিকা

১৩৩১ বৈশাখ ৬৯। প্রবাসী ১৩৩৩ শ্রাবণ ৬২১। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৪০, ৯১, ৯৬। স্বরলিপি ঃ রমা মজুমদার, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ। গীতবিতান ১ পূজা। জাগরণ ১০।

"বিরস দিন, বিরল কাজ"

২। প্রেম ২৮।

রচনা বৈশাখ ১৩৩৩ (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি। বৈকালী, প্রবাসী ১৩৩৩ শ্রাবণ ৫৫৬। বৈকালী ১৩৮১ সংস্করণ পৃঃ ২৯, ৯০- ও ৯৬। 'বিজয়ী' মহুয়া (১৩৩৬) পাঠান্তর আছে। গানটি বিজয়ী কবিতার সংশোধিত রূপ। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ১। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"এ পারে মুখর হল কেকা ওই"

২। প্রেম ২৫০।

রচনা ১৭ বৈশাখ ১৩৩৩ (৩০ এপ্রিল ১৯২৬) (শান্তিনিকেতন)। গীতমালিকা ১। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২২৩।

"আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো"

২। বিচিত্র ১।

রচনা বৈশাখ ১৩৩৩ (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি। বৈকালী, প্রবাসী ১৩৩৩ শ্রাবণ ৫৫৬। বৈকালী ১৩৮১ সংস্করণ নটীর পূজা, শ্রীমতীর গান, মাসিক বসুমতী ১৩৩৩ বৈশাখ। গ্রন্থপ্রকাশকাল ১৩৩৩ আশ্বিন। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৯৬। স্বরলিপি ঃ রমা মজুমদার ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৩ ভাদ্র, শ্রীমতী সাহানা দেবী-কৃত স্বরলিপি ঃ দ্র. বিচিত্রা ১৩৩৪ শ্রাবণ।

"মরণ সাগর পারে তোমরা অমর"

১। পূজা ৬১৩।

রচনা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩। "কলিকাতায় এই সময়ে চন্দ্রকান্ত সুর ও যতীন্দ্রনাথ সুর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা রোধ করিতে গিয়ে নিহত হন, তাঁহাদের স্মরণে গানটি রচিত।" দ্র. প্রবাসী ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ ৩৬১। 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে' শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন বড়দাদার (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) মৃত্যু উপলক্ষে কবিতা, পৃঃ ২০৬/২০০। বৈকালী, প্রবাসী ১৩৩৩ কার্তিক ২। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৪১, ৯১ ও ৯৬।

(লিপিচিত্র) উত্তরা ১৩৩৪ কার্তিক ৯৩। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১ পূজা। শেষ ৩০।

"কার চোখের চাওয়ায় হাওয়ায় দোলায় মন"

২। প্রেম ১৪৬।

রচনা ২৩ ভাদ্র ১৩৩৩ (৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬) হামবুর্গ, (Hotel Atlantique) বৈকালি (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৫৮, ৮৬ ও ৯৮। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ১১৯। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে"

২। বিচিত্র ১০৭।

রচনা ২৪ ভাদ্র ১৩৩৩ (১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬) (হামবুর্গ)। পাণ্ডুলিপি। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৫৯, ৮৬, ৯৮। গীতবিতান ২ বিচিত্র ১০৭। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"আকাশ তোমায় কোন রূপে মন চিনতে পারে"

২। বিচিত্র ৯২।

রচনা ৩১ ভাদ্র ১৩৩৩ (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৬) (ম্যুনিখ)। রাণী মহলানবিশ-কর্তৃক অনুলিখিত ও কবির সহি প্রদত্ত-কানাই সামন্ত জানাইয়াছেন। মাসিক বসুমতী ১৩৩৪ বৈশাখ ২-৪। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৬১, ৮৬, ৯৮। গীতবিতান ২ বিচিত্র ৯২। স্বরলিপি নেই।

"নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়"

১। স্বদেশ ১২।

রচনা ১ আশ্বিন ১৩৩৩ (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬) (ম্যুনিখ)। পাণ্ডুলিপি। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৬৩, ৮৬, ৯০। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১ স্বদেশ ১২।

"আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে"

১। পূজা ৩৩৯।

রচনা ২ আশ্বিন ১৩৩৩ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬) (ন্যূনবর্গ)। পাণ্ডুলিপি। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৬৪, ৮৫, ৯৮। পাঠান্তর আছে। গীতবিতান ১ পূজা। বিশ্ব ৬। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায় ব্যথার ভৈরবী"

২। প্রেম ১৬৬।

রচনা ৩ আশ্বিন ১৩৩৩ (২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬) (ন্যুনবর্গ)। পাণ্ডুলিপি। সবুজ পত্র ১৩৩৩ কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৮৯। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৬৫, ৮৬, ৯৮। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ১৩৯।

"মধুর, তোমার শেষ যে না পাই"

১। পূজা ৬০৪.

রচনা ৪ আশ্বিন ১৩৩৩ (২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৬) (স্টুট্‌গার্ট)। পাণ্ডুলিপি। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৬৫, ৮৬, ৯৮। পাঠ "ভালো লাগার শেষ যে না পাই।" সবুজপত্র ১৩৩৩ কার্তিক-অগ্রহায়ণ। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১ পূজা। শেষ ২১।

"তুমি ঊষার সোনার বিন্দু প্রাণের সিন্ধুকূলে"

২। বিচিত্র ৯১।

রচনা ৭ আশ্বিন ১৩৩৩ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৬) (কল্যোন)। পাণ্ডুলিপি। "গানটা লেখা কবির আদরের নন্দিনীর উদ্দেশ্যে, যার ডাক নাম পুপে।" দ্র. নির্মলকুমারী মহলানবিশ ঃ 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে', পৃঃ ২৫১। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃ. ৫৮, ৮৬, ৯৮। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ২ বিচিত্র ৯১।

"গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে"

১। পূজা ১০।

রচনা ৮ আশ্বিন ১৩৩৩ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬) (ড্যুসেল্‌ডর্ফ)। পাণ্ডুলিপি। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃ. ৬৯, ৮৭, ৮৯। সবুজপত্র ১৩৩৩ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৮৯। গীতবিতান ১ পূজা। গান ১০। পাঠ "আপন গানের টানে তোমার বন্ধন যাক টুটে"। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"আপনি আমার কোন্‌খানে"

১। পূজা ৫৮২।

রচনা ১৯ আশ্বিন ১৩৩৩ (৬ অক্টোবর ১৯২৬) (বার্লিন)। পাণ্ডুলিপি। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃ. ৭০, ৮৭, ৯৮। সবুজপত্র ১৩৩৩ কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৮৯। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ

ঠাকুর। গীতবিতান সূচিতে 'বাকে'- কর্তৃক স্বরলিপির উল্লেখ আছে। গীতবিতান ১ পূজা। পথ ২৪।

"কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে"

২। বিচিত্র ১০৫।

রচনা ২৫ আশ্বিন ১৩৩৩ (১২ অক্টোবর ১৯২৬) (প্রাগ্)। পাণ্ডুলিপি। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃ. ৭২, ৮৭, ৯৮। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ২ বিচিত্র ১০৫।

"আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি"

২। বিচিত্র ১০৪।

রচনা ৩ কার্তিক ১৩৩৩ (২০ অক্টোবর ১৯২৬) (ভিয়েনা)। পাণ্ডুলিপি। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৭৩, ৮৭, ৯৮। গীতবিতান ২ বিচিত্র ১০৪। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"দিনের বেলায় বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে"

১। পূজা ৬০৩।

রচনা ১৩ কার্তিক ১৩৩৩ (৩০ অক্টোবর ১৯২৬) (বুডাপেস্ট)। পাণ্ডুলিপি। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৭৫, ৮৭, ৯৮। নির্মলকুমারী মহলানবিশ ঃ 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে', পৃঃ ২৪৮। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৮ পৌষ। গীতবিতান ১ পূজা। শেষ ২০।

"যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে"

১। পূজা ৫৮৪।

রচনা ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ (২৫ নভেম্বর ১৯২৬) (পিরিউস)। পাণ্ডুলিপি। বৈকালী (১৩৮১ সংস্করণ) পৃঃ ৮০, ৯৯। নির্মলকুমারী মহলানবিশ ঃ 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে', পৃঃ ৮০। গীতবিতান ১ পূজা। শেষ ১।

"যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে"

১। পূজা ৩৩৫।

রচনা ২ মাঘ ১৩৩৩ (১৬ জানুয়ারি ১৯২৭) পাণ্ডুলিপি। স্বরলিপি ঃ গীতমালিকা ১, ১৩৩৩। গীতবিতান ১ পূজা। বিশ্ব ২।

"পূর্বগগনভাগে দীপ্ত হইল সুপ্রভাত"

১। পূজা ২৬৫।

রচনা ৫ মাঘ ১৩৩৩ (১৯ জানুয়ারি ১৯২৭) পাণ্ডুলিপি। নটীর পূজা ১৩৩৩ মাঘ মাসে কলিকাতায় অভিনয়কালে উপালির চরিত্রে সংযোজিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উপালির ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন। বর্তমান গানটি উপালির কণ্ঠে গীত। মাসিক বসুমতী ১৩৩৩ বৈশাখ সংখ্যায় নটীর পূজা যখন প্রকাশিত হয়। তখন গানটি ছিল না। গীতবিতান ১ পূজা। জাগরণ ২। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে"

২। প্রেম ৭৫।

রচনা ৯ ফাধন ১৩৩৩ (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭) (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি দান, মানসী ও মর্মবাণী ১৩৩৩ ফাধন ১। প্রবাসী ১৩৩৪ বৈশাখ, ৫১ (কষ্টিপাথর)। পরিশেষ কাব্যের 'লেখা' কবিতা (১২ চৈত্র ১৩৩৩) তুলনীয়। দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৩। ২৫৫। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ৩৩। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ"

২। প্রকৃতি ১৪।

রচনা ২০ ফাধন ১৩৩৩ (৪ মার্চ ১৯২৭) (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি। নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা ঃ বৈশাখ আবাহন/গান, বিচিত্রা ১৩২৪ আষাঢ়, ২২। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিচিত্রা ১৩৩৫ বৈশাখ। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। গ্রীষ্ম ৫।

"ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী"

১। পূজা ৫৮০।

রচনা ২১ ফাধন ১৩৩৩ (৫ মার্চ ১৯২৭) (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ। পাঠান্তর আছে। গীতবিতান ১ পূজা। পথ ২২।

বয়স ৬৬। ১৩৩৪। ১৯২৭-২৮

"ডাকিল মোরে জাগার সাথি"

১। পূজা ৫২৯।

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩৪ সালে কোনো সময় রচিত। পাণ্ডুলিপি। শেষরক্ষায় কমলের গান। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা। ১৩৩৬ ফাধন, স্বরবিতান (১ম) ১৩৪২ ভাদ্র। গীতবিতান ১ পূজা। সুন্দর ১৪।

"তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি"

২। প্রেম ২৫৩।

রচনা ১৩ আষাঢ় ১৩৩৪ ২৮ জুন ১৯২৭ (কলিকাতা)। পাণ্ডুলিপি। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৮ ভাদ্র। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২৬।

"সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে"

২। প্রেম ২৪৯।

রচনা ১৫ আশ্বিন ১৩৩৪ (২ অক্টোবর ১৯২৭) (মাইয়ার জাহাজ, জাভা হইতে পিনাঙের অভিমুখে যাত্রার সময়)। স্বরলিপি ঃ হিমাংশুকুমার দত্ত, বিচিত্রা ১৩৩৭ আশ্বিন, ৪২৭। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২২২।

"সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে"

২। প্রেম ১৮৯।

রচনা ৩০ আশ্বিন ১৩৩৪ (১৭ অক্টোবর ১৯২৭) (শান্তিনিকেতন)। (ব্যাংকক পরিত্যাগ করিয়া পিনাঙের পথে রচিত) পাণ্ডুলিপি। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা। ১৩৩৯ মাঘ। তুলনীয়- যাত্রিণী, বঙ্গদর্শন ১৩১০ জ্যৈষ্ঠ, উৎসর্গ ৪০ নং ১ম স্তবকের শেষ ছয় পঙ্‌ক্তি। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ১৬২।

"খরবায়ু বয় বেগে চারি দিক ছায় মেঘে"

২। বিচিত্র ৫০।

রচনা ১ কার্তিক ১৩৩৪ (১৮ অক্টোবর ১৯২৭) (O & E Hold পিনাঙ), পাণ্ডুলিপি। মানসী ও মর্মবাণী ১৩৩৪ ফাধন, পৃ. ১। প্রবাসী ঃ কষ্টিপাথর ১৩৩৪ চৈত্র। তাসের দেশ ১৩৪০ ভাদ্র। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই"

২। বিচিত্র ১৪০।

রচনা ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ (১ ডিসেম্বর ১৯২৭) (খসড়া)। 'বনবাণী' কাব্যের নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' অংশের 'উৎসব' শীর্ষক কবিতা ১৩৪৫ সালের ১৮ ফাধনে কবি ইহার শেষ অংশে

"এসেছে হাওয়া বাণীতে দোল-দোলানো" ইত্যাদি প্রথমেই একটি সুর দেন। পরে রচনাটির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অন্য একটি সুর দেন। শ্রী শান্তিদেব ঘোষ ও শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সৌজন্যে ইহা গাল বলিয়া জানা গিয়াছে এবং ইহাতে সুর সংযোগের কাল নির্ণয় সম্ভবপর হইয়াছে। দ্র. গীতবিতান পৃঃ ৯, র-র-১৮। ২৪৪। গীতবিতান ১৩৪৬-এ নেই।

"নিশা-অবসানে কে দিল গোপনে আনি"

১। পূজা ১৩৫।

রচনা ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ (১৫ ডিসেম্বর ১৯২৭) (কলিকাতা)। পাণ্ডুলিপি। আমাদের মনে হয় গানটি মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু। (৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯) স্মরণে রচিত। গীতবিতান ১ পূজা। বিরহ ৮। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বয়স ৬৭। ১৩৩৫। ১৯২৮-২৯

"প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায় ফাধন মাসে"

২। বিচিত্র ৮১।

রচনা ২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫ (৮ আগস্ট ১৯২৮) চৌরঙ্গী, (কলিকাতা)। প্রত্যাশা/মহুয়া ১৩৩৬ আশ্বিন। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, বিচিত্রা ১৩৪১ ভাদ্র।

"আজি এ নিরালা কুঞ্জে আমার অঙ্গ-মাঝে"

২। প্রেম ৪১।

রচনা ২৫ শ্রাবণ ১৩৩৫ (১০ আগস্ট ১৯২৮) (শান্তিনিকেতন)। বরণডালা। মহুয়া ১৩৩৬ আশ্বিন। তুলনীয় বৈকালী গ্রন্থের অপ্রকাশিত কবিতা (পৃঃ ৪২)। পাণ্ডুলিপিতে 'বরণডালা'র পূর্বপাঠ দ্রষ্টব্য। র-র ১৫। গ্রন্থ পরিচয় পৃঃ ৫১৮। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, ভারতীর্থ ১৩৪১। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ১৪।

"আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়"

২। প্রেম ৪৮।

রচনা শ্রাবণ ১৩৩৫। সন্ধান/মহুয়া ১৩৩৫ আশ্বিন, র-র ১৫। পরিত্রাণ, ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ, র-র ২০। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, বিচিত্রা ১৩৪১ মাঘ। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২১।

"হায় অতিথি, এখনি কি হল"

২। প্রেম ১৬৩।

রচনা ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ (২১ নভেম্বর ১৯২৮) (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ১৩৬।

বয়স ৬৮।১৩৩৬। ১৯২৯-৩০

"আয় আয় আয় আমাদের অঙ্গনে"

২। আনুষ্ঠানিক ১১।

রচনা ২ শ্রাবণ ১৩৩৬ (১৮ জুলাই ১৯২৯) (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি। প্রবাসী ১৩৩৬ ভাদ্র। বনবাণী (১৩৩৮ আশ্বিন, বৃক্ষরোপন গান (২)। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ২ আনুষ্ঠানিক ২।

"আহ্বান আসিল মহোৎসবে"

২। প্রকৃতি ৫৩।

রচনা ১০ শ্রাবণ ১৩৩৬ (২৬ জুলাই ১৯২৯) (শান্তিনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি। প্রবাসী ১৩৩৬ ভাদ্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ২৮।

"কোন পুরাতন প্রাণের টানে"

২। প্রকৃতি ৫৪।

রচনা ১৩ শ্রাবণ ১৩৩৬ (২৯ জুলাই ১৯২৯) (শান্তিনিকেতন) পাণ্ডুলিপি। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিচিত্রা ১৩৩৬ আশ্বিন। শৈলজারঞ্জন মজুমদার, প্রবাসী ১৩৪১ চৈত্র। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ২৯।

"নীল-অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর"

২। প্রকৃতি ৫৫।

রচনা ২৬ শ্রাবণ ১৩৩৬ (১১ আগস্ট ১৯২৯) (শ্রীনিকেতন)। পাণ্ডুলিপি। প্রবাসী ১৩৩৬ ভাদ্র। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৬ মাঘ। ২৪ আষাঢ় ১৩৩৯। শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসবে গানটি গীত হয়। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৩০।

"সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ"

১। পূজা ২৩৪।

রচনা ২৮ ভাদ্র ১৩৩৬ (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯)। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯। "দীর্ঘ তেষট্টি দিন অনশনের পর লোহার জেলে যতীন দাস মৃত্যু বরণ করেন। এই সংবাদ রবীন্দ্রনাধকে মুহ্যমান করে দিয়েছিল। সেইদিনই তাঁর ক্ষুব্ধ বেদনার প্রকাশ পায় এই গানটিতে। শান্তিনিকেতনে খবরটি পৌঁছলে রবীন্দ্রনাথ এই গানটি রচনা করেন।" দ্র. শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসঙ্গীত, পৃঃ ২০৪। 'তপতী' নাটক ১৩৩৬ ভাদ্র। গীতবিতান ১ পূজা। দুঃখ ৪৩।

"নীলাঞ্জনছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন"

২। প্রেম ২৫৮।

রচনা অগ্রহায়ণ ১৩৩৬। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ। বিশ্বভারতী দুর্গত সহায়ক সঙ্ঘ-কর্তৃক প্রবর্তিত 'গীতোৎসব'-এ গীত। গীতোৎসবের অভিনয় রাত্রি ২৮, ২৯, ৩১ ভাদ্র ও ১ আশ্বিন ১৩৩৮, পুস্তিকা পৃঃ ২। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২৩১।

"সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান"

১। স্বদেশ ১১।

রচনা পৌষ ১৩৩৬। "১৯৩১, ১৬ই মার্চ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জাপানী জুজৎসুর প্রদর্শনীর উদ্বোধন সঙ্গীত উপলক্ষে গানটি রচিত হয়।" পরে এই গানটির 'সংকোচের' জায়গা 'সন্ত্রাসের' ব্যবহার করে গানটি 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে ব্যবহৃত হয়। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

"সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে"

২। প্রেম ৩৮।

রচনা ১৮ ফাধন ১৩৩৬ (২ মার্চ ১৯৩০) প্রবাস যাত্রীর পত্র, ২ মার্চ ১৯৩০, বিচিত্রা ১৩৩৬ চৈত্র, পৃঃ ৪৫৬-৫৭। "এই কবিতা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর উদ্দেশ্যে লিখিত বলিয়াছেন জগদীশ ভট্টাচার্য, কিন্তু কবির নিজ পত্র তাহার সাক্ষ্য দেয় না।" স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ১১। "কেউ কেউ জানেন যে গানটি লিখেছিলেন তিনি মাদ্রাজের সমুদ্র কূলবর্তী

প্রকৃতি বিস্তার দেখে, ১৯০৩ সালে তার বিদেশ যাত্রার আগের মুহূর্তে।" দ্র. শঙ্খ ঘোষ, 'উর্বশীর হাসি' পৃঃ ৬৫।

"অনেক দিনের আমার যে গান"

২। প্রেম ২১।

রচনা পৌষ ১৩৩৬। গীতমালিকা (২য় ভাগ) ১৩৩৬ পৌষ। গীতবিতান ২ প্রেম। গান ২১।

"ওই শুনি যেন চরণধ্বনি রে"

১। পূজা ৩৮০।

রচনা পৌষ ১৩৩৬। গীতমালিকা (২য় ভাগ) ১৩৩৬ পৌষ। গীতবিতান ১ পূজা। বিবিধ ৮।

বয়স ৬৯। ১৩৩৭-৩৮। ১৯৩০-৩১

'নবীন' বাংলা ১৩৩৭ সালের ফাধন মাসে রচিত হয়। ১৩৩৭ চৈত্র মাসে গীতিনাটিকাটি পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বনবাণী' গ্রন্থে (১৩৩৮ আশ্বিন) পরিবর্তিত আকারে 'নবীন' পুনরায় প্রকাশিত হয়। 'নবীন' প্রথম অভিনয়ের পুস্তিকার শেষে মুদ্রিত তারিখ ৩০শে ফাধন ১৩৩৭, কিন্তু উহা প্রথম অভিনয়ের তারিখ নহে, পুস্তিকা প্রকাশের তারিখ। 'নবীন'-এর রিহার্সাল তৈরি হয়ে যাবার পর কলিকাতায় দল নিয়ে যাবার আগে একদিন আশ্রমবাসীদের জন্য লাইব্রেরির বারান্দায় 'নবীন' অনুষ্ঠিত হল। দ্র. 'নবীন স্মৃতি' শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী। সুরঙ্গমা পুস্তিকা, কলামন্দির কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২। ৫০৬। গ্রন্থপরিচয়।

"বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী"

২। প্রকৃতি ২৩৯।

নবীন/প্রথম পর্ব, প্রথম গান, পুস্তিকা পৃঃ ১, র-র ২২/৬৭। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুক্তধারা ১৩৩৭ চৈত্র ১২৮-১৩০। দক্ষিণী সুর– 'মীণাক্ষি মে মুদম' তামিল সঙ্গীতের মূল সুর সাবিত্রী গোবিন্দর কণ্ঠে শোনা। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ৫২।

"নিবিড় অমা-তিমির হতে"

২। প্রকৃতি ২৪২।

রচনা ২০ ফাধন ১৩৩৭ দোলপূর্ণিমা (৪ মার্চ ১৩৩১) পাণ্ডুলিপি। নবীন/প্রথম পর্ব, সপ্তম

গান, পুস্তিকা পৃঃ ৬, র-র ২২/৭১। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৯ আশ্বিন। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ৫৫।

''ওরা অকারণে চঞ্চল''

২। প্রকৃতি ২৪৪।

নবীন/প্রথম পর্ব, চতুর্দশ গান, পুস্তিকা পৃঃ ১২, র-র-২২/৭২। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৯ পৌষ। পাঠান্তর আছে। ''ছোট্ট পুপে,... 'ওরা অকারণে চঞ্চল' গানটির সঙ্গে নেচেছিল। আমরা সবাই জানতাম গুরুদেব এ গান ওর কথা মনে করেই করেছিলেন। সে যে কী প্রাণোচ্ছল ভঙ্গিমা, তা বোঝাবো কি করে।" দ্র. রমা চক্রবর্তী, 'নবীন স্মৃতি, কলামন্দির-কর্তৃক প্রকাশিত সুরঙ্গমা পত্রিকা ১৯৭৩। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ৫৭। Shravan Gatha, 1960.

''কখন দিলে পরায়ে স্বপণে বরণমালা''

২। প্রেম ১৭৬।

নবীন/দ্বিতীয় পর্ব, ষষ্ঠ গান, পুস্তিকা পৃঃ ২১, র-র-২২/৭৮। শাপমোচন ১৩৩৯ চৈত্র ১৫, ১৬, পুস্তিকা পৃঃ ৫, র-র-২২/৮৯। সাবিত্রী গোবিন্দর গান শুনে সেই সুরে রচিত। মূলগান- ''কিনহে দেখা কানহাইয়া প্যারা কি বন্‌সিওয়ালা।" ঠুংরী অঙ্গের। রমা চক্রবর্তী, 'নবীন স্মৃতি' কলামন্দির কর্তৃক প্রকাশিত সুরঙ্গমা পুস্তিকা ১৯৭৩ দ্রষ্টব্য। সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৭ বৈশাখ। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ১৪৯। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (প্রকৃতপক্ষে এটি ভাঙা গান নহে। সাবিত্রী গোবিন্দর কণ্ঠে শ্রুত ভৈরবী আশ্রিত 'কিনহে দেখা কানহাইয়া' গানটির বাংলা রূপান্তর 'কখন দিলে পরায়ে' গানটিতে কবি দ্বিতীয়বার পিলু বারোঁয়ার সুরারোপ করেন এইরূপ সাবিত্রী দেবীর নিকট হইতে জানা যায়। দ্বিতীয় সুরটিই বর্তমানে প্রচলিত।

''তুমি কিছু দিয়ে যাও''

২। প্রকৃতি ২৫১।

নবীন/দ্বিতীয় পর্ব, ১০ ম গান, পুস্তিকা পৃঃ ২৪, র-র-২২/৭৯। সাবিত্রী গোবিন্দর গান 'কোই কছু কহো রে' শুনে সেই সুরে রচিত। রমা চক্রবর্তী, 'নবীন' স্মৃতি, কলামন্দির কর্তৃক প্রকাশিত সুরঙ্গমা পত্রিকা ১৯৭৩ দ্রষ্টব্য। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ৬৪। স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"বাজে করুণ সুরে হায় দূরে"

২। প্রেম ১৯৭।

নবীন/দ্বিতীয় পর্ব, ১২শ গান, পুস্তিকা পৃঃ ২৬, র-র-২২। ৮০। সাবিত্রী গোবিন্দর কণ্ঠে শোনা 'নিদু চরণমূলে' তামিল গানের সুরে রচিত। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ১৭০।

"শুভ্র প্রভাতে পূর্বগগনে উদিল"

৩। পূজা ও প্রার্থনা ৮৩।

'নবীন' গীতাভিনয়ের সমকালে (চৈত্র ১৩৩৭) রচিত এবং শ্রীমতী সাবিত্রী গোবিন্দর গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড রূপে প্রচারিত। রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত একখণ্ড জীর্ণ কাগজে 'প্রেমভাবে জীব জোগিয়া' এই মূল গানের পাঠ পাওয়া যায়। উক্ত কাগজে গাটির একটি পূর্বপাঠও পাওয়া যায়। দ্র. গীতবিতান ৩। গ্রন্থ-পরিচয় পৃ ১০০০-০১। স্বরলিপি সাবিত্রী গোবিন্দের গাওয়া রেকর্ড হইতে প্রফুল্লকুমার দাস কৃত।

।। ছয়।।

বয়স ৭০। ১৩৩৮। ১৯৩১-৩২

"তোমাদের দান যশের ডালায়"

২। বিচিত্র ৭১।

রচনা ২০ শ্রাবণ ১৩৩৮ (৫ আগস্ট ১৯৩১) (কলিকাতা) Indian Society of Oriental Art-এর অভিবাদনের উত্তরে রচিত, বিচিত্রা ১৩৩৮ মাঘ, পৃঃ ১। গীতবিতান ১ বিচিত্রা ৭১। স্বরলিপি নেই।

"সকলকলুষতামসহর, জয় হোক তব জয়"

১। পূজা ৩৭৭।

রচনা ১২-১৪ পৌষ ১৩৩৮। নটীর পূজা, ভিক্ষুদের গান, র-র-১৮/১৮৩। নটীর পূজা ১৩৩৮ পৌষ ১২, ১৩ ও ১৪ রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় অভিনয়কালে গানটি গীত হয়। ১ম সংস্করণে (১৩৩৩) গানটি ছিল না। গানটি ১৩৩৮-এর উৎসবকালে মুদ্রিত পুস্তিকায় আছে,

পৃঃ ৭। গীতবিতান ১ পূজা। বিবিধ ৫। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯। আশ্বিন ১৭৬।

"কত ডেকে ডেকে জাগাইছ মোরে"

৩। পরিশিষ্ট ৪-৫।

রচনা মাঘ ১৩৩৮। 'ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন' গ্রন্থে এবং 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'-এর 'ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নামে মুদ্রিত। গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৩/১০১৭। স্বরলিপি নেই।

"কী ধ্বনি বাজে"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৭৯।

রচনা ১৩৩৮। হিন্দি আদর্শ ও স্বরলিপি সহ ১৩৬৪ বৈশাখ-আষাঢ়ে বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত। সম্ভবত ১৩৩৮ সালে রচনা করিয়া কবি স্বয়ং ইহা শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুরকে শিখাইয়াছিলেন; তাঁহারই সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে। দ্র. গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৩/১০১০।

বয়স ৭১। ১৩৩৯। ১৯৩২-৩৩

"দেখা না-দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা"

২। বিচিত্র ৯০।

রচনা শ্রাবণ ১৩৩৯। 'শ্রাবণ গাথা' (গীতিনাট্য) শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনয়ে গানটি গীত; ২৬-২৭। শ্রাবণ ১৩৪২, পুস্তিকা পৃঃ ১৭, র-র-২৫। ১১৯। গীতবিতান ২ বিচিত্র ৯০। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। Shravan Gatha, 1960.

"দয়া করো, দয়া করো প্রভু, ফিরে ফিরে"

৩। নাট্যগীতি ১০৯।

রচনা শ্রাবণ ১৩৩৯। গানটি সম্ভবত 'নটীর পূজা' নাটকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। গীতবিতান ৩। দ্র. গীতবিতান ৩ গ্রন্থপরিচয় ৯৯০। স্বরলিপি নেই।

"সকাল-বেলার কুঁড়ি আমার বিকালে যায় টুটে"

২। বিচিত্র ২৪।

রচনা শ্রাবণ ১৩৩৯ গীতবিতান ২ বিচিত্র ২৪। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"আমি যখন ছিলেম অন্ধ"

১। পূজা ৫৫৪।

রচনা শ্রাবণ ১৩৩৯। সুরঙ্গমার গান, অরূপরতন ১৩৪২ সংস্করণ, র-র ১৩/১৬৮। রবীন্দ্রসঙ্গীত, পৃঃ ২১৮। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার। গীতবিতান ১ পূজা। বাউল ৯।

"ও জলের রাণী"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৮২।

রচনা ২৮ মাঘ ১৩৩৯ (১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩) পাণ্ডুলিপি। "দালিয়া ছোট গল্পটি নাট্যাকৃত হইয়া ১৯৩৩ সনের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতায় এম্পায়ার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তখন কবি গানটি সূচনায় লিখিয়া দেন।" 'ওগো জলের রাণী' (৩।৯০১) গানটির সহিত সাদৃশ্য নাই। কবি কর্তৃক সুর আরোপিত। স্বরলিপি নেই। দ্র. গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৩। ১০১০।

"ভয় নেই রে তোদের নেই রে ভয়"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৮৩।

রচনা ২৮ মাঘ ১৩৩৯ (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩) পাণ্ডুলিপি। দালিয়া অভিনয়কালে রচিত। দ্র. গীতবিতান গ্রন্থ পরিচয় ৩/১০১০। স্বরলিপি নেই।

"আছ আপন মহিমা লয়ে মোর গগনে রবি"

১। পূজা ৩৩৮।

রচনা শ্রাবণ ১৩৩৯। গীতবিতান ১ পূজা। বিশ্ব ৫। স্বরলিপি ঃ তুলনীয় 'আমার মাঝে তোমারি মায়া', গীতমালিকা ২।

"মন রে ওরে মন, তুমি কোন্ সাধনার ধন"

১। পূজা ৫৫৬।

রচনা শ্রাবণ ১৩৩৯। স্বরলিপি ঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবিতান ১ পূজা/বাউল ১১।

বয়স ৭২। ১৩৪০। ১৯৩৩-৩৪

১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসে 'তাসের দেশ' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম অভিনয় ম্যাডান থিয়েটার ২৭শে, ২৮শে ও ৩০শে ভাদ্র ১৩৪০। ১৩৪৫ সালের মাঘ মাসে 'তাসের দেশ'-এর যে

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহা বহুল পরিমাণে 'সংশোধিত ও পরিবর্ধিত'। দ্বিতীয় সংস্করণ 'তাসের দেশ' সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গীকৃত হয়। প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা' অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত আকারে 'প্রথম দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে। পত্রলেখার চরিত্র নূতন সংযোজিত হইয়াছে।... 'তাসের দেশ' প্রহসনটি ১২৯৯ সালে আষাঢ়ের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত ও 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের অন্তর্গত, ' একটা আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বনে রচিত।' দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩। ৫৪৩-৪৪।

নিম্নে ১৩৪০ ভাদ্র মাসে তাসের দেশ-এ প্রকাশিত কিছু সংখ্যক গান সন্নিবেশিত করলাম ঃ

"আমার মন বলে চাই, চাই, চাই গো—যারে নাহি পাই গো"

২। প্রেম ৩৪৩।

তাসের দেশ ১৩৪০ ভাদ্র, প্রথম দৃশ্য, রাজপুত্রের গান, র-র ২৩। ১৬৫। পাঠ- 'তোমার মন বলে চাই গো'। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৪৩১ চৈত্র। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ৩১৬।

"আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র"

৩। নাট্য গীত ১২১।

তাসের দেশ ১৩৪০ ভাদ্র, দ্বিতীয় দৃশ্য পঞ্জার গান, র-র ২৩। ১৭১। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ।

"আমরা নূতন যৌবনেরই দূত"

২। বিচিত্র ১০০।

তাসের দেশ ১৩৪০ ভাদ্র, দ্বিতীয় দৃশ্য, রাজপুত্রের গান, র-র-২৩।১৭৩। গীতবিতান ২। বিচিত্র ১০০।

"চলো নিয়ম-মতে"

৩। নাট্যগীতি ১২৩।

তাসের দেশ ১৩৪০ ভাদ্র, দ্বিতীয় দৃশ্য, ছক্কার গান, র-র-২৩।১৭৪। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ।

"চিঁড়েতন হর্তন ইস্কাবন"

৩। নাট্যগীতি ১২২।

তাসের দেশ ১৩৪০ ভাদ্র, দ্বিতীয় দৃশ্য, সকলে মিলিয়া গান, র-র-২৩। ১৭৫। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ।

"না চাহিলে যারে পাওয়া যায়"

২। প্রেম ২৬১।

রচনা কার্তিক ১৩৪০। ভারতবর্ষ ১৩৪০ কার্তিক-পৌষ। বাঁশরি ১৩৪০ অগ্রহায়ণ প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, নন্দার গান, র-র-২৪। ১০৭। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২৩৪। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৬ শ্রাবণ-আশ্বিন, পৃঃ ৮৫-৮৭।

"ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে"

২। স্বদেশ ৪২।

রচনা কার্তিক ১৩৪০। ভারতবর্ষ ১৩৪০ কার্তিক-পৌষ। বাঁশরি ১৩৪০ অগ্রহায়ণ, দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য, সোমশংকরের গান, র-র-২৪। ১৮৪। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার। গীতবিতান ১ স্বদেশ ৪২।

"পিনাকেতে লাগে টঙ্কার"

১। পূজা ২৩৭।

রচনা কার্তিক ১৩৪০। ভারতবর্ষ ১৩৪০ কার্তিক-পৌষ। বাঁশরি ১৩৪০ অগ্রহায়ণ, তৃতীয় অঙ্ক, শেষ দৃশ্য, পুরন্দরের গান, র-র-২৪। ১৯৭। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ মাঘ-চৈত্র, পৃঃ ৩১৭-১৮। গীতবিতান ১ পূজা। দুঃখ ৪৬।

"তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে"

৩। নাট্যগীতি ১১২।

রচনা ১৩৪০ অগ্রহায়ণ (নভেম্বর ১৯৩৩)। র-র- ২২। ১০৫। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, প্রবাসী ১৩৪২ ফাধন। ১৩৪৭ পৌষ মাসে শান্তিনিকেতনে শাপমোচন অভিনয়ের সময় গীত হয়। এর আগে রচনাবলী ২২। ১০৫ সংযোজন অংশে মুদ্রিত হয়।

বয়স ৭৩। ১৩৪১। ১৯৩৪-৩৫

"ওরা অকারণে চঞ্চল"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৮০।

রচনা শ্রাবণ ১৩৪১ (আগস্ট ১৯৩৪)। নবীন (ফাধন ১৩৩৭) গীতিনাট্যের বহুখ্যাত গানের, গীতবিতান ২। (৫২৪) এই রূপান্তর ১৩৪১ শ্রাবণে প্রকাশিত 'শ্রাবণগাথা'য় অঙ্গীভূত; গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৩।১০১০, র-র-২২।৭৩, ২৪।২১। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৯ পৌষ। Shravan Gatha, 1960.

"হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে"

২। প্রেম ৪৫।

রচনা ৩১ ভাদ্র ১৩৪১ (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪) শাপমোচন ঃ সংযোজন, র-র-২২।১০৬। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, প্রবাসী ১৩৪১ ফাধন। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ১৮।

"বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে"

৩। চিত্রাঙ্গদা - দৃ ১।

রচনা ৩ আশ্বিন ১৩৪১ (২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪) (শান্তিনিকেতন)। শাপমোচন ঃ সংযোজন, র-র-২২। ১০৭। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৪১ বসন্তোৎসবে নৃত্যের সহিত গীত। চিত্রাঙ্গদা ১৩৪২ ফাধন, চিত্রাঙ্গদার গান, র-র-২৫। ১৩৪। শাপমোচন নৃত্যনাট্যের কোনো কোনো অভিনয়ে প্রযুক্ত হইয়াছিল। দ্র. গীতবিতান ১৭ গ্রন্থপরিচয়।

"ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে"

২। প্রেম ৩৪৩।

রচনা ১০ আশ্বিন ১৩৪১ (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭) শাপমোচন ঃ সংযোজন, র-র-২২। ১০৯। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, প্রবাসী ১৩৪২ বৈশাখ। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ৩০৭।

"মায়াবনবিহারিণী হরিণী"

৩। শ্যামা - দৃ ২।

রচনা ১২ আশ্বিন ১৩৪১ (২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪) (শান্তিনিকেতন)। শাপমোচন ঃ সংযোজন,

র-র-২২। ১০৯। শ্যামা ১৩৪৭ ভাদ্র, দ্বিতীয় দৃশ্য, উত্তীয়ের গান, র-র-২৫। ১৮৯। স্বরলিপি ঃ সুশীলকুমার ভঞ্জ।

"কোন গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে"

২। প্রেম ২৬৮।

রচনা ১৩ আশ্বিন ১৩৪১ (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪) (শান্তিনিকেতন)। শাপমোচন ঃ সংযোজন, র-র-২২। ১০৯। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, প্রবাসী ১৩৪১ চৈত্র। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২৪১। ১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে শান্তিনিকেতনে শাপমোচন অভিনয়ের সময় গানটি গীত। ৫ম দৃশ্যের গান, র-র-গ্রন্থপরিচয় ২২। ৫০৮-৯।

"কাছে থেকে দূর রচিল"

২। প্রেম ২৬৯।

রচনা ১২ আশ্বিন ১৩৪১ (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪) (শান্তিনিকেতন)। শাপমোচন ঃ সংযোজন, র-র-১২। ১০৯। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, প্রবাসী ১৩৪১ পৌষ। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য ২৪২। ১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে শান্তিনিকেতনে শাপমোচনের যে অভিনয় হয় (রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় নাটকটির শেষ অভিনয়) তাহাতে গানটি গীত হয়। র-র-গ্রন্থপরিচয় ২২। ৫০৮।

"মম মন-উপবনে চলে অভিসারে"

২। প্রকৃতি ১১৭।

রচনা কার্তিক ১৩৪১। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, প্রবাসী ১৩৪১ কার্তিক। শ্রাবণগাথা ১৩৪১ শ্রাবণ, র-র-২৫। ১২২। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৯২।

বয়স ৭৪। ১৩৪২। ১৯৩৫-৩৬

"আজি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণরাতি"

২। প্রকৃতি ১১৮।

রচনা ২১ শ্রাবণ ১৩৪২ (৬ আগস্ট ১৯৩৫) (শান্তিনিকেতন)। প্রতীক্ষা গান, বীথিকা ১৩৪২ ভাদ্র, র-র-১৯। ৯৯। পাঠান্তর আছে। প্রবাসী ১৩৪২ ভাদ্র। বিচিত্রা ১৩৪৪ আষাঢ়। গীতবিতান ২ প্রকৃতি/বর্ষা ৯৩। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৫০ বৈশাখ।

“আমার বনে বনে ধরল মুকুল”

২। প্রকৃতি ২০০।

রচনা বৈশাখ ১৩৪২। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, বিচিত্রা ১৩৪২ বৈশাখ। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ১৩।

“মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম”

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৮৫।

রচনা ২২ শ্রাবণ ১৩৪২ (৭ আগস্ট ১৯৩৫) (শান্তিনিকেতন)। অভ্যাগত (গান), বীথিকা ১৩৪২ ভাদ্র, র-র-১৯। ১০৭। ১৩৪২ সালের শ্রাবণে উদ্‌যাপিত বর্ষামঙ্গলে অনুষ্ঠান পত্র থেকে সংকলিত। পাঠান্তর আছে (২/৪৭১) যথা ঃ ‘মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম...’ ইত্যাদি। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, প্রবাসী ১৩৪২ কার্তিক। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৯০।

“জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে”

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৮৬।

রচনা ২৩ শ্রাবণ ১৩৪২ (৮ আগস্ট ১৯৩৫) (শান্তিনিকেতন)। বাদলসন্ধ্যা গান, বীথিকা ১৩৪২ ভাদ্র, র-র-১৯। ১০২। ১৩৪২ সালের শ্রাবণে উদ্‌যাপিত বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠানপত্র হইতে সংকলিত। পাঠান্তর আছে (২/২৮৯) যথা ঃ ‘জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে...’ ইত্যাদি। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য ১৭। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

“কী বেদনা মোর জানো”

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৮৭।

রচনা ২৮ শ্রাবণ ১৩৪২ (১৩ আগস্ট ১৯৩৫) (শান্তিনিকেতন)। “১৩৪২ সালের প্রথম সপ্তাহে কবির পরম স্নেহভাজন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহসা মৃত্যু হয়।” স্বভাবতই মনে হয় যে, সেই ‘সকল নাটের কাণ্ডারী আমার সকল গানের ভাণ্ডারী’ পরমাত্মীয়ের অশ্রুগূঢ় স্মৃতি ১৩৪২ বর্ষামঙ্গলের এই রচনায় মিলিয়া মিশিয়া আছে। দ্র. গীতবিতান ৩/১০১১। গ্রন্থপরিচয়। বাদল রাত্রি (গান), বীথিকা ১৩৪২ ভাদ্র, র-র-১৯। ১০৪-৫। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, প্রবাসী ১৩৪২ অগ্রহায়ণ, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৪৩ আশ্বিন।

"কাঁটাবনবিহারিণী সুর-কানা দেবী"

২। বিচিত্র ১১৯।

রচনা ৪ ভাদ্র ১৩৪২ (২১ আগস্ট ১৯৩৫) হৈ হৈ সংঘের উদ্যোগে বর্ধমান বন্যা সাহায্যার্থে ৭ ভাদ্র অনুষ্ঠিত 'ভরসামঙ্গল' উৎসবে গীত। র.জী. ৪। ২৬। বিচিত্রা ১৩৪২ আশ্বিন। প্রবাসী ১৩৪২ কার্তিক।

"পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে"

২। বিচিত্র ১১৭।

রচনা ৬ ভাদ্র ১৩৪২ (২৩ আগস্ট ১৯৩৫)। হৈ হৈ সংঘের উদ্যোগে বর্ধমান বন্যা সাহায্যার্থে ৭ ভাদ্র অনুষ্ঠিত 'ভরসামঙ্গল' উৎসবে গীত। র.জী. ৪। ২৬। বিচিত্রা ১৩৪২ আশ্বিন। স্বরলিপি ঃ সুধীরচন্দ্র কর, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৮৪। শ্রাবণ-আশ্বিন, পৃঃ ৯৬। নৃত্যনাট্য–চিত্রাঙ্গদা ঃ কবির পুরাতন রচনা 'চিত্রাঙ্গদা' (ভাদ্র ১২৯৯) কাব্যের কাহিনী অবলম্বন রচিত এবং কলিকাতায় 'নিউ এম্পায়ার থিয়েটার'-এ খ্রীষ্টীয় ১৯৩৬ সালের ১১, ১২, ১৩ মার্চ তারিখে অভিনয় উপলক্ষে প্রথম প্রকাশিত। র-র-২৫। ১৫৬ পৃষ্ঠার শেষে তারিখ আছে ঃ শান্তিনিকেতন, ৮ ফাধন ১৩৪২। আমাদের অনুমান গানগুলির মাঘ মাসের মাঝামাঝি থেকে রচনা শুরু হয় এবং ৮ই ফাধন শেষ হয়। কারণ এই সময়ের ছাত্র বালগঙ্গা ধরের কাছ থেকে কয়েকটি গানের তারিখ পাওয়া গেছে। যেমন—

"মোহিনী মায়া এল"

৩। ৬৮৪।

রচনা ১৫ মাঘ ১৩৪২ (২৯ জানুয়ারি ১৯৩৬) তৎকালীন ছাত্র বালগঙ্গাধরের সূত্রে প্রাপ্ত তারিখ। চিত্রাঙ্গদা ১৩৪২ ফাধন, অর্জুনের গান, র-র-২৫। ১৩১। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

"কেটেছে একেলা বিরহের বেলা"

২। প্রেম ৭০, ৩। চিত্রাঙ্গদা - দৃ ঃ ২।

রচনা ১৫ মাঘ ১৩৪২ (২৯ জানুয়ারি ১৯৩৬) তৎকালীন ছাত্র বালগঙ্গাধরের সূত্রে প্রাপ্ত তারিখ। "শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকের বিবাহ উপলক্ষে রচনা করা হয় এবং বর্তমানে 'চিত্রাঙ্গদা'র অন্তর্গত।" চিত্রাঙ্গদা ১৩৪২ ফাধন 'আঁখিমঙ্গল'– বিচিত্রা ১৩৪২ চৈত্র, ২৮৩। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ৪৩।

"এস' এস', বসন্ত ধরাতলে"

২। প্রকৃতি ১৮৯, ৩। চিত্রাঙ্গদা - দৃঃ ৬।

চিত্রাঙ্গদা ১৩৪২ ফাধন, র-র-২৫। ১৫৫। ইহার আদিরূপ মায়ার খেলা গীতিনাট্য (১২৯৫) আছে। অনুমান ফাধনী নাটকের অভিনয়ের সময় এই রূপান্তর ঘটে, ১৩২২ মাঘ। গীতপঞ্চাশিকা ১৩২৬ আশ্বিন। চিত্রাঙ্গদায় প্রথম ব্যবহার হয়েছে ১৩৪৩ বৈশাখ-কানাই সামন্ত। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বসন্ত ২।

"প্রভু, বলো বলো কবে"

১। পূজা ৫৫।

অরূপরতন ১৩৪২ সংস্করণ, সুরঙ্গমার গান, র-র-১৩। ১৭০। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার। গীতবিতান ১ পূজা। বন্ধু ২৩।

বয়স ৭৫। ১৩৪৩। ১৯৩৬-৩৭

"হে আকাশবিহারী নীরদবাহন জল"

২। বিচিত্র ৮২।

রচনা আষাঢ় ১৩৪৩। স্বরলিপি ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৪৩ আষাঢ়। "এই গানটি শান্তিনিকেতনে নলকূপ খননের সময় রচিত হয়।" গীতবিতান ২ বিচিত্র ৮২। ১৩৪৩ সালের আশ্বিন মাসে কথা ও কাহিনীর পরিশোধ কবিতাটিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের ও অন্যান্য শিল্পীদের সহায়তায় ১০ ও ১১ অক্টোবর ১৯৩৬ সালে এইটি ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ হলে মঞ্চস্থ করেন। ১৩৪৩ সালের কার্তিক মাসের প্রবাসী পত্রিকায় পৃঃ ১-১১ পরিশোধ নাট্যগীতি আগাগোড়া মুদ্রিত হইয়াছিল। বস্তুত এই উক্ত নাট্যগীতিতেই শ্যামা নৃত্যনাট্যের আদি সূচনা।

"ওই মালতীলতা দোলে"

২। প্রকৃতি ১১১।

রচনা কার্তিক ১৩৪৩। প্রবাসী ১৩৪৩ কার্তিক, স্বরলিপি সহ। স্বরলিপিকার ঃ শান্তিদেব ঘোষ। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৮৬। দ্র. রবীন্দ্রজীবনী চতুর্থ খণ্ড (১৩৬৩ শ্রাবণ), পৃঃ ৭১।

''শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গান''

১। স্বদেশ ৪০।

রচনা ১০ মাঘ ১৩৪৩ (২৪ জানুয়ারি ১৯৩৭) ''কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রতিষ্ঠা দিবস' উপলক্ষে রচিত।'' ১৩৪৩ সালের মাঘোৎসবে গীত। রবীন্দ্রজীবনী ৪/৮৬। প্রবাসী ১৩৪৩ ফাধন, ৬৩৪। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, প্রবাসী ১৩৪৪ আষাঢ় ও 'ভারততীর্থ'। গীতবিতান ১ স্বদেশ ৪০।

''চলে ছলো ছলো নদীধারা নিবিড় ছায়ায়''

২। প্রকৃতি ৯৬।

রচনা কার্তিক ১৩৪৩। প্রবাসী ১৩৪৩ কার্তিক, গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৭১। 'দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়' গীতবিতান ২। প্রকৃতি ১৫৯। গানের পরিপূরক সুতরাং স্বরলিপি ৩১ দ্রষ্টব্য। ১৩৪৩ বর্ষামঙ্গলে গীত। রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড (১৩৬৩ শ্রাবণ) পৃঃ ৭১। স্বরলিপি নেই।

''চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই''

১। স্বদেশ ৩৯।

রচনা ১০ মাঘ ১৩৪৩ (২৪ জানুয়ারি ১৯৩৭) ''কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রতিষ্ঠা দিবস'-এর জন্য লিখিত।'' গীতবিতান ১ স্বদেশ ৩৯।

''দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে''

১। পূজা ১৯৩।

রচনা ১১ মাঘ ১৩৪৩ (২৫ জানুয়ারি ১৯৩৭) (শান্তিনিকেতন)। ১৩৪৩ সালের মাঘোৎসবে গীত। প্রবাসী ১৩৪৩ ফাধন, স্বরলিপিসহ প্রকাশিত। স্বরলিপিকার শান্তিদেব ঘোষ। গীতবিতান ১ পূজা। দুঃখ ২। রবীন্দ্রজীবনী ৪।

''আমরা ঝ'রে-পড়া ফুলদল''

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৯০।

রচনা দোলপূর্ণিমা ১৩৪৩ (শান্তিনিকেতন)। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২ মাঘ-চৈত্র পৃঃ ১৬৫, শান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে, স্বরলিপি নেই।

বয়স ৭৬। ১৩৪৪। ১৯৩৭-৩৮

"ওরে, নূতন যুগের ভোরে"

১। স্বদেশ ৪১।

রচনা ১ বৈশাখ ১৩৪৪ (শান্তিনিকেতন)। তুলনীয় স্ফুলিঙ্গ ১২৮ নং, 'নূতন যুগের প্রত্যুষে কোন।' গীতবিতান ১ স্বদেশ ৪১। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, ভারততীর্থ। ৩০ শ্রাবণ ১৩৪৪-এ শান্তিনিকেতন আশ্রমে বর্ষামঙ্গল উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আশ্রমের ছাত্র বীবেশ্বর গোস্বামীর (নিত্যানন্দ গোস্বামীর পুত্র) হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তা স্থগিত রাখা হয়। পরে কলিকাতায় 'ছায়া' রঙ্গমঞ্চে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হয়। ১৩৪৪ কার্তিক সংখ্যার প্রবাসীতে গানগুলি প্রকাশিত হয়। গানগুলির রচনার তারিখ ১৫-৩০ শ্রাবণের মধ্যে বলে অনুমিত হয়। দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৪। ১০৫।

"এসো শ্যামল সুন্দর"

২। প্রকৃতি ২৬।

১৯৩৭ সালের বর্ষামঙ্গল উৎসবের রিহার্সালের সময়ে রচিত। গৎ-ভাঙা গান, সুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরী, গীতবিতান পত্রিকা ১৩৮০ বৈশাখ। প্রবাসী ১৩৪৪ কার্তিক। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ১। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৪৭ শ্রাবণ ১।

"মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে"

২। প্রেম ২৭৭।

১৩৪৪ বর্ষামঙ্গলে গীত। প্রবাসী ১৩৪৪ কার্তিক। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২৫০। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

"আজি গোধূলিলগনে এই বাদল গগনে"

২। প্রেম ৫২।

১৩৪৪ বর্ষামঙ্গলে গীত। প্রবাসী ১৩৪৪ কার্তিক। তুলনীয়—অদেখা/পূরবী ১৩৫১ সংস্করণ, পৃঃ ১৫৩-৫৪, গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য ২৫। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

"থামাও রিমিকি ঝিমিকি বরিষন"

২। প্রকৃতি ১০৯।

১৩৪৪ বর্ষামঙ্গলে গীত। প্রবাসী ১৩৪৪ কার্তিক। ‘‘রাত্রেই একটি গান রচনা করে সকলকে ডেকে একসঙ্গে শিখিয়ে তবে বিশ্রাম করতে গেলেন।’’ - শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসঙ্গীত (১৩৭৬), পৃঃ ২০৬। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৮৪।

‘‘বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি’’

২। প্রেম ১০৭।

১৩৪৪ বর্ষামঙ্গলে গীত। প্রবাসী ১৩৪৪ কার্তিক। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ৮০। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

‘‘গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা’’

২। প্রেম ১০৯।

১৩৪৪ বর্ষামঙ্গলে গীত। প্রবাসী ১৩৪৪ কার্তিক। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য, ৪৬। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

‘‘মধু-গন্ধে ভরা মৃদু-স্নিগ্ধছায়া নীপ-কুঞ্জতলে’’

২। প্রকৃতি ১০৪।

১৩৪৪ বর্ষামঙ্গলে গীত। প্রবাসী ১৩৪৪ কার্তিক। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ১৯৭। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ ভাদ্র ১৩৪৭।

‘‘আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি’’

২। প্রেম ১১০।

১৩৪৪ বর্ষামঙ্গলে গীত। প্রবাসী ১৩৪৪ কার্তিক। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ৮৩। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭০ বৈশাখ-আষাঢ়, পৃঃ ৪২৮-৩০।

‘‘শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়’’

২। প্রেম ২৬৬।

১৩৪৪ বর্ষামঙ্গলে গীত। প্রবাসী ১৩৪৪ কার্তিক। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, প্রবাসী ১৩৪৪ মাঘ। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য ২৩৯। নৃত্যনাট্য-চণ্ডালিকা ঃ ১৩৪০ ভাদ্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চণ্ডালিকা’ নাটক প্রকাশিত হয়। এই নাটকে দুইটি দৃশ্য এবং প্রায় বলা চলে ‘প্রকৃতি’ ও ‘মা’

এই দুইটি চরিত্রই আছে। মা ও মেয়ের সংলাপ গদ্যে রচিত। ওই নাটকের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নূতন ভাবে আদ্যন্ত ছন্দে ও সুরে রচনা করে বর্তমান নৃত্যনাট্যের প্রথম প্রকাশ বাংলা ১৩৪৪ সালের ফাধনে সর্বসাধারণের সমক্ষে প্রথম অভিনীত হয় কলিকাতার 'ছায়া' রঙ্গমঞ্চে ১৯৩৮ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ তারিখে। পরবর্তী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ তারিখে কলিকাতায় 'শ্রী' রঙ্গমঞ্চে পুনরাভিনয়ের প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত রচনাটিতে নানা পরিবর্তন সাধন করেন। পরিবর্তিত নাটকের যে পাঠ ১৩৪৫ চৈত্রে স্বরলিপি-সহ প্রচারিত, তাহাই বর্তমান গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে। এই রচনা আদ্যন্তই সুরে তালে বসানো। ১৩৪৪ ফাধনে প্রকাশিত 'চণ্ডালিকা'য় আখ্যায়িকার সার সংকলন হিসাবে মূল নৃত্যনাট্যের পূর্বে একটি পরিচয় মুদ্রিত আছে। তার সূচনায় কবি বলেছেন, 'সমগ্র চণ্ডালিকা নাটিকার গদ্য ও পদ্য অংশে সুর দেওয়া হয়েছে।' বস্তুত চণ্ডালিকার বহু গান সম্পূর্ণই গদ্য ছন্দে লেখা। দ্র. গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৩/৯৭৮-৭৯। স্বরলিপিকার শৈলজারঞ্জন মজুমদার এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বয়স ৭৭। ১৩৪৫। ১৯৩৮-৩৯

"প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে"

১। ভূমিকা ১।

রচনা ২৫ বৈশাখ ১৩৪৫ কালিম্পং; নবজাতক ঃ উদ্বোধন। কবিতার শেষ স্তবক গানে বর্জিত, র-র-২৪। ৬। র-র-২৪। ৪৬৬ গ্রন্থপরিচয়। গান/বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮২ শক, পৃঃ ৩৫০-৫৪। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার। গানটি মীড় প্রধান। মধ্যলয়ে গাওয়া হয়ে থাকে। প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ 'কষ্টিপাথর'। গীতবিতান ১ ভূমিকা।

"উদাসিনী-বেশে বিদেশিনী কে সে"

২। প্রেম ১১২।

রচনা ৮ ভাদ্র ১৩৪৫ (২৫ আগস্ট ১৯৩৮) (শান্তিনিকেতন)। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ৮৫। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭০ কার্তিক-পৌষ, পৃঃ ২০৬-০৮। গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৩/১০১।

"যায় দিন, শ্রাবণদিন যায়"

২। প্রকৃতি ১১৯।

রচনা ৯ ভাদ্র ১৩৪৫ (২৬ আগস্ট ১৯৩৮) শান্তিনিকেতন, পাণ্ডুলিপি। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৯৪। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, তরুণ তরুণী পত্রিকা, ১৩৪৭ মাঘ-ফাধন।

"আমার মন কেমন করে"

২। প্রেম ২১৪।

রচনা ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ (২৬ নভেম্বর ১৯৩৮), পাণ্ডুলিপি। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য ১৮৭। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

"যে ছিল আমার স্বপনচারিণী"

২। প্রেম ২০৫।

রচনা ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ (৮ ডিসেম্বর ১৯৩৮) (শ্যামলী)। মায়ার খেলার 'আমি কারেও বুঝি নে' গানের রূপান্তর। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য ১৭৮। সানাই ১৩৪৭ আষাঢ়। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, ভারতবর্ষ ১৩৪৮ পৃঃ ৫৩৫।

"জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা"

২। প্রেম ১৯৮, ৩।

শ্যামা ঃ দৃ ২, পরিশিষ্ট ১-৩। নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ১৩৪৫ পৌষ। তৃতীয় দৃশ্য-দ্বিতীয় সখীর গান। শ্যামা ১৩৪৫ মাঘ, দ্বিতীয় দৃশ্য, সখীর গান, র-র-২৫। ১৯০। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য ১৭১। স্বরলিপি ঃ সুশীলকুমার ভঞ্জচৌধুরী। নৃত্যনাট্য- শ্যামা ঃ 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের অন্তর্গত 'পরিশোধ' (২৩ আশ্বিন ১৩০৬) কবিতাটির বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্য (আশ্বিন ১৩৪৩) গীতবিতান ৩য় খণ্ডে পরিশিষ্ট ২ রূপে মুদ্রিত। শ্যামা তারই পরিবর্তিত পরিবর্ধিত ও সমৃদ্ধতর রূপ বলা যায়। বাংলা ১৩৪৬ ভাদ্রে স্বরলিপিসহ প্রথম প্রচারিত। তৎপূর্বে ১৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে বা ২৪, ২৫ মাঘ ১৩৪৫ কলিকাতায় 'শ্রী' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

এই নৃত্যনাট্যটিও প্রতম থেকে শেষ পর্যন্ত সুরে তালে বাঁধা, কোথাও কাব্য-আবৃত্তি নেই। দ্র. গীতবিতান ৩। গ্রন্থপরিচয় ৯৭৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চবিংশ খণ্ডে ১৮৭-২০৫ পৃষ্ঠার মধ্যে গানগুলো আছে। ১৩৪৬ ভাদ্র, সুশীলকুমার ভঞ্জ-কৃত স্বরলিপিসহ স্বরবিতান ১৯শ খণ্ডভুক্ত করে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়।

"আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ"

২। প্রেম ২২২।

রচনা ২৩-২৮ ফাধন ১৩৪৫ (৭-১২ মার্চ ১৯৩৯) রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি। "অমিতা সেন (খুকু) কে উদ্দেশ্য করে রচিত। দ্র. সুধীরচন্দ্র কর। কবিকথা- পৃঃ ২২২। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য, ১৯৫। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

"এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে"

২। প্রেম ১২৩।

রচনা ২৩-২৮ ফাধন ১৩৪৫ (৭-১২ মার্চ ১৯৩৯) রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি। তুলনীয়-যাবার আগে, সানাই (১৩৪৬)। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ১৯৬। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৮ মাঘ-চৈত্র। পৃঃ ৩১৪।

"আজি দক্ষিণ পবনে"

২। প্রেম ২২৭।

রচনা ১৩-২৮ ফাধন ১৩৪৫ (৭-১২ মার্চ ১৯৩৯) রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২০০। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৪ বৈশাখ-আষাঢ় ৩৫৪-৫৬।

"আমার আপন গান আমার অগোচরে"

২। প্রেম ২২৯।

রচনা ২৮ ফাধন ১৩৪৫ (৭-১২ মার্চ ১৯৩৯) রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেমবৈচিত্র্য ২০২। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৮ শ্রাবণ-আশ্বিন ১০৬-১১০।

"ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী"

২। প্রেম ২৩৩।

রচনা ২৮ ফাধন ১৩৪৫ (১২ মার্চ ১৯৩৯) পাণ্ডুলিপি। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২০৬। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৬ মাঘ-চৈত্র, ৩৬৪।

"দিনান্তবেলায় শেষের ফসল নিলেম তরী 'পরে"

৩। প্রেম ২৩৫।

রচনা ৩০ ফাধন ১৩৪৫ (১৪ মার্চ ১৯৩৯) পাণ্ডুলিপি শৈলজারঞ্জন মজুমদার। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২০৮। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭১ বৈশাখ-আষাঢ়, ৪৩৫-৩৮।

"ওরে জাগায়ো না, ও যে বিরাম মাগে"

২। প্রেম ২৩৪।

রচনা ২৯ ফাধন (১৩ মার্চ ১৯৩৯) পাণ্ডুলিপি। তুলনীয়-ব্যথিতা/সানাই-শান্তিনিকেতন ১৩ জানুয়ারি ১৯৪০। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২০৭। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৩ কার্তিক-পৌষ, ১৮০।

"ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি"

২। প্রেম ২৩৬।

রচনা ফাধন ১৩৪৫ (মার্চ ১৯৩৯) পাণ্ডুলিপি। নতুন রঙ সানাই। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম-বৈচিত্র্য ২০৯। পাঠান্তর আছে।

"অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে"

২। প্রেম ২৩০।

রচনা ৩০ ফাধন-৮ চৈত্র ১৩৪৫ (১৪-২২ মার্চ ১৯৩৯) পাণ্ডুলিপি/তুলনীয়-অধরা/সানাই-শান্তিনিকেতন ১৩ জানুয়ারি ১৯৪০। গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ২০৩। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৪ মাঘ-চৈত্র, ২৩৮।

বয়স ৭৮। ১৩৪৬। ১৯৩৯-৪০

"তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে"

২। প্রেম ২২১।

রচনা ২৭ আষাঢ় ১৩৪৬ (১২ জুলাই ১৯৩৯) শ্রীনিকেতন। ভাঙন/সানাই ১৩৪৭ আষাঢ় পৃঃ ৭০-৭১ গীতবিতান ২ প্রেম। প্রেম বৈচিত্র্য ১৯৪। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

"বাদল দিনের প্রথম কদমফুল"

২। প্রকৃতি ১২৬।

রচনা ১৪ শ্রাবণ ১৩৪৬ (৩০ জুলাই ১৯৩৯), পুনশ্চ-পাণ্ডুলিপি। তুলনীয়-দেওয়া নেওয়া/ সানাই ১৩৪৭ আষাঢ় পৃঃ ৩৩। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ১০১। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, সুরছন্দা ১৩৬৬ বৈশাখ।

"এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি"

২। প্রকৃতি ১২৮।

রচনা ১৬ শ্রাবণ ১৩৪৬ (১ আগস্ট ১৯৩৯) পাণ্ডুলিপি। আহ্বান-সানাই ১৩৪৭ আষাঢ় পৃঃ ৪০। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ১০৩। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

"মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো"

২। প্রকৃতি ১২৩।

রচনা ১৭ ভাদ্র ১৩৪৬ (২৯ আগস্ট ১৯৩৯) পাণ্ডুলিপি। সুধীরচন্দ্র কর ঃ কবিকথা, পৃঃ ১৭৩। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ৯৮। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

"ওগো সাঁওতালি ছেলে"

২। প্রকৃতি ১২৫।

রচনা ভাদ্র ১৩৪৬। গীতবিতান ২ প্রকৃতি। বর্ষা ১০০। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, প্রবাসী ১৩৪৬ ভাদ্র।

"ওগো তুমি পঞ্চদশী"

২। প্রকৃতি ১৪০।

গীতবিতান ২। প্রকৃতি। বর্ষা ১১৫। পূর্ণা/সানাই ১৩৪৭ আষাঢ়, পৃঃ ২৬। "বোলপুর প্রথম টেলিফোনের পত্তন হোল (২৪ জুলাই ১৯৪০) সেই অনুষ্ঠানে... আমিও গেয়েছিলাম 'ওগো তুমি পঞ্চদশী'।" কণিকা বন্দ্যোপাদ্যায়, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮০, পৃঃ ১১৬। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

"সমুখে শান্তিপারাবার"

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ১৩।

রচনা ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ (৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯) শান্তিনিকেতন, গীতবিতান। ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে নবপরিকল্পিত 'ডাকঘর' নাটকের শেষ দৃশ্যে 'সুপ্ত' অমলের শিয়রে ঠাকুরদার গানরূপে আছে। উল্লিখিত নাটক শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হইতে পারে নাই। শুনা যায় কবি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, গানটি তাঁহার দেহত্যাগের পূর্বে যেন প্রচারিত না হয়; তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে ইহা প্রথম সাধারণ সমক্ষে গীত হয়। গীতবিতান ৩। ১০০৩।

''গানটি তাঁহার দেহান্তের পর গীত হয়, পূজনীয় পিতৃদেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ইহা তাঁহার পরলোক যাত্রার পর (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮) সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও ৩২শে শ্রাবণ শ্রাদ্ধবাসরে শান্তিনিকেতনে গীত হয়।"-রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর- 'শেষলেখা'-র বিজ্ঞপ্তি, ভাদ্র ১৩৪৮। মূলসহ ইংরেজি অনুবাদ-দ্রষ্টব্য Visva Bharati News– August 1941 p.10. স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, প্রবাসী ১৩৪৮ ভাদ্র।

''একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে''

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ১৪।

রচনা ৯ পৌষ ১৩৪৬ (২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯) উদীচী, শান্তিনিকেতন, পাণ্ডুলিপি। খ্রীষ্টদিবসের উদ্‌যাপন উদ্দেশ্যে রচিত। 'প্রবাসী'র ১৩৪৬ মাঘ সংখ্যায় 'বড়দিন' শিরোনামে মুদ্রিত। প্রসঙ্গত বলা যায়, ''বড়দিন উপলক্ষে অ্যানড্রুজ উপাসনা করেন মন্দিরে, এবং ইহা তাঁহার শেষ ভাষণ।" স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

''নবজীবনের যাত্রাপথে দাও দাও এই বর''

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ৯।

রচনা ১৪ পৌষ, ১৩৪৬ (৩০ জানুয়ারি ১৯৩৯) উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন, পাণ্ডুলিপি। শান্তিনিকেতন আশ্রমে পৌত্রী 'কল্যাণীয়া নন্দিনী'র পরিণয় উপলক্ষে রচনা করেন। গীতবিতান ৩। ১০০২। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৪৭ আশ্বিন।

''প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী যিনি অন্তর্যামী''

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ১০।

রচনা ১৪ পৌষ ১৩৪৬ (৩০ জানুয়ারি ১৯৩৯) উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন, পাণ্ডুলিপি। কবি শান্তিনিকেতন আশ্রমে পৌত্রী 'কল্যাণীয়া নন্দিনী'র পরিণয় উপলক্ষে রচনা করেন। গীতবিতান ৩।

১০০২। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ১৩৪৭ আষাঢ়।

"সুমঙ্গলী বধূ, সঞ্চিত রেখো প্রাণে"

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ১১।

রচনা ১৪ পৌষ ১৩৪৬ (৩০ জানুয়ারি ১৯৩৯) উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন, পাণ্ডুলিপি। কবি শান্তিনিকেতন আশ্রমে পৌত্রী 'কল্যাণীয়া নন্দিনী'র পরিণয় উপলক্ষে রচনা করেন। গীতবিতান ৩। ১০০২। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৪৮ বৈশাখ ১৭।

"প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৯৫।

রচনা ২৮ চৈত্র ১৩৪৬ (১০ এপ্রিল ১৯৪০) পাণ্ডুলিপি। তুলনীয়-আসা যাওয়া/সানাই ১৩৪৭ আষাঢ়, পৃঃ ৬। কবিতা রচনার তারিখ ২৮ মার্চ, ১৯৪০, ১৫ চৈত্র ১৩৪৬। গীতবিতান ৩৩। ১০১২। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৫০ কার্তিক।

"নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে কেন এলে"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৯৬।

রচনা ২৮ চৈত্র ১৩৪৭ (১০ এপ্রিল ১৯৪০) পাণ্ডুলিপি। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৮ বৈশাখ-আষাঢ়, পৃঃ ৪০৬।

"আজি কোন সুরে বাঁধিব দিন-অবসানবেলারে"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৯৪।

রচনা ১৯ চৈত্র ১৩৪৬ (১১ এপ্রিল ১৯৪০) পাণ্ডুলিপি। গীতবিতান ৩। ১০১২। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৭ মাঘ-চৈত্র, পৃঃ ৩১৬।

বয়স ৭৯। ১৩৪৭। ১৯৪০

"বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ কর' মহোজ্জ্বল আজ হে"

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ৩।

রচনা ২২ শ্রাবণ ১৩৪৭ (৭ আগস্ট ১৯৪০) (শান্তিনিকেতন)। "১৯৪০ আগস্টে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে 'ডক্টর' উপাধি দেওয়া হয়, তদুপলক্ষে রচিত।

গীতবিতান ৩। ১০০১। বহুপূর্বে রচিত 'মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন (১৩১১) গানের রূপান্তর। প্রসঙ্গত দ্র. স্বর ১৬, ৪৭। স্বরলিপি ঃ শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

"এসো এসো এসো শ্যামছায়াঘন দিন, এসো এসো"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৯৭।

রচনা ১৬ ভাদ্র ১৩৪৭ (১ সেপ্টেম্বর ১৯৪০) শান্তিনিকেতন, পাণ্ডুলিপি। এইটি ১৬ ভাদ্র ১৩৪৭ তারিখে রচিত ও পরবর্তী ১৮ ভাদ্র তারিখে শান্তিনিকেতন আশ্রমের বর্ষামঙ্গল উৎসবে গীত হয়। গীতবিতান ৩। ১০১২। স্বরলিপি ঃ সুধীরচন্দ্র কর, প্রবাসী ১৩৪৭ কার্তিক।

"শ্রাবণের বারিধারা ঝরিছে রিরাহারা"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৯৮।

রচনা ২০ ভাদ্র ১৩৪৭ (৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০)। শান্তিনিকেতন, পাণ্ডুলিপি। স্বরলিপি নেই।

"আলোকের পথে, প্রভু, দাও দ্বার খুলে"

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ১৫।

রচনা ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ (২ নভেম্বর ১৯৪০) (কলিকাতা, রোগশয্যায়)। "অন্ধদের দুঃখ লাঘব শিবির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে" কলিকাতায় ২ নভেম্বর ১৯৪০ তারিখে রচিত। প্রবাসীর ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ২৭০ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় মন্তব্যটি দ্রষ্টব্য গীতবিতান ৩। ১০০৩। স্বরলিপি নেই।

"যারা বিহান-বেলায় গান এনেছিল আমার মনে"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ৯৯।

রচনা ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ (৩ নভেম্বর ১৯৪০) (জোড়াসাঁকো, কলিকাতা)। দ্র. গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৩। ১০১২।

"পাখি, তোর সুর ভুলিস নে"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ১০০।

রচনা অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৪৭ (ডিসেম্বর ১৯৪০) পাণ্ডুলিপি। " গানটি পরে কবিতায় পরিবর্তিত হয়ে 'শেষ লেখা'র তৃতীয় কবিতা রূপে মুদ্রিত আছে।"-গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৩। ১০১৩। স্বরলিপি নেই।

"আমার হারিয়ে-যাওয়া দিন"

৩। প্রেম ও প্রকৃতি ১০১।

রচনা অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৪৭ (ডিসেম্বর ১৯৪০) পাণ্ডুলিপি। পাঠান্তরিত গানের রচনার তারিখ– "শান্তিনিকেতন ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। বিকাল।" গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৩। ১০১৩। স্বরলিপি নেই।

"ওই মহামানব আসে"

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ১৬।

রচনা ১ বৈশাখ ১৩৪৮ (২৪ এপ্রিল ১৯৪১) উদয়ন, পাণ্ডুলিপি। "সৌম্য আমাকে বলেছে মানবের জয়গান গেয়ে একটা কবিতা লিখতে... তাই একটা কবিতা রচনা করেছি, সেটাই হবে নববর্ষের গান।" শান্তিদেব ঘোষ ঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত, পৃ. ২৬৫। গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৩। ১০০৩। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, দেশ ১৩৪৮ কার্তিক, ২৯। Wings of Death, p. 83. The Later Poems of Tagore, p. 166.

"হে নূতন, দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ"

৩। আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ১৭।

রচনা ২৩ বৈশাখ ১৩৪১ (৬ মে ১৯৪১) শান্তিকেতন, পাণ্ডুলিপি। দ্র. "পঁচিশে বৈশাখ' পূরবী (২৫ বৈশাখ ১৩২৯) কবিতাটির শেষ স্তবক পুনর্লিখিত হয়ে গানটি রচিত হয় কবির শেষ জন্মদিনের জন্য। দ্র. গীতবিতান গ্রন্থপরিচয় ৩। ১০০৩। স্বরলিপি ঃ শান্তিদেব ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৪৮। Amrita Bazar Patrika (Daily) 8 May, 1958.

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিপূল ভাণ্ডার তার আপন রত্নরাজিতে সমৃদ্ধ। এই ভাণ্ডার যে কত বিভিন্ন মুহূর্তের প্রকাশক কত আনন্দ, বেদনা, দুঃখের মাধুর্যময় স্পন্দনে স্পন্দিত তার ইয়ত্তা নেই। মহান স্রষ্টাদের সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন বিশেষ সৃষ্টির পেছনে হয়ত কোন একটি বিশেষ প্রেরণা কাজ করে। কিন্তু সৃষ্টির মহত্ত্ব সেখানেই সময়ের সীমা অতিক্রম করে, যেখানে মুহূর্তের প্রেরণা অসীমের ব্যঞ্জনা এবং বিশ্ব সর্বজনীনতা লাভ করে। হয়ত দেখা যাবে সৃষ্টির পশ্চাতে যে প্রেরণা তা আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত তুচ্ছ, কিন্তু মহান শিল্পীর সৃষ্টিশীল কল্পনার রঙে রাঙা হয়ে তা যখন আমাদের কাছে পৌঁছয় তখন তা সমস্ত রকম সীমাবদ্ধতা ও খণ্ডরূপের ঊর্দ্ধ উঠে গভীর জীবনবোধ জড়িত হয়ে যায়। গভীর জীবনরস ও বোধের কবি তাঁর সঙ্গীতে মানবিক ও

আত্মিক চেতনার পূর্ণরূপ প্রকাশ করেছেন। আর এই পূর্ণরূপের প্রকাশ তিনি দেখেছেন প্রকৃতির চিরপ্রবহমানতার মধ্যে— যেখানে সীমা অসীমে, আপাত অপূর্ণতা পূর্ণতায় এবং সমস্ত বেদনা গভীর আনন্দানুভূতির স্পর্শে মগ্ন হয়ে ওঠে। যেখানে জাগতিক দুঃখ, বেদনা, আনন্দ সবই সৃষ্টির অসীমত্বের স্পর্শে মুক হয়ে যায়, এখানেই কবির ব্রহ্মবোধের জন্ম।

তিনি সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পনের স্পর্শ লাভ করেছিলেন, আর তাই তাঁর সঙ্গীত হয়ে উঠেছিল সেই প্রাণমাধুর্যের বেদনাবহ উৎসধারা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক গানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সত্যটাই অনুভূত হয়। তাঁর যে বিশালতা তাতে প্রত্যেকটি রচনার পশ্চাতে কোন তাৎক্ষণিক, দূরবর্তী কিংবা অন্তর্লীন প্রেরণা কাজ করেছিল, তার উৎস সন্ধান গঙ্গোত্রীর সন্ধানের চেয়েও দুরূহ। তবে তৎকালীন সুধীজনের রচনা, তাঁর নিজের কিছু লেখা, সাম্প্রতিক গবেষণা প্রভৃতির কল্যাণে আমরা তাঁর কিছু কিছু সৃষ্টির নেপথ্য ইতিহাস এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। আপন অন্বেষণে কোনো নতুন তথ্য তুলে ধরার অবকাশ এখানে সীমিত, একথা অকপটে স্বীকার করছি।

তথ্যসূত্র –

১। দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত তত্ত্ব*, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ১৮২।

২। তদেব, পৃঃ ১৮২।

৩। নিবেদিতা কোসর, *টেগোর সঙ্গীত (২য় খণ্ড)*, কোসর পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ৩১-৩২।

৪। শম্ভুনাথ ঘোষ, *রবীন্দ্র সংগীতের ইতিবৃত্ত*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ১৭।

৫। শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ২৮৪।

৬। নিতাই বসু, *অনন্য রবীন্দ্রনাথ*, সঞ্জয় প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ১৯।

৭। তদেব, পৃঃ ১৯।

কবিগুরুর বয়স ৫০ থেকে ৭৯ বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সে রচিত গানের যে তালিকা আমরা এই অধ্যায়ে তুলে ধরেছি, তা সংগৃহীত হয়েছে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের '*গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি*', টেগোর রিসার্চ ইন্সস্টিটিউট, কলকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে।